জাতীয় বীজ বোর্ড এর কার্যাবলীর প্রতিবেদন

(চতুর্থ সংখ্যা)

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

কৃষি মন্ত্রণালয়

গাজীপুর-১৭০১

জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন

(চতুর্থ সংখ্যা)

প্রথম সংখ্যা	–	১৯৮৫ ইং
দ্বিতীয় সংখ্যা	–	১৯৯৩ ইং
তৃতীয় সংখ্যা	–	১৯৯৯ ইং
চতুর্থ সংখ্যা	–	২০০৫ ইং

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

জুন, ২০০৫

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

- **মোঃ হামিদুর রহমান**
  পরিচালক
  বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

সদস্যবৃন্দ

- **কৃষিবিদ মোঃ আখতার হোসেন সরকার**
  মূখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ
- **কৃষিবিদ দেওয়ান নেছার আহমেদ**
  প্রধান বহিরাঙ্গন নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা
- **কৃষিবিদ আবদুর রহিম হাওলাদার**
  উপ-পরিচালক (ভ্যারাইটি টেষ্টিং)
- **কৃষিবিদ মোঃ নূরুজ্জামান**
  সিনিয়র ট্রেনিং অফিসার
- **কৃষিবিদ রওশন আরা বেগম**
  প্রকাশনা অফিসার

কম্পিউটার কম্পোজ

- মালেক'স গ্রাফিকজোন, গাজীপুর
  ✆ ০১৭২-২৮২৭৩৬

মুদ্রণে

- বি-বাড়ীয়া প্রিন্টিং প্রেস
  জয়দেবপুর, গাজীপুর।
  ✆ ঃ ৯২৫৬১৬৩, ০১৮৯-০৩০২৩৪

মুখবন্ধ

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বীজের ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। বীজ এমনই একটি উপকরণ যার উপর অন্যান্য উপকরণাদি তথা কৃষি উৎপাদন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। জাতীয় বীজ বোর্ড এই বীজ সেক্টরের নীতি নির্ধারণ, সমন্বয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৭৩ সনে জাতীয় বীজ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বোর্ড। কৃষি উন্নয়নে বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বিভিন্ন ফসলের জাত অনুমোদন ও ছাড়করণ, বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রত্যয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ এবং বাজারজাতকরণসহ কৃষক কর্তৃক বীজ ব্যবহার পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, সংস্থা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট সমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে এই জাতীয় বীজ বোর্ড। তাই এ বোর্ডের বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত কৃষিক্ষেত্রের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই সিদ্ধান্তসমূহ কৃষি উন্নয়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ব্যবহারিক কর্মকান্ডে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে সক্ষম হবে।

ইতোমধ্যেই জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন এর প্রথম সংখ্যা ১৯৮৫ (১ম হতে ১৮তম সভার কার্যবিবরণী), দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৯৩ সনে (১৯তম হতে ২৮তম সভার কার্যবিবরণী) এবং তৃতীয় সংখ্যা ১৯৯৯ সনে (২৯তম হতে ৪২তম সভার কার্যবিবরণী) প্রকাশিত হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় পরবর্তী ৪৩তম থেকে ৫৭তম সভার কার্যাবলী সম্বলিত চতুর্থ সংখ্যা প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হলো। আশা করি পূর্বের সংখ্যাগুলোর মত এ সংখ্যাটিও কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি গবেষণা, বীজ উৎপাদন, প্রত্যয়ন ও মাননিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার নিকট প্রশংসিত হবে।

এ সংখ্যাটি গ্রন্থনা ও সম্পাদনা করেছেন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তাদের এ কাজে সহায়তা করেছেন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দ। তাদের এ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

সতর্কতা ও আন্তরিকতা থাকা সত্বেও প্রতিবেদনটি প্রকাশনার মুদ্রণজনিত ত্রুটি থাকতে পারে। আমাদের এ অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য সকলের নিকট সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

(মোঃ হামিদুর রহমান)
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	**জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভা**	
১.১	৪২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ	
১.২	৪২তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের পর্যালোচনা	
১.৩	অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধন	
১.৪	বীজ ডিলার নিবন্ধন ও বর্তমানে ব্যবহৃত ফর্ম সংশোধন	
১.৫	কারিগরী কমিটি ৩৫তম সভায় ধানের প্রস্তাবিত ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি অনুমোদনের সুপারিশ বিবেচনাকরণ।	
১.৬	কারিগরী কমিটির ৩৫তম সভায় আখের প্রস্তাবিত আই-৩৮৫-৮৮ (বিএসআরআই আখ-৩০) জাত এর অনুমোদনের সুপারিশ বিবেচনা করণ।	
১.৭	কারিগরী কমিটির ৩৬তম সভায় হাইব্রিড জাত মুল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ সংশোধিত পদ্ধতি অনুমোদনের সুপারিশ বিবেচনাকরণ।	
১.৮	কারিগরী কমিটির ৩৬তম সভায় ১৯৯৮-৯৯ মৌসুমে মূল্যায়নকৃত বোরো ধানের প্রস্তাবিত হাইব্রিড ৬টি জাতের পর্যালোচনা।	
১.৯	ধান, পাট, গম, আলু ও আখের বীজমান ও মাঠমান (পুনঃ নির্ধারিত) অনুমোদন।	
১.১০	কারিগরী কমিটির ৩৬তম সভায় প্রস্তাবিত বি আর ৫৩৩১-৯৩-২৮-৩ (ব্রি ধান-৪০)-এর অনুমোদনের সুপারিশ বিবেচনাকরণ।	
১.১১	কারিগরী কমিটির ৩৬তম সভায় প্রস্তাবিত বি আর ৫৮২৮-১১-১-৪(ব্রি ধান-৪১)-এর অনুমোদনের সুপারিশ বিবেচনাকরণ।	
১.১২	ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা।	
১.১৩	এস,সি এ কর্তৃক র‍্যান্ডম ভিত্তিতে মান ঘোষিত বীজের মাঠ পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহ।	
১.১৪	ট্রায়াল/উপযোগিতা কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ধান, গম ও পাট ফসলের নতুন জাতের বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ।	
১.১৫	বিবিধ	
	(ক) জাতীয় বীজ বোর্ডে কৃষক প্রতিনিধি নির্বাচন	
	(খ) বীজ প্রযুক্তি সেমিনারে অর্থায়ন	
	(গ) জাতীয় বীজ বোর্ডে সদস্য হওয়ার আবেদন	
	(ঘ) আলু বীজ কেলেংকারীর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হোক শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের উপর মতামত।	
২।	**জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৪তম সভা।**	
২.১	৪৩তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।	
২.২	৪৩তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা	
২.৩	জিবি-৪ জাতের ২০ টন হাইব্রিড ধান বীজ চীন থেকে আমদানি করা সংক্রান্ত ব্রাকের আবেদন বিবেচনাকরণ	

২.৪ কারিগরী কমিটির ৩৭তম সভায় গমের প্রস্তাবিত বিএডব্লিউ-৯৩৬ কৌলিক সারিটি (বারি গম-২২) হিসাবে ছাড়করণের সুপারিশ বিবেচনাকরণ

২.৫ এনজিওকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি বিবেচনাকরণ

২.৬ আমদানিকৃত বীজ (হাইব্রিড) এর প্যাকেটের গায়ে সঠিক লেবেল নিশ্চিতকরণ

২.৭ আলুর জাত Bintje, Desiree এবং Baraka-এর ছাড়করণ

৩। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৫তম (বিশেষ) সভা

৩.১ এনজিও/বেসরকারী সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক ফসলের হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন/বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষাকরণ সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা।

৩.২ আলুর প্রস্তাবিত জাত 'আরিন্ডা' অনুমোদনের বিষয়ে কারিগরী কমিটির ৩৮তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

৩.৩ আলুর প্রস্তাবিত জাত 'রাজা' অনুমোদনের বিষয়ে কারিগরী কমিটির ৩৮তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

৩.৪ ১৯৯৯-২০০০ আমন মৌসুমে ধানের হাইব্রিড জাতের মূল্যায়নকৃত আই এ এইচ এস ১০০-০০১ (কোড নম্বর-২) সুগন্ধি জাত হিসেবে অনুমোদনের বিষয়ে কারিগরী কমিটির ৩৮তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

৩.৫ আখের প্রস্তাবিত জাত আই ৩৮-৯০ (বিএসআরআই আখ-৩১)-এর অনুমোদনের বিষয়ে কারিগরী কমিটির ৩৮তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

৩.৬ বীজ শোধন, বীজ পরীক্ষা পদ্ধতি ট্রুথফুল লেবেল বীজের প্রত্যয়ন ট্যাগ, বীজ পূণঃ পরীক্ষা ও বীজ বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত বিএডিসির প্রস্তাব পর্যালোচনাকরণ।

৩.৭ বিবিধ ঃ বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের নিমিত্তে কমিটি গঠনের প্রস্তাব এবং বাজেট অনুমোদনের বিষয়ে কারিগরী কমিটির ৩৮তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

৪। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৬তম (বিশেষ) সভা

৪.১ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধানের ৬৯৬৯০-এইচ এবং ৬৮৮৭৭ এইচ লাইন দুটি যথাক্রমে ব্রি-হাইব্রিড-১ ও ব্রি হাইব্রিড-২ নামে ছাড়করণসহ আরো ১৮টি হাইব্রিড লাইনের জাত ছাড়করণ বিষয়ে আলোচনা।

৫। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৭তম সভা

৫.১ ৪৬তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

৫.২ জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের প্যারেন্ট লাইন আমদানির আবেদন বিবেচনাকরণ।

৫.৩ জিবি-৪ হাইব্রিড ধান বীজ বানিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানির আবেদন বিবেচনাকরণ।

৫.৪ "বোরো হাইব্রিড জাত সমূহের মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন ও বর্তমান নিবন্ধন পদ্ধতি" শীর্ষক কর্মশালার সুপারিশ অনুমোদন সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির ৩৯তম সভার প্রস্তাব বিবেচনাকরণ।

৫.৫ নিয়ন্ত্রিত ফসলের (সরকারী পর্যায়ে) প্রত্যায়িত বীজের দৈবচয়নের ভিত্তিতে (at random Checking) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কিত কারিগরী কমিটির ৩৯তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

৫.৬ হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদনের কারিগরী তদারকী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আওতায় ন্যস্তকরণ

৫.৭ সেন্টার ফর এগ্রিবিজনেস এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এর সভাপতিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিয়মিত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি বিবেচনাকরণ।

৫.৮ সাময়িকভাবে ছাড়কৃত ধান হাইব্রিড বীজের উৎপাদন ও আমদানির সময়সীমা পরবর্তী ৫(পাঁচ) বছরের জন্য সম্প্রসারণের বিষয় বিবেচনাকরণ।

৫.৯ জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে কৃষক প্রতিনিধি মনোনয়ন।

৫.১০ বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশনকে জাতীয় বীজ বোর্ডের এবং কারিগরী কমিটির সদস্যভুক্তকরণ।

৫.১১ আফতাব বহুমূখী ফার্ম লিঃ-এর অনুকূলে ছাড়কৃত আমন মৌসুমের হাইব্রিড জাতের সুগন্ধি ধানের বিষয়ে পোষ্ট ফেক্টো অনুমোদন।

৬। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৮তম (বিশেষ) সভা

৬.১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধানের জাত আই আর ৬৯৬৯০ হাইব্রিড ধান-১ হিসেবে যশোর বরিশাল অঞ্চলে উৎপাদনের বিষয়ে কারিগরী কমিটির ৪০তম (বিশেষ) সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

৬.২ হাইব্রিড ধান বীজের উৎপাদন ও আমদানির সময়সীমা বর্ধিতকরণ সম্পর্কে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৭তম সভায় গঠিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

৭। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৯তম সভা

৭.১ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৮তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

৭.২ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৮তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি

৭.৩ বোরো (২০০০-২০০১) মৌসুমে আফতাব বহুমুখী ফার্ম কর্তৃক ট্রায়ালকৃত জেড এফ-৩১ (কোড নং -এইচ-০৩৬) হাইব্রিড জাতটি নিবন্ধনের জন্য কারিগরী কমিটির ৪১তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

৭.৪ বোরো (২০০০-২০০১) মৌসুমে আফতাব বহুমুখী ফার্ম কর্তৃক ট্রায়ালকৃত জেড এফ-৩৭ (কোড নং -এইচ-০৩৯) হাইব্রিড জাতটি নিবন্ধনের জন্য কারিগরী কমিটির ৪১তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

৭.৫ বোরো (২০০০-২০০১) মৌসুমে সুপ্রীম সীড কোম্পানী কর্তৃক ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধান নং ৯৯-৫ (কোড নং-এইচ-০৪৩) জাতটি নিবন্ধনের জন্য কারিগরী কমিটির ৪১তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

৭.৬ ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়নের পদ্ধতি অনুমোদনের বিষয়ে কারিগরী কমিটির ৪১তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

৭.৭ বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন জাতীয় বীজ বোর্ড ও কারিগরী কমিটির সদস্য এবং ব্র্যাককে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণ।

৭.৮ হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদনের কারিগরী তদারকী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আওতায় ন্যস্তকরণ।

৮। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভা

৮.১ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৯তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

৮.২ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৯তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি।

৮.৩ হাইব্রিড ধানের DUS Test পদ্ধতি অনুমোদন, মাঠমান (Field Standard) ও বীজমান (Seed Standard) নির্ধারণ।

৮.৪ আলুর DUS Test পদ্ধতি অনুমোদন।

৮.৫ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তোষা পাটের জাত ও-৭২ হিসেবে অনুমোদন।

৮.৬ সাময়িকভাবে নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড ধান জাতের কতিপয় শর্ত সংশোধন।

৮.৭ জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে কৃষক প্রতিনিধি নির্বাচন।

৮.৮ বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড ম্যার্চেন্টস এসোসিয়েশনকে সীড প্রমোশন কমিটি ও জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটিতে সদস্য পদ প্রদান।

৮.৯ কারিগরী কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের দুইটি সদস্যপদ স্থলাভিষিক্তকরণ।

৮.১০ ডেফার্ড পেমেন্ট বেসিজ বীজ আমদানিকরণ।

৯। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫১তম সভা

৯.১ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

৯.২ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

৯.৩ জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের প্যারেন্ট লাইন আমদানির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রসংগে।

৯.৪ অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন প্রসংগে।

৯.৫ বোরো (২০০১-২০০২) মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির ৪৪তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

৯.৬ প্রস্তাবিত আখের আই ১৫৫-৯১ ও আই ২০৯-৯১ এবং বিও-৯১ ক্লোন ৩টি যথাক্রমে বিএসআরআই আখ-৩২, বিএসআরআই আখ-৩৩ এবং বিএসআরআই আখ-৩৪ হিসেবে অনুমোদন সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির ৪৪তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

৯.৭ বীজের মান সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে মনিটরিং।

৯.৮ বিবিধ

(ক) আগামী পাট উৎপাদন মৌসুমে ভারত হতে পাট বীজ আমদানি।

(খ) আমদানিকৃত সব্জী বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা।

১০। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫২তম সভার কার্যবিবরণী

১০.১ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫১তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

১০.২ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫১তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা।

১০.৩ সবজী বীজসহ অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশমালা বিবেচনা।

১০.৪ ফসলের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি রিভিউ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশমালা বিবেচনা।

১০.৫ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সিভিএল-১(দেশী) জাতের কম অংকুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন (৭০%) ব্রিডার পাট বীজ বিএডিসি এর নিকট সরবরাহ প্রসঙ্গে।

১০.৬ ব্রিডার ধান বীজের মূল্য বৃদ্ধি।

১০.৭ ব্রিধান-৪০ ও ব্রিধান-৪১ অবমুক্তিকরণ সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির ৪৫তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

১০.৮ জাতীয় বীজ বোর্ডে কৃষক প্রতিনিধি নির্বাচন।

১০.৯ পরিচালক, সীড প্যাথলজি সেন্টার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর প্রস্তাব বিবেচনাকরণ।

১০.১০ প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস নিবন্ধনের জন্য অধ্যাপক ডঃ লুৎফর রহমান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদপ্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ফরম অনুমোদন সংক্রান্ত।

১০.১১ সীড টেকনোলজী ডিভিশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) এর মানোন্নয়নের প্রস্তাব বিবেচনা।

১০.১২ বিবিধ।

(ক) ডাচ আলু বারাকা, বিন্টজে ও জারলা জাত তিনটিকে যথাক্রমে বারি আলু-১৮, বারি আলু-১৯ ও বারি আলু-২০ হিসেবে ছাড় করণ প্রসংগে।

১১। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভার কার্যবিবরণী

১১.১ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

১১.২ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫২তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

১১.৩ বিএডিসির আন্ডার সাইজ (২০-২৭ মিঃমিঃ) ও ওভার সাইজ (৫৬-৬০ মি.মি) ভিত্তি বীজ আলু প্রত্যয়ন সংক্রান্ত আবেদন বিবেচনাকরণ।

১১.৪ কেবলমাত্র চলতি বর্ষে (২০০৩-২০০৪) ৭০% পর্যন্ত অংকুরোদ্গম ক্ষমতা সম্পন্ন ২৫৪.৩৯৪ মেঃ টন ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর গম বীজ, "বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী" কর্তৃক প্রত্যয়ন কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ও ৭০ % পর্যন্ত মান ঘোষিত শ্রেণীর ৫১১.০০ মেঃ টন গম বীজ বিএডিসি কর্তৃক চাষী পর্যায়ে বিতরণের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত।

১১.৫ বোরো (২০০২-২০০৩) মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ও রেজিষ্ট্রেশনের জন্য সুপারিশ সংক্রান্ত।

১১.৬ বিএসআরআই কর্তৃক প্রস্তাবিত আখে (ক) আই--৯৩-৯৩ ও (খ) আই ১১০-৯৩ ক্লোন দুটি যথাক্রমে বিএস আর আই আখ-৩৫ ও বিএস আর আই আখ-৩৬ হিসাবে ছাড়করণ প্রসঙ্গে।

১১.৭ To Specify obnoxious weeds of Notified crops in Bangladesh প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১২। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভার কার্যবিবরণী

১২.১ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

১২.২ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

১২.৩ Plant Variety and Farmers Rights Protection Act. 2003 এর খসড়া অনুমোদন।

১২.৪ আলু বীজের জাত ছাড়করণ পদ্ধতি অনুমোদন।

১২.৫ অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধন।

১২.৬ ভারতীয় তোষা পাট জাত নবীন (জেআরও-৫২৪) বাংলাদেশে মূল্যায়ন ও ছাড়করণ প্রক্রিয়া

১২.৭ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বোনা আউশ ধানের প্রস্তাবিত (ক) বিআর ৬০৫৮-৬-৩-৩ ও (খ) বিআর-৫৫৪৩-৫-১-২-৪ কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে ব্রিধান ৪২ ও ব্রিধান-৪৩ হিসাবে ছাড়করণ প্রসঙ্গে।

১২.৮ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক গমের প্রজনন বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতার মান ৮৫% ভাগ থেকে কমিয়ে ৮০% নির্ধারণ করা প্রসঙ্গে।

১২.৯ বীজ প্রত্যায়ন ফি পুনঃ নির্ধারণ।

১২.১০ বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন ও বিপননকারীদের কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ ডিলার নিবন্ধন গ্রহণ প্রসঙ্গে।

১২.১১ বিবিধ।

১৩। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৫তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

১৩.১ Plant variety and Farmers' Rights protection Act, 2003 এর খসড়া অনুমোদন সংক্রান্ত।

১৪। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৬তম সভার কার্যবিবরণী

১৪.১ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

১৪.২ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

১৪.৩ মহাপরিচালক, বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সভায় উপস্থাপিত মল্লিকা সীড কোম্পানীর সাময়িক নিবন্ধিত হাইব্রিড ধানের সিএনএসজিজি-৬ (সোনার বাংলা-১) জাতটির বাজারজাতকরণের স্বত্ব ইষ্ট-ওয়েষ্ট সীড (বাংলাদেশ) লিঃ কোম্পানীর সাথে করণ প্রসঙ্গে।

১৪.৪ বেরো/২০০৩-০৪ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির ৪৮তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

১৪.৫ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং জাতীয় বোর্ডের কারিগরী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত (ক) বারি-আলু-২১ (প্রুভেন্টো) ও (খ) বারি আলু-২২ (জার্মপ্লাজম-৮৮-১৬৩) জাত দুটির ছাড়করণ প্রসঙ্গে।

১৪.৬ আলু বীজের জাত ছাড়করণ মূল্যায়ন পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়ে কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

১৪.৭ বীজ আলুর গ্রেড পূন:নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়।

১৪.৮ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৪৮ ও ৪৯ তম সভার সুপারিশক্রমে উক্ত কমিটিতে ও আখের মূল্যায়ন কমিটিতে সদস্যভুক্ত বিবেচনাকরণ।

১৪.৯ বিবিধ।

(ক) পাট বীজ আমদানি প্রসঙ্গে।

(খ) কাষ্টম পাট বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে ভারত সফর সংক্রান্ত।

১৫। Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2004 সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

১৬। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৭তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

১৫.১ বিএডিসির ক্যারিওভার পাট বীজ বিক্রয়ের ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত।

১৫.২ বিবিধঃ চলতি ২০০৪-২০০৫ মৌসুমে অতিরিক্ত পাট বীজ আমদানি সংক্রান্ত।

১৭। ধান, পাট, গম, আলু ও আখের বীজমান ও মাঠমান (পূন:নির্ধারিত)।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভার কার্যবিবরণী

বিগত ইং ২৮-০৩-২০০০ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিটে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এ, এম, এম, শওকত আলী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যদের ও আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্র মোতাবেক আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের সদস্য সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ) জনাব মুস্তাফিজুর রহমান, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

আলোচ্যসূচী-১

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভা বিগত ইং ২৬-০৮-৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে স্মারক নং ঃ কৃষি/বীজ উইং/বীজ প্রশাসন-৪৯/৯৯/১১৮ তারিখ ১৫-০৯-৯৯ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ঐ সভার ৯(নয়) টি বিষয়ের মধ্যে ৮নং বিষয়টি অনুমোদিত হাইব্রিড জাতের প্যারেন্ট লাইন আমদানি বিষয়ক এবং এতে দুটি সিদ্ধান্ত হয়। ২নং সিদ্ধান্তের উপর বাংলাদেশ সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন থেকে একটি সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়। ২নং সিদ্ধান্তটি নিম্নরূপঃ-

উল্লিখিত হাইব্রিড ধানের জাতগুলির প্যারেন্ট লাইন এর জাত কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট কোম্পানী কর্তৃক আমদানি করা যাবে এবং আমদানির পারমিট নেয়ার সময় আমদানিকারক প্যারেন্ট লাইনের জাতের নাম ও বীজের পরিমাণ এবং বীজগুলো রোগ বালাইমুক্ত এ মর্মে সংশ্লিষ্ট দেশের বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করবে।

বাংলাদেশ সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন থেকে সংশোধনী প্রস্তাব করা হয় যে সংশ্লিষ্ট দেশের বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সির স্থলে প্লান্ট কোয়ারেন্টাইন হবে। সভায় উক্ত বিষয়টি আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার ৮নং আলোচ্য সূচীর ২নং সিদ্ধান্তে বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সীর স্থলে প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন বাক্যটি সংশোধনী এনে কার্য বিবরণীর অবশিষ্ট সিদ্ধান্তগুলো নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্য সূচী-২

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার কার্যবিবরণী জারি করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রসমূহ কার্যবিবরণী ছাড়াও পৃথক পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে সভার সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। ঐ সভায় গৃহীত ২নং সিদ্ধান্তের বিষয়ে অনুমোদিত জাতসমূহের গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারির জন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে সরকারি মুদ্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। উক্ত

বিষয়টি আলোচনাকালে সভাপতি জাতীয় বীজ বোর্ডের পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিস্তারিত ভাবে সভার কার্যপত্রে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। এব্যাপারে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে সভার সদস্যবৃন্দ মতামত দেন এবং পরবর্তী সভা থেকে সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিস্তারিত ভাবে সভার কার্যপত্রে লিপিবদ্ধ করতে হবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্য সূচী-৩

অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধণ

জাতীয় বীজ নীতি অনুসরণ করে অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধন এর কাজ শুরুর জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের আগ্রহের প্রেক্ষিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩০তম সভায় বীজ নিবন্ধন ফর্ম নং-২ অনুমোদিত হওয়ার পর জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভার ৭ টি আলোচ্য সূচীর মধ্যে ৫নং আলোচ্য সূচীর (ক) তে অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ৩০তম সভায় অনুমোদিত সংশোধিত বীজ নিবন্ধন ফর্ম নং-২ ব্যবহার করে এযাবৎকাল অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধন কাজ সম্পাদিত হয়ে আসছে। কিন্তু খসড়া বীজ বিধিমালা আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্তকরণ কালে অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ফর্মটি (২নং ফর্ম) বাতিল করা হয়। কারণ বীজ আইনে অঘোষিত ফসল বা নন- নোটিফাইড ফসল বলতে কোন কিছুর উল্লেখ নেই। এ সকল কারণে অনুমোদিত বীজ বিধিমালা জারির পর জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভায় অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধন বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা থাকে না। বর্তমান অবস্থায় বীজ বিধিমালা ১৯৯৮-এর বিধি-৭ মোতাবেক অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় জটিলতা দেখা দেয়ায় নীতিগত কারণে উক্ত প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়। তবে জাতীয় বীজ নীতি অনুসারে অঘোষিত ফসলের জাত বিক্রির পূর্বে সেগুলি নিবন্ধনকৃত হতে হবে এমর্মে উল্লেখ আছে বিধায় অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধনের জন্য বীজ আইন/বীজ বিধি সংশোধনের প্রয়োজন আছে কিনা, বা না থাকলে কোন ধরনের ফর্ম ব্যবহার করা হবে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মতামত/সুপারিশ প্রদানের জন্য বিগত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি কমিটি গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে কমিটির সুপারিশ/মতামত পাওয়া গিয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

১। বীজের মান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে অঘোষিত (Non-notified) ফসলের জাত নিবন্ধনের জন্য বীজ আইন/বীজ বিধি সংশোধন প্রয়োজন আছে;

২। অঘোষিত (Non-notified) ফসলের জাত নিবন্ধনের জন্য বর্তমান ফর্মই ব্যবহার করা যাবে এবং তা বীজ বিধিতে ফর্ম IA হিসেবে সংযুক্ত করা যাবে;

৩। সংশোধিত বীজ আইন (Seed Ordinance, ১৯৭৭) এর Section 2(KK) এবং Section ৭ এ Notified kind or variety এর স্থলে Notified and / or Non-notified kind or variety প্রতিস্থাপন করতে হবে। তবে জাত রেজিষ্ট্রেশন এবং আমদানি/রফতানীর ক্ষেত্রে অঘোষিত (Non-notified) ফসলের জাতের বেলায় নোটিফাইড ফসলের চেয়ে শিথিল পদ্ধতিতে মান নিয়ন্ত্রণের ছত্র (Clause) বীজ আইন/বীজ বিধিতে সংযোজন করতে হবে;

৪। **অঘোষিত (Non-notified) ফসলের জাত রেজিষ্ট্রেশন ঃ**

(ক) অঘোষিত (Non-notified) ফসলের জাত রেজিস্ট্রেশন ফর্ম-এর ১ থেকে ১১ ক্রমিকের সকল শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে। ১২নং ক্রমিকটি সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিবর্তে সম্ভাব্য (Yield Potential) শর্তটি শুধু রাখা

হবে। ফর্মের নীচের অংশের রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের মন্তব্য বা সিদ্ধান্তের জন্য তথ্য ছক সংযুক্ত করা হবে। তথ্য ছকে মেমো নং এবং তারিখ, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, জাত রেজিস্ট্রেশন সিদ্ধান্ত, স্বাক্ষর ও অফিসিয়াল সীল থাকবে।

(খ) অঘোষিত (Non-notified) ফসলের জাত রেজিস্ট্রেশনের জন্য ২ (দু'টি) ফর্ম পূরণ করে আবেদন করতে হবে। আবেদন বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে পৌছার ১ (এক) মাসের মধ্যে জাত রেজিস্ট্রেশনের সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে জানানো হবে।

বর্তমান মুহূর্তে অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধনের ব্যাপারে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বীজ আইন ১৯৯৭ এর সংশ্লিষ্ট ধারা The Seed Rules, 1998 এর সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধন করতে হবে। তা হবে বেশ সময় সাপেক্ষ। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধনের ব্যাপারে মোট ১২টি আবেদন পত্র পাওয়া গেছে যা সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধন প্রক্রিয়া পুনরায় তাড়াতাড়ি শুরু না করলে জাতীয় বীজ নীতির উদ্দেশ্য ও বেসরকারি পর্যায়ে বীজ শিল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং সরকারি ও বেসরকারি বীজ শিল্প সেক্টরে অঘোষিত ফসলের নুতন জাত উদ্ভাবনে উৎসাহ দেয়ার বিষয়টি দারুণভাবে ব্যাহত হবে। এ দিকটা বিবেচনায় এনে সংশোধিত বীজ আইন ১৯৯৭ এবং বীজ বিধি ১৯৯৮-এর সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তার উপর কমিটির সদস্যবৃন্দ গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অঘোষিত ফসলে জাত নিবন্ধন সংক্রান্ত সংশোধনী না হওয়া পর্যন্ত বর্তমানে ব্যবহৃত ফর্মটি (অঘোষিত ফসলের জন্য) আবেদন পত্র হিসেবে গ্রহণ করে পূর্বের ন্যায় নিবন্ধন কাজ শুরু করা যেতে পারে বলে সদস্যবৃন্দ মতামত দেন। সভাকে অবহিত করা হয় যে মহাপরিচালক (বীজ), বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণালয় জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব উক্ত কাজ সম্পাদন করছেন এবং ভবিষ্যতে করতে পারেন।

অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধনের প্রয়োজন আছে কিনা এব্যাপারে বাংলাদেশ সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতির মতামত চাওয়া হয়। বিএসএমএর সভাপতি অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করে নিবন্ধনের পক্ষে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। এপর্যায়ে বিএআরসি এর নির্বাহী সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, বীজ আইন সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত নির্বাহী আদেশে অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধন করা যেতে পারে। এব্যাপারে বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ)ও জাত নিবন্ধনের পক্ষে মত দেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ-

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধনের প্রক্রিয়া পূর্বের ন্যায় সম্পাদন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

(খ) বর্তমানে ব্যবহৃত ফর্মে পূর্বের ন্যায় আবেদনপত্র গ্রহণ করে অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)

(গ) অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধনের সকল কার্যক্রম মহাপরিচালক (বীজ), জাতীয় বীজ বোর্ডের পক্ষে সম্পাদন করবেন।

(ঘ) কমিটির প্রস্তাব মোতাবেক সংশোধিত বীজ আইন ১৯৯৭ এবং বীজ বিধি ১৯৯৮ এর সংশোধনী আনতে হবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)

আলোচ্যসূচী-৪

বীজ ডিলার নিবন্ধন ও বর্তমানে ব্যবহৃত ফর্ম সংশোধন;

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভার ৭টি আলোচ্য সূচীর মধ্যে ৫নং আলোচ্যসূচীর (ক) (খ) ও (গ) এর মধ্যে (খ) সিদ্ধান্ত মোতবেক বীজ ডিলার নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি সদস্য-সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড ও মহাপরিচালক (বীজ) সম্পাদন করছিলেন। কিন্তু The Seed Rules, 1998 জারির পর উক্ত প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়। বর্তমান অবস্থায় বীজ বিধিমালা-৯৮ এর বীজ ডিলার নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধি-৮ মোতাবেক বীজ ডিলার নিবন্ধনের কতিপয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। The Seed Rules, 1998-এর বিধি-৮ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ-

1. The application for registration of Seed Dealer shall be in from II
2. On receipt of an application under Sub-rul (i) The Board may cause checking the correctness of the information provided in the application and give decision on the application under intimation to the applicant.
3. Where the Board grant the application, it shall issue a Certificate of registration.

উল্লিখিত ধারার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, বীজ ডিলার নিবন্ধনের জন্য The Seed Rules, 1998 এ বর্ণিত ফর্ম II আবেদন পত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। আবেদন পত্র গ্রহণের পর আবেদন পত্রে আবেদনকারীর দেয়া তথ্য জাতীয় বীজ বোর্ড সঠিকভাবে যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিবে এবং বোর্ড কর্তৃক যে আবেদনটি গৃহীত হবে, সে আবেদনের উপর নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইস্যু করবে। বর্তমানে বীজ ডিলার নিবন্ধনের জন্য ব্যবহৃত ফর্ম সংশোধন/পরিবর্তন এর প্রয়োজন আছে কিনা তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মতামত/সুপারিশ দেয়ার জন্য বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে কমিটির সুপারিশ পাওয়া গিয়াছে, যা নিম্নরূপ ঃ

ক) বীজ ডিলার রেজিস্ট্রেশন ফর্ম এর ক্রমিক নং-১ এর Name এর স্থলে Name of institution/Person এবং ক্রমিক নং-২ এর Father's name এর পরে if applicable শব্দটি যুক্ত করা এবং ক্রমিক নং-৪ এ Date of birth বাদ দেয়া যেতে পারে;

খ) বীজ ডিলার রেজিস্ট্রেশনের ফর্মের ৬নং শর্তটি এবং ফর্মের সর্বনিম্নের ফুট নোটটি বাদ দেয়া যেতে পারে। ৭নং ক্রমিকে Experience of Seed business এর পর If any শব্দ যুক্ত করা এবং ডিলারের জন্য সুপারিশকারী কর্মকর্তা/সংস্থার সাথে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য এমন বেসরকারী সমিতির নাম সংযুক্ত করা যেতে পারে;

গ) 'Facilities available for Seed business' শব্দটি আলাদা ক্রমিকে যুক্ত করা যেতে পারে;

ঘ) বীজ ডিলারের জন্য সুপারিশকারী সংস্থার প্রতিনিধি যেন সুপারিশ করার ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব তথ্য যাচাই করে তা করেন এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেন;

ঙ) আবেদন পৌছানোর অনধিক ২ (দুই) মাসের মধ্যে ডিলার রেজিস্ট্রেশনের সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে জানানো যেতে পারে; বীজ ডিলার নিবন্ধনের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত ফর্মের উপর উল্লিখিত কমিটির সুপারিশ/মতামত গুলোও The Seed Rules, 1998 এর সংশোধনের বিষয়টি সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং উক্ত ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে সভায় মত ব্যক্ত করা হয়। বীজ বিধি ১৯৯৮ সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত বীজ ডিলার নিবন্ধনের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত ফর্মটি ব্যবহার করে আবেদন পত্র গ্রহন এবং নিবন্ধনের কাজ চালিয়ে নেয়া যেতে পারে বলে সভায় সকল সদস্য অভিমত ব্যক্ত করেন। অপর পক্ষে বীজ ডিলার নিবন্ধনের ব্যাপারে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী The Seed Rules, 1998 এর বিধি সংশোধন করতে হবে এবং তা হবে বেশ সময় সাপেক্ষ। কিন্তু বীজ ডিলার

নিবন্ধন প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি চালু করা না হলে জাতীয় বীজ নীতির উদ্দেশ্য ও বেসরকারী পর্যায়ে বীজ শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং বেসরকারি বীজ সেক্টরকে তাদের কর্মকান্ডে উৎসাহ দেয়ার বিষয়টি ব্যাহত হবে। সে লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি ও সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ইতোমধ্যে বীজ ডিলার নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। তা চলতি সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয় এবং অনুমোদনের পক্ষে মত পাওয়া যায়। বীজ ডিলার নিবন্ধন পত্র মহাপরিচালক, বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণালয় এর স্বাক্ষরে জারি হবে বলে ইতোমধ্যে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। বীজ ডিলার নিবন্ধনের ব্যাপারে অন্যান্য সকল কার্যক্রম বোর্ডের পক্ষে কে সম্পাদন করবে তা The Seed Rules, 1998 এ সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই বিধায় বিষয়টি সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের পক্ষে মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বীজ ডিলার নিবন্ধনের সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারেন বলে সভায় সকলের নিকট থেকে অভিমত পাওয়া যায়। আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) বীজ ডিলার নিবন্ধনের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত ফর্ম সম্পর্কে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় গঠিত কমিটির সুপারিশ/মতামতগুলো অনুমোদন করা হলো এবং The Seed Rules, 1998 এর সংশোধনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

(খ) The Seed Rules, 1998 সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত বীজ ডিলার নিবন্ধনের বর্তমানে ব্যবহৃত ফর্মটি ব্যবহার করে আবেদন পত্র গ্রহণ এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

(গ) জাতীয় বীজ বোর্ডের পক্ষে মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বীজ ডিলার নিবন্ধনের সকল কার্যক্রম সম্পাদন করবেন। (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্যসূচী-৫

কারিগরী কমিটির ৩৫ তম সভায় ধানের প্রস্তাবিত ডিইউএস টেস্ট পদ্ধতি অনুমোদনের সুপারিশ বিবেচনাকরণঃ

উক্ত বিষয়টি কারিগরী কমিটির ৩৫তম সভায় উপস্থাপিত হয়। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে ডিইউএস টেষ্টের জন্য ধানের ৫৮টি বৈশিষ্ট্যের বিষয় সভায় আলোচিত হয়। বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ভিসিইউ (VCU) টেষ্টের জন্য গুরুত্বপূর্ন হলেও ডিইউএস (DUS) টেষ্টের জন্য প্রয়োজনীয় নয় বিধায় বাদ দেয়া হয়। সংশোধিত পদ্ধতিটিতে ৩৭টি বৈশিষ্ট্য রাখা হয়েছে যা গাছের বা ধানের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট TG $\frac{1}{2}$ এর কপি সংযুক্ত করে দেয়ার বিষয়ে অভিমত পাওয়া যায়। বিবেচ্য ৩৭টি বৈশিষ্ট্যর তালিকায় প্রস্তাবিত জাতের Shattering Tendency এবং অন্যান্য জাত সনাক্তকারণ বৈশিষ্ট (distinctive character) সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা, Seed Dormany বৈশিষ্ট্য, যদি কোন Standard Guide line এ উল্লেখ থাকে তবেই তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে, নচেৎ নয় মর্মে মত প্রদান করা হয়। কারিগরী কমিটি প্রস্তাবিত পদ্ধতির সংশোধনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে প্রয়োজনীয় সংযুক্তি ও আলোচিত বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদনের জন্য বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করেছে। বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় বিস্তারিত আলোচনাকালে ফসলের জাত ছাড়করণে ডিইউএস টেস্টের গুরুত্ব আছে বলে বিএআরসি'র সভাপতি সভাকে অবহিত করেন। সে সাথে ভিসিইউ'রও গুরুত্ব আছে বিধায় সভাপতি ভিসিইউ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে শুরু করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বিশদ আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) ধানের ডিইউএস টেস্ট পদ্ধতিটির অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুমোদন করা হলো।

(খ) ডিইউএস টেস্টের পাশাপাশি ডিসিইউ টেস্টের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে শুরু করতে হবে। (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)।

আলোচ্যসূচী-৬

কারিগরী কমিটির ৩৫তম সভায় আখের প্রস্তাবিত আই ৩৮৫-৮৮ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩০ জাত হিসেবে অনুমোদনের সুপারিশ বিবেচনাকরণ ঃ

আখের প্রস্তাবিত আই ৩৮৫-৮৮ ক্লোনটি বাংলাদেশ আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবন করেছে। বিএসআরআই এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত ইশ্বরদি-৩০ জাতটির কান্ড মধ্যম লম্বা, রং সবুজাভাব হলুদ তবে অনাবৃত অংশ হলুদভাব পাটল বর্নের। পর্বমধ্য (Internode) সিলিন্ডার আকৃতির এবং উহাতে কোন ফাটা দাগ (Growth split), আইভরি মার্কিং (Ivory marking), কর্কিপ্যাচ, (Corky Patch) এবং বাডগ্রোভ (Budgrove) দেখা যায় না। গিরা (Node) ফোলা এবং পাতা ঝরার দাগ স্পষ্ট। পাতার খোলে বেগুনী রংগের দাগ দেখা যায়। লিগিউলটি ক্রিসেন্টিফর্ম (Ligule Crescentiform) আকৃতির। প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ৫৫-১১০ টন/হেক্টর। প্রস্তাবিত জাতটি ঈশ্বরদী-১৬ জাতের মত। এ জাতের আখের ফুল হয় এবং এটা একটি আগাম পরিপক্ক জাত। আই ৩৮৫-৮৮ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩০ হিসেবে ছাড়করণের জন্য বিএসআরআই কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশের তিনটি অঞ্চলে (রাজশাহী, রংপুর ও যশোর) মোট পাঁচটি স্থানে (জয়পুরহাট, ঈশ্বরদী, রাজশাহী, মাদারগঞ্জ ও দর্শনা) ট্রায়াল করা হয়েছে। সবগুলো স্থানেই চেক জাত ঈশ্বরদী-১৬ এর তুলনায় এজাতের ফলন বেশী পাওয়া গিয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় সবগুলো স্থানেই মূল্যায়ন দল প্রস্তাবিত আই ৩৮৫-৮৮ ক্লোনটিকে নতুন জাত হিসেবে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করেছে। কারিগরী কমিটিও প্রস্তাবিত জাতটির ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করেছে।

জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় সভাপতি আখের উক্ত জাত সম্বন্ধে ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির নিকট বিস্তারিত জানতে চান। এক পর্যায়ে সভাপতি ডিইউএস টেস্ট করার জন্য পরামর্শ দেন। নির্বাহী সভাপতি বিএআরসি আখের এ জাতটি প্রচলিত অন্য জাতের তুলনায় আগাম জাত হওয়ায় ছাড়করণের জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করেন। এজাতটির প্রতি কৃষকের চাহিদা নিরূপন করার জন্য সভাপতি সাময়িকভাবে এক বছরের জন্য জাতটি ছাড়করণের নির্দেশ দেন। ডিএই এর তত্ত্বাবধানে উক্ত জাতটির পারফরমেন্স পরীক্ষা করা হবে এবং পরীক্ষার ফলাফল কারিগরী কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় পেশের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন। আখের বিভিন্ন সময় ছাড়কৃত জাতগুলোর বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার বিষয়টি ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ডিএই সম্পাদন করবে বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। এব্যাপারে বিএআরসি অর্থের যোগান দেবে বলে সভাপতি নির্দেশ দেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) আখের আই ৩৮৫-৮৮ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩০ নামে আগাম জাত হিসেবে সারা দেশে আবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে এক বছরের জন্য অবমুক্ত করা হলো।

(খ) ডিএই, ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উক্ত জাতটির পারফরমেন্স পরীক্ষা করবে এবং পরীক্ষার ফলাফল কারিগরী কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (দায়িত্ব ঃ ডিএই এবং ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান)।

(গ) আখের বিভিন্ন সময় ছাড়কৃত জাতগুলোর বর্তমান অবস্থা ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ডিএই পর্যালোচনা করবে। এব্যাপারে বিএআরসি আর্থিক সহায়তা দিবে (দায়িত্ব ঃ ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ডিএই ও বিএআরসি)।

আলোচ্যসূচী-৭

কারিগরী কমিটির ৩৬তম সভায় হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ সংশোধিত পদ্ধতি অনুমোদনের সুপারিশ বিবেচনাকরণ ঃ

বিগত ১৯৯৮-৯৯ বোরো মৌসুমে ৫টি বীজ আমদানিকারক যথা এসি আই লিঃ, মল্লিকা সীড কোম্পানী, ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ, ব্র্যাক ও গ্যাঞ্জেজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কর্তৃক আমদানীকৃত ১৭টি হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ফলাফল ও হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন পদ্ধতি সংশোধন এর পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গত ৮-১২-৯৯ইং তারিখে বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকাতে একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কসপে ১৭টি হাইব্রিড জাতের মধ্যে ফলাফল পর্যালোচনায় ৬টি জাত যথা-এসি আই লিঃ এর আলোক-৬১১১ ও আলোক-৬২০৭, ব্র্যাকের জিবি-৪, গ্যাঞ্জেজ ডেভেঃ কর্পোরেশন-এর এইচআইএসএসসি-৫, মল্লিকা সীড কোম্পানী এর এফএলএম-২ এবং ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ এর লোকনাথ-৫০৫ জাত সমূহের ফলন তুলনামূলকভাবে বেশি পরিলক্ষিত হয়। হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি এবং অপেক্ষাকৃত ভাল ফলাফলকৃত হাইব্রিড ধানগুলোর নিবন্ধনকরণ বিষয়ে কারিগরী কমিটির ৩৬তম সভার সদস্যবৃন্দ হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ বিষয়ে ওয়ার্কশপে যে সকল সংশোধনী আনা হয়েছে এ ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করেন ও দু'একটি পুনঃ সংশোধনী আনার বিষয়ে মতামত দেন এবং সংশোধিত পদ্ধতি অনুমোদনের প্রস্তাব করেন। সে সাথে হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতির ৫(খ) শর্তে বর্ণিত ট্রায়ালের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে প্রদানকৃত অর্থ ব্যয়ের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড এর অনুমোদন থাকা প্রয়োজন বলে সদস্যগণ অভিমত ব্যক্ত করেন। কারিগরী কমিটি হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ সংশোধিত পদ্ধতি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করেছে। হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতির ৫ (খ) তে বর্ণিত শর্ত মোতাবেক প্রতি জাত ও স্থানের ট্রায়ালের জন্য ৩০০০/- টাকা হিসাবে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট জমাকৃত টাকা থেকে ট্রায়াল বাস্তবায়নকারীর মাধ্যমে খরচের অনুমতি দেয়ার জন্যও অনুরোধ করেছে।

জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপর্যুক্ত বিষয়টি আলোচনাকালে প্রাইভেট সেক্টর থেকে ট্রায়াল খরচ ৩০০০/- টাকার স্থলে ২৫০০/- টাকা নির্ধারন করার জন্য সভাপতিকে অনুরোধ জানানো হয়। এপর্যায়ে সভাপতি এসসিএর প্রতিনিধির মতামত জানতে চান। পরিচালক, এসসিএ সভাকে জনান যে, প্রতি জাত ও স্থানের ট্রায়াল খরচ ২৫০০/- টাকা সংগতি পূর্ণ। কিন্তু এ টাকা খরচের জন্য এসসিএ এর কোন অনুমোদন নেই। উক্ত টাকা খরচের ব্যাপারে আর্থিক বিধি সংশোধন করার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানোর জন্য সভাপতি এসসিএকে পরামর্শ দেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ সংশোধিত পদ্ধতিটি অনুমোদন করা হলো।

(খ) হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতির ৫(খ) তে বর্ণিত শর্ত মোতাবেক প্রতি জাত ও স্থানে ট্রায়ালের জন্য ৩০০০/- টাকার স্থলে ২৫০০/- টাকা নির্ধারন করা হলো।

(গ) ট্রায়ালের টাকা খরচের ব্যাপারে আর্থিক বিধি সংশোধন করার জন্য এসসিএ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠাবে (দায়িত্বঃ এসসিএ)।

আলোচ্যসূচী-৮

কারিগরী কমিটির ৩৬তম সভায় ১৯৯৮-৯৯ মৌসুমে মূল্যায়নকৃত বোরো ধানের প্রস্তাবিত হাইব্রিড ৬টি জাতের পর্যালোচনাঃ

বর্তমানে দেশে হাইব্রিড ধানবীজ বেসরকারী পর্যায়ে আমদানি করে বাজারজাত করা হচ্ছে। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশে ৪টি বীজ কোম্পানী যথা এসি আই লিঃ, মল্লিকা সীড কোম্পানী, ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ ও গ্যাঞ্জেজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এর নামে ৪টি হাইব্রিড ধানের বীজ সাময়িকভাবে অবমুক্ত করা হয়। তা এ বছরের (২০০০) বোরো মৌসুম পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উক্ত সভায় সচিব মহোদয় এমর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, অনুমোদন প্রাপ্ত ৪টি কোম্পানী ৪র্থ বছর থেকে দেশে বীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বিপণন করবে। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলোর কাজের অগ্রগতি জানানোর জন্য তাদেরকে জাতীয় বীজ বোর্ডের আসন্ন সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। জনাব মোঃ ময়নূল হককে আহবায়ক করে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন পরীক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। সে কমিটিই এ ৪টি সাময়িকভাবে অবমুক্ত হাইব্রিড ধানের পারফরমেন্স ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে দেখছে। মূল্যায়ন কমিটিকে অনুমোদন প্রাপ্ত ৪টি কোম্পানী ঠিকমত তথ্য প্রদান করছেনা বলে যে অভিযোগ কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছিল তা ঠিক নয় বলে জনাব সিরাজ এ চৌধুরী ম্যাগডোনাল্ড এর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি ৪টি কোম্পানীকে সঠিক তথ্য কমিটির নিকট প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। জরুরী ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করে পূর্বের ছাড়কৃত ৪টি কোম্পানীর ৪টি হাইব্রিড ধান উৎপাদনের কারিগরী দিক পর্যালোচনা ও স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বিপননের বর্তমান অবস্থার ওপর প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সভাপতি কমিটির আহবায়ককে (জনাব মোঃ ময়নূল হক) নির্দেশ দেন। হাইব্রিড বীজ উৎপাদন পরীক্ষা কমিটির আহবায়কের নিকট থেকে কোন সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না বলে উক্ত কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ অভিযোগ করেন বলে প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন। তাই আহবায়ক যেহেতু বারির কর্মকর্তা সেজন্য উল্লিখিত বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করার জন্য সভাপতি মহাপরিচালক, বারীকে অনুরোধ করেন। কারিগরী কমিটির ৩৬তম সভায় বোরো মৌসুমে আবাদের জন্য নতুন করে আরোও ৬টি হাইব্রিড ধানের জাত যেমন আলোক ৬১১১, এফএলএম-২, এইচআইএসএসসি-৫, আলোক-৬২০৭, জিবি-৪, লোকনাথ-৫০৫ সম্পর্কে জাতীয় বীজ বোর্ডের পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য কারিগরী কমিটি প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাবিত নতুন ৬টি হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালের ফলাফল কমিটির সদস্যবৃন্দ পর্যালোচনা করে দেখতে পান যে দু একটি জাত ছাড়া বাকীগুলোর অনস্টেশন এবং অন ফার্ম ট্রায়ালের ফলাফলে বেশ তারতম্য রয়েছে। নীতিগতভাবে পুনরায় আরো এক মৌসুম ট্রায়ালের প্রয়োজন রয়েছে বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। ৬টি নতুন হাইব্রিড ধানের মধ্যে ১টি জাতের সাথে ব্র্যাক নতুন করে জড়িত হওয়ায় ব্র্যাক প্রতিনিধি তাঁর হাইব্রিড জাত জিবি-৪ এর ভালমন্দ বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন। এ পর্যায়ে ব্র্যাক প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, স্থানীয়ভাবে জিবি-৪ হাইব্রিড জাতটি আগামী মৌসুমে ৩০টন উৎপাদন করা সম্ভব হবে। ব্র্যাক প্রতিনিধির বক্তব্যের আলোকে কোনরূপ বাণিজ্যিক আমদানি ছাড়া স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করার নিমিত্তে সভাপতি সাময়িকভাবে এক বছরের জন্য ব্র্যাকের জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের জাতটি অবমুক্ত করার বিষয়ে মত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) পূর্বের অনুমোদন প্রাপ্ত ৪টি কোম্পানী যথা- এসিআই লিঃ, ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ, মল্লিকা সীড কোম্পানী ও গ্যানজেস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন-এর নামে সাময়িকভাবে ছাড়কৃত ৪টি হাইব্রিড ধানের উপর জনাব ময়নূল হকের নেতৃত্বে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন পরীক্ষা কমিটি উল্লিখিত কোম্পানীগুলোর বীজ উৎপাদন পদ্ধতি, কারিগরী দিক থেকে সঠিক কিনা এবং দেশে বীজ উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন বীজ

উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও কারিগরী কমিটির নিকট জরুরী ভিত্তিতে দাখিল করবে (দায়িত্ব ঃ জনাব ময়নূল হক, সিএসও, বারী)।

(খ) নতুন প্রস্তাবিত ৫টি হাইব্রিড জাত যেমন, আলোক-৬১১১, আলোক-৬২০৭, লোকনাথ-৫০৫, এফএলএম-২ ও এইচআইএসএসসি-৫ সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী কর্তৃক পুনরায় আরো এক মৌসুম ট্রায়াল করে কারিগরী কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডে পুনঃ প্রস্তাব পেশ করবে। (দায়িত্ব ঃ সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানীর)।

(গ) নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে ব্র্যাকের জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের জাতটি সাময়িকভাবে ১ বছরের জন্য অবমুক্ত করা হলোঃ-

১। জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের জাতটি ব্র্যাক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানি করতে পারবে না।

২। আগামী বোরো মৌসুমে (২০০০-২০০১ সালের) ব্র্যাক জিবি-৪ হাইব্রিড ধান বীজ স্থানীয়ভাবে ৩০ টন উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বিপণন করতে পারবে।

৩। স্থানীয় ভাবে হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদনের নিমিত্তে ব্র্যাক সঠিক পরিমাণ প্যারেন্ট লাইন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে আমদানি করতে পারবে।

৪। জিবি-৪ হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন পরিকল্পনার সকল তথ্য ব্র্যাক কারিগরী কমিটির নিকট ও বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

আলোচ্যসূচী-৯

ধান, পাট, গম, আলু ও আখের বীজমান ও মাঠমান (পুনঃ নির্ধারিত) অনুমোদন;

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম মূলতবী সভায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ফসলের বীজমান ও মাঠমান পুনরায় কারিগরী কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় আলু ও আখের বীজমান ও মাঠমান সংক্রান্ত পদ্ধতিটি অনুমোদিত হয়েছে। ধান, গম ও পাট এর বীজমান ও মাঠমান এর বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করার জন্য জনাব মনির উদ্দিন খান, মুখ্য বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি-কে আহবায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত বিশেষ কমিটি কারিগরী কমিটির নিকট তাদের প্রতিবেদন পেশ করে এবং তা কারিগরী কমিটির ৩৬তম সভায় আলোচিত হয়। কারিগরী কমিটি প্রস্তাবিত সংশোধিত বীজমান ও মাঠমানের বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছে। উপর্যুক্ত বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় বিশদভাবে আলোচিত হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

ধান, পাট ও গমের পূনঃনির্ধারিত সংশোধিত বীজমান ও মাঠমান অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্যসূচী-১০

কারিগরী কমিটির ৩৬তম সভায় প্রস্তাবিত বিআর-৫৩৩১-৯৩-২৮-৩ কৌলিক সারিটি ব্রিধান-৪০ হিসেবে ছাড়করণের অনুমোদনের সুপারিশ বিবেচনাকরণ ঃ

ধানের উল্লিখিত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক করা হয়েছে উদ্ভাবন করেছে। ব্রি-এর বর্ণনামতে এ গাছের উচ্চতা ১০৫-১১০ সেঃমিঃ। জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন। পাকা ধানের রং সোনালী সাদা। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২ গ্রাম। প্রস্তাবিত জাতটি আলোক সংবেদনশীল। জুন-জুলাই মাসে বপন করলে নভেম্বরে প্রথম সপ্তাহে ফুল ফোটে। গাছের কোন কোন শীষের অগ্রভাগে ২-৪টি ধানের সুংগ আছে। ফলন হেক্টর প্রতি ৪-৪.৫ টন। ব্রিধান ৪০ জাতটি ৮-১০ডি এস/মিঃ লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। বর্ণিত জাতের মান সম্পর্কে দেশের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক প্রেরিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন কারিগরী কমিটির সভায় বিশ্লেষন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল দেশের প্রচলিত চেক জাত বিআর-২৩ এর তুলনায় কম পাওয়া গেছে অথচ অধিকাংশ স্থানে প্রস্তাবিত জাতের ফলন চেক জাতের চেয়ে বেশি পাওয়া গেছে এবং ছাড়করনের জন্য দলনেতাগণ সুপারিশ করেছেন। উল্লিখিত জাতটির ওপর জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিআরআরআই এর প্রতিনিধি লবণাক্ততা সহনশীল এ জাতটির বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে সভাকে অবহিত করেন। এজাতটির সাথে স্থানীয় চেক জাতের ট্রায়াল এবং চারা অবস্থায় লবণাক্ততা সহনশীল ক্ষমতার উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভাপতি এ জাতটির ডিইউএস টেস্ট করার নির্দেশ দেন এবং ডিএই এর মাধ্যমে পরবর্তী আরো এক বছর টেস্ট করে কারিগরী কমিটির মাধ্যমে পুনরায় ছাড়করণের প্রস্তাব প্রেরণের পরামর্শ দেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) বিআরআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর-৫৩৩১-৯৩-২৮-৩ কৌলিক সারির লবনাক্ততা সহনশীল জাতটি পরবর্তী এক বছরের জন্য অবমুক্ত করা হলো;

(খ) উল্লিখিত জাতটি দেশের লবণাক্ত এলাকায় ডিএই এর মাধ্যমে আরও ১ বছর ট্রায়ালের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ফলাফল কারিগরী কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ ডিএই ও বিআরআরআই)।

আলোচ্যসূচী-১১

কারিগরী কমিটির ৩৬তম সভায় প্রস্তাবিত বিআর-৫৮২৮-১১-১-৪ কৌলিক সারিটি ব্রিধান-৪১ হিসেবে এর অনুমোদনের সুপারিশ বিবেচনাকরণ;

ধানের উল্লিখিত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবন করা হয়েছে। ব্রি এর বর্ণনামতে এ গাছের উচ্চতা ১১০-১১৫ সেঃমিঃ। জীবনকাল ১৪৫-১৪৮ দিন। ধানের পশ্চাৎ মাথা কিঞ্চিত বাঁকা। পাকা ধানের রং সোনালী সাদা। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৩ গ্রাম। প্রস্তাবিত জাতটি আলোক সংবেদনশীল। জুন-জুলাই মাসে বপন করলে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফুল ফোটে। প্রস্তাবিত জাতটি ৮-১০ ডিএস/মিঃ লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। ফলন হেক্টর প্রতি ৪-৪.৫ টন। ব্রি কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত জাতটি আমন মৌসুমে আবাদের জন্য ব্রি ধান-৪১ হিসাবে ছাড়করণের প্রস্তাব করেছে।

বর্ণিত জাতের মান সম্পর্কে দেশের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক প্রেরিত মূল্যায়ন ফলাফল কারিগরী কমিটি তাদের সভায় বিশ্লেষণ করে। অধিকাংশ স্থানে প্রস্তাবিত জাতের ফলন চেক জাত বিআর-২৩ অপেক্ষা বেশি পাওয়া গেছে। এবং জীবনকাল বিআর-২৩ অপেক্ষা কম পাওয়া গেছে। মূল্যায়নের অধিকাংশ স্থান থেকে জাতটি ছাড়করণের পক্ষে মত পাওয়া গেছে।

দেশে লবণাক্ততা সহনশীল ভাল কোন জাত নেই বিধায় কারিগরী কমিটি জাতটিকে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করে বলে বিএআরসি এর সভাপতি সভাকে অবহিত করেন। আলোচনাকালে বিআরআরআই উক্ত জাতটি ডিএইর মাধ্যমে পুনরায় ১ বছর ট্রায়াল করে কারিগরী কমিটির মাধ্যমে ছাড়পত্রের পক্ষে মত পাওয়া গেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) বিআরআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৫৮২৮-১১-১-৪ কৌলিক সারির লবণাক্ততা সহনশীল জাতটি ১ বছরের জন্য অবমুক্ত করা হলো।

(খ) বিআরআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৫৮২৮-১১-১-৪ কৌলিক সারির লবণাক্ততা সহনশীল জাতটি ডিএইর মাধ্যমে লবণাক্ত এলাকায় পুনরায় ১ বছর ট্রায়াল কার্যসম্পাদন করতে হবে এবং ফলাফল কারিগরী কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ বিআরআরআই ও ডি এই)।

আলোচ্যসূচী-১২

ব্রিডার ও ভিত্তিবীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা ঃ

ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়নে কি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে সে সম্বন্ধে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, মহাপরিচালক (বীজ) এর নিকট একটি পত্র দেয়। গত ইং ২৬.১২.৯৯ তারিখে মহাপরিচালক (বীজ) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডিএই, বিএডিসি ও এসসিএ'র প্রতিনিধিগণ অংশ গ্রহণ করেন। মৌল ও ভিত্তিবীজ বিশেষ করে ধান, গম ও পাট বীজের প্রত্যয়নের বেলায় এসসিএ কোন পদক্ষেপে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করবে সে বিষয়ে ইং ১৮-৩-৯৮ তারিখে এসসিএ'র সম্মেলন কক্ষে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ধান, গম,পাট বীজের মৌল ও ভিত্তি বীজের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত একটি অনুমোদিত পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং সে সাথে প্রেরিত পদ্ধতির ওপর মতামত বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে ৩ সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণের বিষয়টিও উল্লেখ ছিল। মহাপরিচালক (বীজ) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা কালে কোন সংস্থা থেকে মতামত পাওয়া যায়নি বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। তখন সভায় উপস্থিত বিএডিসির প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, ইতোমধ্যে বিএডিসি থেকে মতামত সম্বলিত একটি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রেরিত প্রস্তাবের একটি কপি সভায় পেশ করেন। উক্ত প্রস্তাব তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কোন সংস্থা থেকে সভার পূর্বে কোন মতামত না পাওয়া যাওয়ায় ইং ৯-৩-৯৮ তারিখের সভায় মৌল ও ভিত্তিবীজের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত অনুমোদিত পদ্ধতিটি সাময়িকভাবে চুড়ান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় আলোচিত হয় এবং বিএডিসির সদস্য পরিচালক (বীজ) অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বিষয়টি আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন এবং তা কারিগরী কমিটির মাধ্যমে উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

মৌল ও ভিত্তি বীজের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত পদ্ধতিটি আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে এবং কারিগরী কমিটির মাধ্যমে তা জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)।

আলোচ্যসূচী–১৩

এসসিএ কর্তৃক র‍্যান্ডম ভিত্তিতে মানঘোষিত বীজের মাঠ পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহ ঃ

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি-এর লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে ইং ২৬-১২-৯৯ তারিখে মহাপরিচালক (বীজ) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিএডিসি, ডিএই ও এসসিএ'র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এসসিএ কর্তৃক র‍্যান্ডম ভিত্তিতে মানঘোষিত বীজের মাঠ পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহের বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডে পেশের সিদ্ধান্ত ঐ সভায় গৃহীত হয়েছিল। সরকারি ও বেসরকারী পর্যায়ে ঘোষিত ফসলের প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদিত হয়ে থাকে। জাতীয় বীজ বিধি, ১৯৯৮ তে মানঘোষিত বীজের নমুনা সংগ্রহ এবং মাঠ পরিদর্শনের বিষয়টি উল্লেখ না থাকায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মানঘোষিত বীজের মাঠ পরিদর্শন বা নমুনা সংগ্রহ করা এসসিএ-এর পক্ষে সম্ভব হয় না। বিশেষ করে বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত মানঘোষিত বীজের মাঠ পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহের ব্যাপারটি এসসিএ'র মতে র‍্যান্ডম ভিত্তিতে করার প্রয়োজন আছে। তাতে করে সকল ক্ষেত্রে এবং সকল পর্যায়ে বীজের মান সঠিক থাকবে বলে এসসিএ মনে করে। এসসিএ হতে আরো জানান হয় যে, কৃষক পর্যায়ে মান ঘোষিত বীজ (Truthfully labelled seed) উৎপাদনের বেলায় যদি এসসিএ কর্তৃক র‍্যান্ডম ভিত্তিতে মাঠ পরিদর্শন এবং নমুনা সংগ্রহ করা যায় তা হলে কৃষক পর্যায়ে মান ঘোষিত বীজ (Truthfully labelled seed) উৎপাদনের বেলায় সংশ্লিষ্ট কৃষকগণের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি পাবে। তার ফলে বীজের মান উন্নয়ন ও গুনাগুন ভাল থাকবে। জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উক্ত বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এসসিএ বিভিন্ন মার্কেট থেকে নমুনা সংগ্রহ করবে এবং পরীক্ষান্তে যদি বীজের নমুনা বেশী খারাপ পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে গুদাম থেকে নমুনা সংগ্রহ করবে বলে সভায় মত ব্যক্ত করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

এসসিএ কর্তৃক বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত মানঘোষিত বীজের নমুনা শুধুমাত্র বাজার থেকে সংগ্রহ করবে এবং পরীক্ষান্তে যদি বীজের নমুনা বেশী খারাপ পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে গুদাম থেকে নমুনা সংগ্রহ করবে (দায়িত্বঃ এসসিএ)।

আলোচ্যসূচী-১৪

ট্রায়াল/উপযোগিতা কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ধান, গম ও পাট ফসলের নতুন জাতের বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারন ঃ

এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোম্পানী ২ মেঃটনঃ বাসমতি জাতের ধানবীজ ট্রায়ালের ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তান থেকে আমদানির অনুমতি প্রদানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের ইং ১৭-১১-৯৯ তারিখে আবেদন করে। হাইব্রিড ছাড়া ধান ফসলের নতুন জাতের বীজ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে আমদানির পরিমাণ নির্ধারন করা নেই এবং এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোম্পানী জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত বীজ ডিলার নয় বিধায় উক্ত কোম্পানীর আবেদন মন্ত্রণালয় বিবেচনা করেনি। জাতীয় বীজ নীতিতে দেশে উপযোগিতা যাঁচাইয়ের জন্য ধান, গম, পাট, আলু ও আখ ফসলের নতুন জাতের স্বল্প পরিমাণ বীজ আমদানির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। ইতোমধ্যে ধানের হাইব্রিড লাইন আমদানির ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রতি জাতের ২০ কেজি পরিমাণ আমদানি করা যাবে বলে কারিগরী কমিটির ৩৬তম সভায় একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। তা জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় অনুমোদনের জন্যে সুপারিশ করা হয়। জাতীয় বীজ বোর্ডের, ৩৩তম সভায় আলুর জাত ছাড়করণ পদ্ধতি এবং ট্রায়াল কাজে ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে বীজ আলুর আমদানির পরিমাণও নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় বীজ নীতিতে উপযোগিতা যাঁচাইয়ের জন্য ধান, গম, পাট ও আখ ফসলের নতুন জাতের বীজ স্বল্প পরিমাণ আমদানির কথা উল্লেখ আছে।

কিন্তু স্বল্প পরিমাণ কত তা উল্লেখ নেই। সে পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বীজ বোর্ডে ধান, গম, পাট ফসলের নতুন জাতের বীজ ট্রায়াল/উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য বিদেশ থেকে আমদানির পরিমাণ নির্ধারন করার বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায়

পর্যালোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে ধান, গম, পাট ফসলের নতুন জাতের বীজ বিদেশ থেকে আমদানির পরিমাণ নির্ধারনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

যে কোন বীজ প্রতিষ্ঠান দেশে উপযোগিতা যাচাই/ট্রায়ালের ক্ষেত্রে ধান, গম, পাট ফসলের নতুন জাতের বীজ প্রতি জাতের জন্য ১ (এক) মেঃ টন বিদেশ থেকে নিম্নলিখিত শর্তের ভিত্তিতে আমদানি করতে পারবে;

(ক) বীজ আমদানির পূর্বে ফসল ভিত্তিক উৎপাদন পরিকল্পনা (মন্ত্রণালয়ের ছক মোতাবেক) সহ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে;

(খ) বীজ আমদানির পর মৌসুম ভিত্তিক বীজ উৎপাদনের সকল তথ্য বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) ট্রায়াল কাজে ব্যবহারের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক বীজ সরবরাহ করতে হবে;

(ঘ) বীজ আমদানির পর পরই প্রাথমিক রিপোর্ট কৃষি মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে।

আলোচ্যসূচী-ঃ বিবিধ

(ক) জাতীয় বীজ বোর্ডে কৃষক প্রতিনিধি নির্বাচন ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় উল্লিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় যে, "জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার নিমিত্তে ডিএই দেশের ৬টি বিভাগ হতে মোট ৬ (ছয়) জন কৃষক প্রতিনিধির নাম উল্লেখ করে পরবর্তী বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের জন্য পুনরায় প্রস্তাব পেশ করবে।" সে প্রেক্ষিতে ডিএই ৬টি অঞ্চল থেকে ৬জন কৃষক প্রতিনিধি মনোনয়ন করে একটি প্রস্তাব জাতীয় বীজ বোর্ডে উপস্থাপনের জন্য পেশ করেছে। উক্ত ৬ (ছয়) জন প্রতিনিধির নামের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

ক্রম.	বিভাগ	কৃষক প্রতিনিধির নাম	ঠিকানা
১।	রাজশাহী	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী (বাদশা)	গ্রাম ছলিমপুর, পোঃ জয়নগর জেলাঃ পাবনা
২।	ঢাকা	জনাব মোঃ শরীফ আলী	গ্রামঃ বড় শৌরুণ্ডি, পোঃ মত্ত, জেলা ঃ মানিকগঞ্জ
৩।	সিলেট	জনাব মোঃ সৈদুর রহমান	গ্রামঃ খালপার (মন্দির খলা) পোঃ সিলেট, জেলাঃ সিলেট
৪।	চট্টগ্রাম	জনাব আনোয়ারুল ইসলাম, বায়োলজিস্ট	মেসার্স মনমিজ্জি একোয়াকালচার লিঃ গ্রামঃ দেবদেবী, পোঃ মকবলাবাদ জেলাঃ কক্সবাজার
৫।	বরিশাল	জনাব মোঃ আবদুল মান্নান	গ্রামঃ মুকুন্দগন্ডি, লাকুটিয়া, জেলা ঃ বরিশাল
৬।	খুলনা	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী	গ্রামঃ চুরামনকাঠি, পোঃ যশোর, জেলাঃ যশোর

উল্লিখিত ৬ জন প্রতিনিধির সকলকে পর্যায়ক্রমে ২ জন করে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে সভায় আলোচিত হয়। সভাপতি প্রাথমিক পর্যায়ে রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগের প্রস্তাবিত ২ জন কৃষক প্রতিনিধিকে ১ বছরের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে নির্বাচন করার পক্ষে মত পোষণ করেন। সে প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) ডিএই এর প্রস্তাবিত ৬ জন কৃষক প্রতিনিধিকে জাতীয় বোর্ডের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হ'ল।

(খ) প্রাথমিক ভাবে ৬টি বিভাগের ৬জন কৃষক প্রতিনিধির মধ্যে রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগের প্রস্তাবিত ২ জন কৃষক প্রতিনিধি যথাক্রমে জনাব মোঃ শাহজাহান আলী (বাদশা) ও জনাব মোঃ আবদুল মান্নানকে ১ বছরের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

(খ) বীজ প্রযুক্তি সেমিনারে অর্থায়ন;

বিএআরসি'র আর্থিক সহযোগিতায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির উদ্যোগে জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে কারিগরী কমিটিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে। অর্থ সংস্থানের জন্য এসসিএ কারিগরী কমিটির নিকট প্রস্তাব পেশ করে। বিষয়টি কারিগরী কমিটির ৩৫তম সভায় আলোচনা হয় এবং বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের অর্থের সংস্থান না থাকায় অর্থায়নের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রস্তাব পেশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিএআরসি'র অর্থায়নে সেমিনার অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। উল্লিখিত বিষয়টি সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানে বিএআরসি অর্থায়ন করবে (দায়িত্ব ঃ বিএআরসি)।

(গ) জাতীয় বীজ বোর্ডে সদস্য হওয়ার আবেদন ঃ

Center for Agribusiness and Community Development এর সভাপতি জনাব আসাদুজ্জামান জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি ও সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবরে আবেদন করেন। জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় বিষয়টি আলোচনাকালে সীড সেক্টরের কর্ম কান্ডের সাথে সম্পৃক্ত এনজিওদের তথ্য এডাবের কাছ থেকে সংগ্রহের পক্ষে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। এডাবের রিপোর্ট পাওয়া গেলে এনজিও কে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কি না তা পর্যালোচনা করে সে বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া সিএসিডি এনজিওর চেয়ারম্যানকে জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) সেন্টার ফর এগ্রোবিজনেস এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এর সভাপতি পর্যবেক্ষক হিসাবে জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন।

(খ) এডাবের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে এনজিওকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে (দায়িত্বঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

(ঘ) আলু বীজ কেলেংকারীর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হোক শিরোনাম প্রকাশিত সংবাদের উপর মতামত ঃ

উল্লিখিত বিষয়টি ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখে শেরপুর জেলা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "দশকাহনীয়া" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে ইং ১৯-০১-২০০০ তারিখে কৃষি-৫/বিবিধ-২০/৯৮/১২ এবং ইং ০৯-০২-

২০০০ তারিখে কৃষি-৫/বিবিধ-২০/৯৮/৭২ সংখ্যক স্মারক পত্রের মাধ্যমে বিএডিসি'র নিকট মতামত চাওয়া হয়। বিএডিসি ইং ২২-০২-২০০০ তারিখের বীবি (বীজ)/২৯৮-৮৮/৫৭৯ সংখ্যক স্মারকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিকট উক্ত বিষয়ে মতামত দাখিল করে। ঐ মতামত সম্বলিত প্রস্তাবসমূহ জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের শাখা-৫ থেকে মহাপরিচালক (বীজ) এর নিকট স্মারক নং ১৫২, তারিখ ০৮-০৩-২০০০ ইং এর মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে। উক্ত অনুরোধ মোতাবেক বিষয়টি সভায় উপস্থাপিত করা হলে আলোচনান্তে তা জাতীয় বীজ বোর্ডের আওতাভুক্ত নয় বলে সভার সদস্যগণ মতামত ব্যক্ত করেন এবং এ বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের করণীয় কিছু নেই বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনায় অন্য কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সভায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ডঃ এ, এম, এম, শওকত আলী)
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট-ক

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

(স্বাক্ষরের ক্রম অনুসারে)

স্থান ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ তারিখ ঃ ২৮-০৩-২০০০ইং

ক্রঃনং	কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	স্বাক্ষর
১	জনাব কাজী তফাজ্জল হোসেন, পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং	ডিএই	অস্পষ্ট
২	জনাব এম. ইদ্রিস আলী, মহা-পরিচালক	বিনা	অস্পষ্ট
৩	জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, নির্বাহী পরিচালক	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	অস্পষ্ট
৪	জনাব আঃ আউয়াল	বিএসআরআই	অস্পষ্ট
৫	ড. মফিজুর রহমান, পরিচালক (গবেষণা)	বিএসআরআই	অস্পষ্ট
৬	জনাব এএইচএম দেলওয়ার হোসেন, মহাপরিচালক	বিএসআরআই	অস্পষ্ট
৭	জনাব মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (সরেজমিন)	ডিএই	অস্পষ্ট
৮	জনাব মোঃ আঃ ছালাম, পিএসও, ট্রেনিং	বিআরআরআই	অস্পষ্ট
৯	জনাব নূরুল হক চৌধুরী, পরিচালক (প্রশাসন)	বিআরআরআই	অস্পষ্ট
১০	জনাব মনির উদ্দিন খান, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	এসসিএ	অস্পষ্ট
১১	জনাব জিএম মঈনুদ্দীন, সদস্য-পরিচালক (বীজ)	বিএডিসি	অস্পষ্ট
১২	জনাব এম এনামুল হক, মহাপরিচালক	ডিএই	অস্পষ্ট
১৩	জনাব জহিরুল করিম, নির্বাহী সভাপতি	বিএআরসি	অস্পষ্ট
১৪	জনাব এম,এ, কাদের, অতিরিক্ত সচিব (প্রঃউঃ)	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
১৫	জনাব মুস্তাফিজুর রহমান, মহাপরিচালক (বীজ)	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
১৬	জনাব মোঃ রেজাউল করিম, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ (ভারপ্রাপ্ত)	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
১৭	জনাব এফ আর মালিক, প্রোপ্রাইটর	মল্লিকা সীড কোম্পানী	অস্পষ্ট
১৮	জনাব সিরাজ এ চৌধুরী, সভাপতি	বিএসএমএ	অস্পষ্ট
১৯	জনাব এম.এ. রাজ্জাক, মহাপরিচালক	বিএআরআই	অস্পষ্ট
২০	জনাব বি.আই. সিদ্দিক, সভাপতি	এসএসবি	অস্পষ্ট
২১	জনাব মল্লিক-আ-আস্-সাকী	ব্র্যাক	অস্পষ্ট
২২	জনাব মোঃ আজিজুল হক, প্রোডাকশন ম্যানেজার	ব্র্যাক	অস্পষ্ট
২৩	জনাব এস, আসাদুজ্জামান, সভাপতি	এবিসিডি	অস্পষ্ট
২৪	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২৫	মীর ফরিদ উদ্দীন আহমেদ, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৪তম সভার কার্যবিবরণী

বিগত ২০-০৭-২০০০ তারিখ সকাল ১০-৩০ মিনিটে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৪তম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ডঃ এ,এম, এম শওকত আলী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যদের ও আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা পরিশিষ্ট-খ তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্র মোতাবেক আলোচ্য সূচী সমূহ উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ) জনাব মুস্তাফিজুর রহমানকে অনুরোধ করেন। সে অনুযায়ী তিনি সভার কার্যপত্র মোতাবেক আলোচ্য সূচী সমূহ উপস্থাপন করেন। আলোচ্যসূচী সমূহ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-১

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩ তম সভা বিগত ২৮/৩/২০০০ তারিখে কৃষি সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কার্যবিবরণী বিগত ১৩/ ৪/২০০০ তারিখ কৃষি/বীজ উইং/বীজ প্রশাঃ ৫১/২০০০/৩৭১ সংখ্যক স্মারকে বোর্ডের সকল সদস্যবর্গকে পাঠানো হয়েছে। ঐ সভার বিবিধ-৪টি বিষয় ছাড়া ১৪টি আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ৫(ক) বিষয়টি ধানের প্রস্তাবিত ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি অনুমোদনের সুপারিশ বিষয়ক "ধানের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটির অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট সমূহ অনুমোদন করা হলো" এর স্থলে "ধানের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটি অনুমোদন করা হলো" হবে বলে উল্লেখ করে এসসিএ-এর পরিচালক একটি সংশোধনী প্রস্তাব করেছেন। উল্লিখিত সংশোধনী এনে কার্যবিবরনীর অবশিষ্ট সিদ্ধান্তগুলো নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচী-২

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

(১) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩ তম সভার ৩নং আলোচ্য সূচীর (ঘ) এবং ৪নং আলোচ্য সূচীর (ক) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত বীজ আইন ১৯৯৭ এবং বীজ বিধি ১৯৯৮ এর সংশোধনী আনার ব্যাপারে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। মহাপরিচালক (বীজ) সভাকে অবহিত করেন যে, সংশোধিত বীজ আইন ১৯৯৭ এবং বীজ বিধি ১৯৯৮ এর যে সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে তা সহ আরোও কিছু সংশোধনী আনা প্রয়োজন বলে মৌখিকভাবে বিভিন্ন সংস্থা থেকে জানানো হয়। সে প্রেক্ষিতে সংশোধনী আনার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সকল সদস্যবর্গের সুপারিশসহ মতামত চাওয়া হয়েছে এবং তাগিদপত্র জারী করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন মতামত পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সদস্যবর্গ থেকেও কোন সুপারিশ বা মতামত পাওয়া না যাওয়ায় বীজ আইন ও বীজ বিধি সংক্রান্ত সকল সংশোধনীর বিষয়ে Broad sheet প্রস্তুত করে দাখিল করার জন্য সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বীজ আইন ১৯৯৭ ও বীজ বিধি ১৯৯৮ এর ওপর সকল সংশোধনীর বিষয়ে একটি Broad sheet প্রস্তুত করে দাখিল করতে হবে। (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

(২) জাতীয় বীজ ৪৩তম সভার ৬নং আলোচ্য সূচীর (খ) ও (গ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিএই, ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আখের আই ৩৮৫-৮৮ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩০ জাতটির পারফরমেন্স পরীক্ষা করবে এবং পরীক্ষার ফলাফল কারিগরী কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত ছিল। এ ছাড়া বিভিন্ন সময় আখের ছাড়কৃত জাতগুলোর বর্তমান অবস্থা ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ডিএই পর্যালোচনা করবে এবং এ ব্যাপারে বিএআরসি আর্থিক সহায়তা দিবে বলে সিদ্ধান্ত ছিল। সভায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাজের অগ্রগতি জানতে চাওয়া হলে মহাপরিচালক, ডিএই সভাকে অবহিত করেন যে, ফসল এখন মাঠে আছে চূড়ান্ত পর্যালোচনা রিপোর্ট প্রস্তুত করতে ১ বছর সময় লাগবে। তবে মাঠ মূল্যায়ন রিপোর্ট ১ মাসের মধ্যে দেয়া যাবে। এ বিষয়ে ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে জানানো হয় যে, তারা ইতোমধ্যে প্রাইমারী মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে এবং তা প্রয়োজনে কারিগরী কমিটির নিকট দাখিল করা যাবে। আর্থিক সহায়তার বিষয়ে বিএআরসি থেকে জানানো হয় যে, মাঠ মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করার মত ডিএই'র যথেষ্ট আর্থিক সংগতি রয়েছে, যা ডিএইএ জাতীয় ব্যাপারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা দিয়ে থাকে। এতে বিএআরসির সহযোগিতার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) আখের ছাড়কৃত আই ৩৮৫-৮৮ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩০ জাতটির পারফরমেন্স পরীক্ষা ১ বছরের মধ্যে চূড়ান্ত করে রিপোর্ট কারিগরী কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে। (দায়িত্ব ঃ ডিএই)।

(খ) বিভিন্ন সময়ে ছাড়কৃত আখের জাতগুলোর মাঠ পর্যায়ে পর্যালোচনা রিপোর্ট ১ মাসের মধ্যে কারিগরী কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে। (দায়িত্ব ঃ ডিএই)।

(গ) আখের বিভিন্ন জাতের পর্যালোচনা ও পরীক্ষার ব্যাপারে ডিএই যাবতীয় আর্থিক সহায়তা দিবে। (দায়িত্ব ঃ ডিএই)।

(৩) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভার ৭নং আলোচ্য সূচীর (গ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ট্রায়ালের টাকা খরচের ব্যাপারে আর্থিক বিধি সংশোধন করার জন্য এসসিএ, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত ছিল। সভায় এ বিষয়ে পরিচালক, এসসিএর কাছ থেকে অগ্রগতি জানতে চাওয়া হলে তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। তবে তাতে জটিলতা থেকে যাচ্ছে। কারণ ট্রায়াল কাজের খরচের জন্য প্রাইভেট সেক্টর থেকে প্রদেয় ধার্যকৃত ২৫০০/- টাকা সরকারি খাতে জমা দিতে হয়। এতে আলাদাভাবে এসসিএ'র খরচের কোন সুযোগ নাই। ধার্যকৃত টাকা যদি সরকারী খাতে জমা না দিয়ে এসসিএ তার ট্রায়াল কাজে নিজস্বভাবে খরচ করতে পারত তাহলে জটিলতা থাকত না। ট্রায়ালের বিস্তারিত খরচের খাত দেখিয়ে এসসিএকে আলাদাভাবে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। আলোচনান্তে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) এসসিএ ট্রায়ালের টাকা খরচের নিমিত্তে খরচের বিস্তারিত খাত দেখিয়ে আলাদাভাবে অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রস্তাব প্রেরণ করবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)।

(খ) প্রস্তাবের একটি অনুলিপি কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এ প্রেরণ করতে হবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)।

(৪) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভার ৮নং আলোচ্য সূচীর (খ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন প্রস্তাবিত ৫টি হাইব্রিড জাত যেমন- আলোক-৬১১১, আলোক-৬২০৭, লোকনাথ-৫০৫, এফএলএম-২ ও এইচআইএসএসসি-৫ সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী কর্তৃক পুনরায় আরো ১ মৌসুম ট্রায়াল করে কারিগরী কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডে পুনঃ প্রস্তাব পেশ করার সিদ্ধান্ত ছিল। সভায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলোর মতামত চাওয়া হলে সীড মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, কারিগরী কমিটি ইতোমধ্যে নতুন জাতগুলোর মূল্যায়ন করেছে। আগামী বোরো মৌসুমে পুনরায় ট্রায়াল করা হবে এবং ট্রায়ালের নিমিত্তে আগস্ট/২০০০ মাস থেকে বীজের নমুনা সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দাখিল করা হবে। এ ছাড়া আলোচনাকালে পরিচালক, সীড প্যাথলজী ল্যাবরেটরী, বাকৃবি, ময়মনসিংহ সভাকে জানান যে, ময়মনসিংহ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানের সীড হেল্‌থ টেস্টিং ল্যাবরেটরী আছে। আমাদের দেশে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত হাইব্রিড ধান বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় না। যদি এখানে আমদানীকৃত হাইব্রীড ধান বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হতো, তাতে তারতম্য পাওয়া যেতো। সভাপতি এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং আমদানিকৃত হাইব্রিড ধান পরীক্ষার জন্য (সীড হেল্‌থ টেষ্ট) বীজের নমুনা ময়মনসিংহ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সীড হেল্‌থ ল্যাবরেটরীতে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

১) বিদেশ থেকে আমদানিকৃত হাইব্রিড ধান বীজের "সীড হেল্‌থ টেষ্ট" এর জন্য বীজের নমুনা সীড হেল্‌থ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী, ময়মনসিংহে পাঠাতে হবে। (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)।

২) হাইব্রিড ধানের নতুন জাতগুলো পুনঃ ট্রায়ালের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বীজের নমুনা প্রেরণ করতে হবে। (দায়িত্ব ঃ সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী)।

(৫) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভার ১০নং আলোচ্য সূচীর (খ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিআরআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৫৩৩১-৯৩-২৮-৩ ও বিআর ৫৮২৮-১১-১-৪ কৌলিক সারির লবণাক্ততা সহনশীল জাতগুলোর দেশের লবণাক্ত এলাকায় ডিএই এর মাধ্যমে আরও ১ বছর ট্রায়ালের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ফলাফল কারিগরী কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত ছিল। সভায় এব্যাপারে মতামত চাওয়া হলে মহাপরিচালক, বিআরআরআই সভাকে অবহিত করেন যে, প্রস্তাবিত লবণাক্ততা সহনশীল জাতগুলোর ব্যাপারে ইতোমধ্যে দাক্ষিণাঞ্চলে স্থান ও জমি নির্বাচনের কাজ চূড়ান্ত হয়েছে। চলতি আমন মৌসুম থেকে আবাদের কাজ শুরু হবে। উক্ত কাজটি ডিএইর মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে। আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

চলতি আমন মৌসুমে বিআরআরআই, ডিএইর সহায়তায় দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা সহনশীল জাতগুলো ট্রায়াল কার্যক্রমের ব্যবস্থা নিবে। (দায়িত্ব ঃ বিআরআর আই ও ডিএই)।

(৬) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভার ১২নং আলোচ্য সূচীতে এমর্মে সিদ্ধান্ত ছিল যে, মৌল ও ভিত্তি বীজের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত পদ্ধতিটি আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে এবং কারিগরী কমিটির মাধ্যমে তা জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় পেশ করতে হবে। এ বিষয়ে কারিগরী কমিটির সদস্য-সচিব ও পরিচালক, এসসিএ সভাকে জানান যে, কারিগরী কমিটির একটি সভায় এমর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি যথাযথ কিনা সে বিষয়ে মতামতের জন্য কারিগরী কমিটির সকল সদস্যগণের নিকট তা প্রেরণ করতে হবে। সে অনুযায়ী ইতোমধ্যে সকল সদস্যগণের নিকট তা প্রেরণ করা হয়েছে। মতামত এখনো পাওয়া যায়নি। সুপারিশ বা মতামত পাওয়া গেলে কারিগরী কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

এছাড়া আলোচনাকালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) এর প্রতিনিধি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষন করে জানান যে, বীজ সংক্রান্ত বিভিন্ন মূল্যায়ন কমিটিতে বাকৃবির কোন সদস্য রাখা হয় না। এ বিষয়ে বিএআরসির প্রতিনিধি জানান যে, বীজ সংক্রান্ত প্রায় সকল কমিটিতে বাকৃবির সদস্য অন্তর্ভুক্ত আছে। বিএআরসির প্রতিনিধির সাথে সীড প্যাথলজি ল্যাবরেটরির পরিচালকও একমত পোষণ করেন। মাঠ মূল্যায়নের কমিটিতে প্রয়োজন অনুযায়ী বাকৃবির সদস্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখার জন্য সভাপতি নির্দেশ দেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মৌল ও ভিত্তি বীজের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত পদ্ধতিটির ওপর কারিগরী কমিটির মতামত সম্বলিত প্রস্তাব জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)।

(২) মাঠ মূল্যায়ন কমিটিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)

(৭) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভার ১৪নং আলোচ্য সূচীর সিদ্ধান্তগুলোর ওপর আলোচনাকালে জনাব গোলাম আলী ফকির, পরিচালক, সীড প্যাথলজি ল্যাবরেটরী, বাকৃবি, ময়মনসিংহ সভাকে অবহিত করেন যে, আমাদের দেশে প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইনকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। তার সঠিক রূপরেখা থাকতে হবে। এব্যাপারে তিনি একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন বলে সভাকে জানান। সভাপতি উক্ত প্রতিবেদনটি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় পর্যালোচনা করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রণীত প্রতিবেদনটি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় পর্যালোচনার নিমিত্তে পরিচালক, সীড প্যাথলজি ল্যাবরেটরি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ পরবর্তী সভার পূর্বে সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করবেন (দায়িত্ব ঃ পরিচালক, সীড প্যাথলজি ল্যাবরেটরি, ময়মনসিংহ)।

আলোচ্যসূচী-৩

জিবি-৪ জাতের ২০ টন হাইব্রিড ধানবীজ চীন থেকে আমদানি করা সংক্রান্ত ব্র্যাকের আবেদন বিবেচনাকরণঃ

দেশে ৫০০টি প্রদর্শনী প্লটের জন্য জিবি-৪ জাতের ২০(বিশ) মেঃটন এফ-১ হাইব্রিড ধানবীজ চীন থেকে আমদানি করার অনুমতি প্রদানের নিমিত্তে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবরে ব্র্যাক একটি আবেদন করে। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে নথি পেশ করা হলে সচিব মহোদয় বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি সভায় উপস্থিত ব্র্যাকের প্রতিনিধির কাছ থেকে ২০ টন বীজ আমদানির যৌক্তিকতা জানতে চান। ব্র্যাক প্রতিনিধি ৫০০ টি প্রদশনী প্লটের জন্য কমপক্ষে ৫(পাঁচ) টন হাইব্রিড ধানবীজ প্রয়োজন বলে জানান। এ ব্যাপারে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং ১ (এক) টন হাইব্রিড ধানবীজ আমদানির বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়। বিশদ আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

ব্র্যাক দেশে ৫০০টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের নিমিত্তে চীন থেকে জিবি-৪ জাতের ১(এক) মেঃ টন হাইব্রিড ধানবীজ আমদানি করতে পারবে (দায়িত্ব ঃ ব্র্যাক)।

আলোচ্যসূচী-৪

কারিগরী কমিটির ৩৭তম সভায় গমের প্রস্তাবিত বিএডব্লিউ-৯৩৬ কৌলিক সারিটি বারিগম-২২ হিসেবে ছাড়করণের সুপারিশ বিবেচনাকরণ ঃ

গমের প্রস্তাবিত বিএডব্লিউ ৯৩৬ কৌলিক সারিটি (বারিগম-২২) গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। আন্তর্জাতিক ভূট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র CIMMYT মেক্সিকো হতে বাছাই করণের মাধ্যমে এ জাতটি নির্বাচন করা হয়। গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে ৫/৬টি কুশি বিশিষ্ট জাতটির উচ্চতা ৯৬–১০০ সেঃমিঃ। পাতার রং হালকা সবুজ। বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫–১১০ দিন সময় লাগে, যা কাঞ্চন জাতের গমের সমকক্ষ। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪০–৪৫টি। পরিপক্ক দানার রং সাদা (এ্যামবার)। ১০০টি পুষ্ট দানার ওজন ৪৬–৪৮ গ্রাম। জাতটি পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে এবং পাতার দাগ রোগ সহনশীল। জাতটি তাপ সহনশীল ও চিটা প্রতিরোধী। দানায় আমিষের ভাগ ১২–১২.৫০%। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৬০০–৪৮০০ কেজি। আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্য এ জাতটি উপযুক্ত।

দেশে ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোহর, কুমিল্লা ও রংপুর) ৭টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতটির মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। ৫টি স্থানে জীবন কাল চেক জাত (কাঞ্চন/প্রতিভা) এর সমান, ২টি স্থানে ২/৩ দিন বেশি এবং ১টি স্থানে (কুমিল্লা) ২/৩ দিন কম পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটির ১৯৯৮-৯৯ ও ১৯৯৯-২০০০ উৎপাদন মৌসুমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কন্ট্রোল ফার্মে ডিইউএস টেষ্টের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। উক্ত ডিইউএস টেষ্টে প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত (বিএডব্লিউ ৮৯৭ ও বিএডব্লিউ ৮৯৮) থেকে ডিস্টিংটিভ বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে। জাতটির বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ও তাপ সহনশীল এবং আমন কাটার পরে দেরীতে বপণের উপযুক্ত ও ফলন আশানুরূপ বিবেচনা করে কারিগরী কমিটি উক্ত জাতটি ছাড় করার জন্য জাতীয় বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের সুপারিশ করে। উল্লেখ্য যে, বারির মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বারিগম-২১ জাতটি কারিগরী কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট ছাড় করার জন্য সুপারিশ করেনি তাই প্রস্তাবিত বারিগম-২২ কে বারিগম-২১ হিসেবে ছাড়করণের অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিএডব্লিউ ৯৩৬ কৌলিক সারিটি বারিগম-২১ নামে সারা দেশে আবাদের জন্য ছাড় করা হলো (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্য সূচী-৫

এনজিওকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনাকরণ ঃ

সেন্টার ফর এগ্রোবিজনেস এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এর সভাপতি জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হওয়ার জন্য বোর্ডের সভাপতি ও সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবরে ০৪/০১/২০০০ তারিখে একটি আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় উপস্থাপন করা হলে এ মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, সেন্টার ফর এগ্রোবিনজেসের সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকবে এবং এডাবের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে এনজিওকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

এব্যাপারে বীজ উইং থেকে এডাবের কাছে সীড কর্মকান্ডে জড়িত এনজিওদের তালিকা চাওয়া হলে এডাব একটি তালিকা বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। উক্ত তালিকা পরীক্ষা করে দেখা যায় এডাবের মেম্বার কেটাগরীভুক্ত ১৪টি প্রতিষ্ঠান এবং নন মেম্বার কেটাগরীভুক্ত ৮টি প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া গিয়েছে, যারা বীজ উৎপাদন ও বীজ বিপনন কর্মকান্ডে– জড়িত। যে ৮টি প্রতিষ্ঠান মেম্বার হওয়ার জন্য আবেদন করেছে কিন্তু যাদের আবেদন নিবন্ধনের ব্যাপারে এডাবের নিকট বিবেচনাধীন রয়েছে, তারা নন-মেম্বার কেটাগরীভুক্ত বলে জানা গিয়েছে। সেন্টার ফর এগ্রোবিজনেস এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট বর্তমানে এডাবের নন- মেম্বার কেটাগরীভুক্ত। বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানকে মেম্বার করার বিষয়ে এডাবের চূড়ান্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত সেন্টার ফর এগ্রোবিজনেস এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের সভাপতি পর্যবেক্ষক হিসেবে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। বিশদভাবে আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

এডাবের চূড়ান্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত সেন্টার ফর এগ্রোবিজনেস এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এর সভাপতি পর্যবেক্ষক হিসেবে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্যসূচী-৬

আমদানিকৃত বীজ (হাইব্রিড) এর প্যাকেটের গায়ে সঠিক লেবেল নিশ্চিত করণ;

সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা, মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়কে গত ০৩/০৭/২০০০ তারিখের এক পত্রের মাধ্যমে জানান যে, হাইব্রিড বীজ আমদানিকারকগণ বীজ বিধিমালা ১৯৯৮ এর ১৭নং বিধি অনুযায়ী বীজ বাজারজাত করছে না। বাজারজাতকরণের নিমিত্তে ব্যবহৃত বীজের প্যাকেটের গায়ে ডেট অব টেস্টিং এবং ডেট অব এক্সপাইরি উল্লেখ ছাড়াই বাজারজাত করছে যা বিধি বহির্ভুত। বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বীজ বিধি মালা অনুযায়ী বীজের প্যাকেটের গায়ে সঠিক লেবেল আছে কিনা তা এসসিএ কর্তৃক পরীক্ষা করে দেখার প্রতি সভাপতি গুরুত্ব আরোপ করেন। যে সকল আমদানিকারকের বীজের প্যাকেটের গায়ে সঠিক লেবেল পাওয়া যাবে না প্রয়োজনে ডিএইর মাধ্যমে ঐ সকল বীজ বিক্রি বন্ধ করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। আমদানিকৃত হাইব্রিড প্যাকেটের গায়ে বীজ বিধি ১৯৯৮ এর ১৭ নং বিধি অনুযায়ী সঠিক লেবেল আছে কিনা (ডেট অব টেস্টিং ও ডেট অব এক্সপাইরি) তা এসসিএ পরীক্ষা করবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)।

২। বীজ বিধি অনুযায়ী সঠিক লেবেল না থাকলে ডিএইর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আমদানি কারকদের বীজ বিক্রি বন্ধ করতে হবে। (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষিমন্ত্রণালয় ও ডিএই)।

আলোচ্যসূচী–৭

আলুর জাত Bintje, Desiree এবং Baraka এর ছাড়করণ ঃ

সীডম্যান্স সোসাইটি অব বাংলাদেশ, সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রস্তাবিত আলুর জাতগুলি ছাড়করণের বিষয়ে ০৫/০৭/২০০০ তারিখে একটি আবেদন করেন। আবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৬০ হতে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত উল্লিখিত জাতগুলি বিএডিসি আমদানি করে কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করে। এ জাতগুলো বিগত দিনে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়েছিল এবং কৃষক পর্যায়ে বেশ চাহিদা ছিল। টিসিআরসিও এ জাতগুলির ব্যাপারে কোন বিরূপ মন্তব্য করেনি। দেশে Bintje, Desiree এবং Baraka আলুর জাতগুলোর ফুডভ্যালু ছাড়াও বিদেশে প্রচুর চাহিদা আছে বলে সংশ্লিষ্ট বীজ এসোসিয়েশন থেকে জানানো হয়। বর্তমানে এ জাতগুলো জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়কৃত নয়। সে প্রেক্ষিতে সীডম্যান্স সোসাইটির সভাপতি প্রস্তাবিত জাতগুলো ছাড় করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিকে অনুরোধ করেন। উল্লেখ্য যে উক্ত প্রস্তাবটি কারিগরী কমিটির মাধ্যমে পাওয়া যায়নি। বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করা হলে প্রস্তাবটি কারিগরী কমিটির মাধ্যমে আসা প্রয়োজন ছিল বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া আলু একটি নিয়ন্ত্রিত ফসল। এ ফসলের যে কোন জাত ছাড়করণের বিষয়ে কারিগরী কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

Bintje, Desiree এবং Baraka আলুর জাতগুলো ছাড় করার বিষয়ে কারিগরী কমিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রস্তাব দাখিল করতে হবে (দায়িত্ব ঃ সংশ্লিষ্ট বীজ এসোসিয়েশন)।

সভায় আলোচনার অন্য কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ডঃ এ.এম.এম শওকত আলী)
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট-খ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৪তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

স্থান ঃ কৃষি মন্ত্রণালয় সম্মেলন কক্ষ।

সময় ঃ সকাল ১০-৩০ মিনিট

(স্বাক্ষরের ক্রম অনুসারে)

ক্রঃনং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	স্বাক্ষর
১	কাজী তফাজ্জল হোসেন, পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	অস্পষ্ট
২	ডঃ শেখ মোঃ এরফান আলী, সদস্য পরিচালক (শস্য)	বিএআরসি, ফার্মগেট	অস্পষ্ট
৩	ডাঃ আতাউর রহমান, পরিচালক, প্রসাসা, চলতি দায়িত্ব	বিনা, ময়মনসিংহ	অস্পষ্ট
৪	এএইচএম দেলওয়ার হোসেন, মহাপরিচালক	বিএসআরআই, ঈশ্বরদী	অস্পষ্ট
৫	ডঃ হেলালুর ইসলাম, পরিচালক, টিসিআরসি	বারী, গাজীপুর	অস্পষ্ট
৬	মতিলাল রায়, ব্যবস্থাপক (টিসি)	বিএডিসি, ঢাকা	অস্পষ্ট
৭	জনাব মনির উদ্দিন খান, পরিচালক	এসসিএ, গাজীপুর	অস্পষ্ট
৮	এম.এ. রাজ্জাক, মহাপরিচালক	বিএআরআই	অস্পষ্ট
৯	ডঃ গোলাম আলী ফকির, প্রকল্প পরিচালক, সীড প্যাথলজি বিভাগ	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	অস্পষ্ট
১০	ডঃ এম.এ. হামিদ মিয়া, মহাপরিচালক	ব্রি, গাজীপুর	অস্পষ্ট
১১	এম. এনামুল হক, মহাপরিচালক	ডিএই	অস্পষ্ট
১২	ডঃ জহিরুল করিম, নির্বাহী সভাপতি	বিএআরসি	অস্পষ্ট
১৩	মুস্তাফিজুর রহমান, মহাপরিচালক (বীজ)	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
১৪	এম.এ. কাদের, অতিরিক্ত সচিব (প্রঃউঃ)	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
১৫	জনাব মোঃ রিজাউল করিম, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
১৬	জনাব সিরাজ আহমেদ চৌধুরী, সভাপতি	বাংলাদেশ সীড মার্চেন্ট এসোঃ	অস্পষ্ট
১৭	জনাব এফ আর মালিক, সাধারণ সম্পাদক	বাংলাদেশ সীড মার্চেন্ট এসোঃ	অস্পষ্ট
১৮	জনাব মোঃ আঃ মান্নান, কৃষক প্রতিনিধি	বরিশাল	অস্পষ্ট
১৯	বিআই সিদ্দিক, সভাপতি	সীডম্যান সোসাইটি অব বাংলাদেশ	অস্পষ্ট
২০	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী (বাদশা), কৃষক প্রতিনিধি	রাজশাহী অঞ্চল	অস্পষ্ট
২১	জনাব আনোয়ারুল হক, সভাপতি	বীজ উৎপাদক সমিতি	অস্পষ্ট
২২	জনাব এম. আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান	সেন্টার ফর এগ্রিঃ কমিঃ ডেভেলপমেন্ট	অস্পষ্ট
২৩	জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, নির্বাহী পরিচালক	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	অস্পষ্ট
২৪	ডঃ এ.কে. পাটোয়ারী, প্রফেসর	বাকৃবি, ময়মনসিংহ	অস্পষ্ট
২৫	বাবু সুধীর চন্দ্র নাথ	ব্র্যাক	অস্পষ্ট
২৬	জনাব আজিজুল হক,	বিআরএসি	অস্পষ্ট
২৭	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, সহকারী বীজ তত্ত্ববিদ-২	কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ উইং	অস্পষ্ট
২৮	জনাব মীর ফরিদ উদ্দীন আহমেদ, সহকারী বীজ তত্ত্ববিদ-১	কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ উইং	অস্পষ্ট

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৫তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

বিগত ১৭/০৯/২০০০ তারিখ বেলা ৩.০০ ঘটিকায় বীজ বোর্ডের ৪৫তম (বিশেষ) সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, ডঃ এ,এম এম শওকত আলী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যদের ও আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা পরিশিষ্ট "গ" তে দেখানো হলো।

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্র মোতাবেক আলোচ্য সূচীসমূহ উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের সদস্য সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ) জনাব মুস্তাফিজুর রহমানকে অনুরোধ করেন। সে অনুযায়ী জনাব রহমান সভার কার্যপত্র মোতাবেক আলোচ্যসূচীসমূহ উপস্থাপন করেন। আলোচ্য সূচী সমূহ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আলোচ্যসুচী-১

এনজিও/বেসরকারি সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক ফসলের হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন/বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষাকরণ সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা ঃ

এসসিএ, বারি ও ডিএই'র প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি কমিটি বিভিন্ন এনজিও'র হাইব্রিড বীজ ধান উৎপাদন পদ্ধতি পরীক্ষা করে তাদের উৎপাদন পদ্ধতি কারিগরী দিক থেকে কতটুকু সঠিক তা বিশ্লেষণ করবে মর্মে গত ০৭-০৭-১৯৯৯ তারিখ একটি সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তণ সিএসও জনাব মইনুল হকের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাছাড়া হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি ও উৎপাদনের জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত ৪টি বীজ কোম্পানী (যথা-এসিআই লিঃ, মল্লিকা সীড কোম্পানী, ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ, গ্যানজেস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন) ৩ বছরের মধ্যে দেশে হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের জন্য কি ব্যবস্থা নিচ্ছে তা সরেজমিনে দেখার জন্যও ঐ কমিটি সংশ্লিষ্ট বীজ উৎপাদনের মাঠ পরিদর্শন করবে মর্মে গত ১৪-১২-১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, ঐ ৪টি কোম্পানী ছাড়াও এলাইড এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উক্ত ৫(পাঁচ) টির মধ্যে ৪টির এবং অপর নয়টি সহ মোট ১৩ (তের)টি বেসরকারি সংস্থা/কোম্পানী/এনজিওর হাইব্রিড বীজ উৎপাদন কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

সভায় উপস্থিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ প্রতিবেদনটি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। উক্ত বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, প্রতিবেদনটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নেই এবং প্রতিবেদনটি পুর্ণাঙ্গও নয়। এতে সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সভায় আলোচনান্তে জানা যায় যে, অনুমোদন প্রাপ্ত ঐ ৪টি বীজ কোম্পানী বর্তমানে সিনক্রোনাইজিং পদ্ধতিতে হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদন শুরু করেছে। তবে উক্ত পদ্ধতিতে সময়ের তারতম্য হওয়ায় ইতোপূর্বে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে আরো এক বছর সময়ের প্রয়োজন বলে ঐ কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ সভাকে অবহিত করেন।

কোম্পানীগুলোর প্রতিনিধিদের বক্তব্যের আলোকে সদস্য পরিচালক (বীজ) বিএডিসি সভাকে অবহিত করেন যে, প্যারেন্ট লাইন আমদানির উপর নির্ভরশীল না হয়ে বেসরকারি বীজ কোম্পানীগুলোকে দেশে প্যারেন্ট লাইন উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রতিবেদনে শুধু মূল্যায়নকৃত হাইব্রিড জাতগুলোর রোগ বালাই, চিটা ও পোকার আক্রমণ সংক্রান্ত তথ্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সে ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। তিনি আরও অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যে সকল টেকনিক্যাল ডাটা প্রয়োজন তাও প্রতিবেদনে উল্লেখ

করা হয়নি। তাছাড়া, যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে তাও তথ্য নির্ভর নয় বলে তিনি জানান। প্রাইভেট সেক্টরের সমন্বয়ে টেকনিক্যাল ডাটা গুলো সিস্টিমেটিক পর্যায়ে আনার জন্য কারিগরী কমিটির সংশ্লিষ্ট ৪টি বীজ কোম্পানীর হাইব্রিড ধানের কর্মকাণ্ড পুনঃ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন বলে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন।

পূর্ণাঙ্গ খরচসহ একর প্রতি উৎপাদন খরচ, একর প্রতি ফলন এবং সর্বনিম্ন পরিমাণ লাভ সহ মূল্যনির্ধারণ ফর্মূলা ইত্যাদি তথ্যাদির প্রতি সভাপতি গুরুত্ব আরোপ করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

১। প্রাইভেট সেক্টরকে নিয়ে টেকনিক্যাল ডাটাগুলো সিস্টেমেটিক করার জন্য কারিগরী কমিটি ৪টি বীজ কোম্পানীর হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদনের কর্মকান্ড পুনঃমূল্যায়ন করবে। (দায়িত্ব ঃ কারিগরী কমিটি ও সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী)।

২। টেকনিক্যাল ডাটাগুলোর মধ্যে একর/হেক্টর প্রতি উৎপাদন খরচ, একর প্রতি ফলন, পূর্ণাঙ্গ খরচ, একর/হেক্টর প্রতি সর্বনিম্ন লাভ সহ অপারেশনাল খরচ এবং মূল্য নির্ধারণ ফর্মূলা থাকতে হবে।

আলোচ্যসূচী-২

আলুর প্রস্তাবিত জাত 'আরিন্ডা' অনুমোদনের বিষয়ে কারিগরী কমিটির ৩৮তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ ঃ

প্রস্তাবিত আরিন্ডা জাতটি কন্দাল ফসল গবেষা কেন্দ্র বিএআরআই গাজীপুর কর্তৃক বাংলাদেশের আবহাওয়ায় উপযোগিতা যাচাই এর জন্য আমদানিকৃত। রোগবালাই থেকে জাতটি মুক্ত। উক্ত জাতটির গড় ফলন ২৮.১ টন/হেক্টর এবং ডায়ামন্ট এর গড় ফলন ২৪.৬ টন/হেক্টর। এতে দেখা যায় যে, আরিন্ডা জাতের ফলন ডায়ামন্ট জাতের ফলন থেকে বেশি।

দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী) ৬টি স্থানে (গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, পাহাড়তলী, জামালপুর, বগুড়া ও যশোর) প্রস্তাবিত জাতটির জন্য বিগত রবি/১৯৯৭-৯৮ মৌসুমে মাঠ মূল্যায়নের আবেদন করা হয়। তন্মধ্যে ৫টি স্থান (গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, পাহাড়তলী, বগুড়া ও যশোর) থেকে মূল্যায়ন ফলাফল পাওয়া গিয়েছে এবং জামালপুরের এসসিএ'র অফিস স্থানান্তরের কারণে ঐ স্থানের মূল্যায়ন ফলাফল পাওয়া যায়নি। জাতটির জীবনকাল ৮৫-৯৭ দিন পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ৫টি স্থানেই চেক জাত (ডায়ামন্ট) থেকে বেশি পাওয়া গিয়েছে। এজাতটি ৪টি স্থান (গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, বগুড়া ও যশোর) থেকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন কমিটি মতামত দিয়েছে কিন্তু চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে ছাড়করণের অনুকুলে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

প্রস্তাবিত জাতটি রোগবালাই মুক্ত, চেকজাত (ডায়ামন্ট) থেকে ফলন বেশী হওয়ায় কারিগরী কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট ছাড়করণের সুপারিশ করে। এছাড়া সভায় জাতটির নামকরনের বিষয়ে মূল নামের সাথে উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের নামের উল্লেখ করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

১। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রবর্তিত প্রস্তাবিত আলুর জাত 'আরিন্ডা' দেশের ৪টি স্থানে (গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, বগুড়া ও যশোর) আবাদের জন্য ছাড় করা হলো। (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং)।

২। জাতটির নামকরনের বিষয়ে মূল নামের সাথে উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের নামের উল্লেখ থাকতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৩

আলুর প্রস্তাবিত জাত 'রাজা' অনুমোদনের বিষয়ে কারিগরী কমিটির ৩৮তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ ঃ

প্রস্তাবিত "রাজা" জাতটি কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর, কর্তৃক বাংলাদেশের আবহাওয়ায় উপযোগিতা যাচাই এর জন্য আমদানিকৃত। স্বাদে দেশী জাতের আলুর মত বেশ আঠালো ভাব আছে। তা ছাড়া এ জাতটি থেকে যে চিপ্‌স তৈরি হয় তা খেতে সুস্বাদু। উক্ত জাতের গড় ফলন ২৮.৭ টন/হেক্টর এবং কার্ডিনাল জাতের গড় ফলন ২৬.৭ টন/হেক্টর। এতে দেখা যায় যে, রাজা জাতটির ফলন কার্ডিনাল জাতটির চেয়ে বেশী।

দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রংপুর, যশোর ও রাজশাহী) ৭টি স্থানে (গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, পাহাড়তলী, জামালপুর, বগুড়া, দেবীগঞ্জ ও যশোর) প্রস্তাবিত জাতটির জন্য বিগত রবি/১৯৯৭ মৌসুমে মাঠ মূল্যায়নের আবেদন করা হয়। তন্মধ্যে ৬টি স্থানের মূল্যায়ন ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। ৩টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতটির জীবনকাল ৯৮–১০৮ দিন পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ১টি স্থানে (গাজীপুর) চেক জাত (কার্ডিনাল) থেকে বেশি, একটি স্থানে প্রায় সমান এবং ৪টি স্থানে কম পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটির ৩টি স্থান (যশোর, বগুড়া ও মুন্সিগঞ্জ) থেকে ফলন কম হওয়া সত্ত্বেও জাতটির রং আকার, আকৃতি, আগাম জাত ও অন্যান্য গুণাবলীর কারণে ছাড়করণের পক্ষে মূল্যায়ন কমিটি মতামত দিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটির আঠালোভাব (স্টিকিনেস) বেশি, সুস্বাদু, দেশী জাতের মত লাল রং এবং আগাম জাত প্রভৃতি গুণাবলী সম্পন্ন বিবেচনা করে কারিগরী কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট ছাড়করনের সুপারিশ করে। এছাড়া জাতটির নামকরনের বিষয়ে মূল নামের সাথে উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের নামের উল্লেখ করার পক্ষে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রবর্তিত প্রস্তাবিত আলুর জাত "রাজা" দেশের ৩টি স্থানে (যশোর, বগুড়া ও মুন্সিগঞ্জ) আবাদের জন্য ছাড় করা হলো। (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং)।

আলোচ্যসূচী-৪

১৯৯৯-২০০০ আমন মৌসুমে ধানের হাইব্রিড জাতের মূল্যায়নকৃত আই এ এইচ এস ১০০-০০১ (কোড নম্বর-২), সুগন্ধি জাত হিসেবে অনুমোদনের বিষয়ে কারিগরী কমিটির ৩৮তম সভার সুপারিশ বিবেচিতকরণ ঃ

বিগত ১৯৯৯-২০০০ আমন মৌসুমে ২টি বীজ আমদানিকারক যথা আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিমিটেড ও মল্লিকা সীড কোম্পানী কর্তৃক আমদানিকৃত ৬টি হাইব্রিড ধানের অনস্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে আমন/১৯৯৯-২০০০ মৌসুম থেকেই হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক এসসিএ কোড নম্বর প্রচলন করে। জাত ৬টির মধ্যে আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিমিটেড এর ৪টি জাত যথা- (১) এক্স ওয়াই-৯৬৩(কোড নম্বর - ০০১) (২) আইএএইচ এস-১০০-০০১ (কোড নম্বর-০০২) (৩) আইএএইচএস ২০০-০০৩ (কোড নম্বর-০০৫) ও (৪) এসওয়াই-১০ (কোড নম্বর-০০৬) এবং মল্লিকা সীড কোম্পানীর ২টি জাত যথা-(১) এফএলএম-২ (সোনার বাংলা-২, কোড নম্বর-০০৩) ও (২) আর এফ-১ (সোনার বাংলা-৩, কোড নম্বর-০০৪)।

উল্লিখিত ৬টি হাইব্রিড ধানের জাতের ফলাফল মূল্যায়ন আই এ এইচ এস-১০০-০০১ (কোড নম্বর--০০২) জাতটি সুগন্ধিযুক্ত, রপ্তানির জন্য উপযোগী বিধায় ও ফলন সন্তোষজনক হওয়ায় নিম্নের শর্ত সাপেক্ষে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট ছাড় করণের সুপারিশ করে।

১। বিদেশে জাতটির বাজার জরিপ সন্তোষজনক হতে হবে।

২। উক্ত জাতটির উন্নত মিলিং ক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩। মূলতঃ রপ্তানীকরণের উদ্দেশ্যে নিবন্ধন করতে হবে।

উক্ত জাতটি সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ছাড়কৃত ৪টি হাইব্রিড ধানের শর্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত সুগন্ধি হাইব্রিড ধানের জাতটিও সাময়িকভাবে ছাড়করণের পক্ষে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। বিশদ আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। ২০০০ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত মেয়াদের জন্য আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ কর্তৃক আমদানিকৃত এবং ট্রায়ালকৃত আইএএইচএস-১০০-০০১ (সুগন্ধি) জাতটি দেশে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে ছাড়করা হলো।

২। উক্ত সুগন্ধি হাইব্রিড ধানের জাতের চুড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ পুর্বক ৪র্থ বছর (২০০৩ সাল) থেকে এ জাতটি দেশে উৎপাদন করে বাজার জাত করতে হবে, অন্যথায় জাতটির ছাড়পত্র বাতিল করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর অন্য কোন হাইব্রিড জাত ছাড় করা হবে না।

৩। সাময়িক অনুমোদন প্রাপ্ত জাতটি জনপ্রিয় করণের লক্ষ্যে প্রদশর্নী প্লট স্থাপনের জন্য ডিএইর নিকট ১০০০ কেজি বীজ বিনা মূল্যে সরবরাহ করতে হবে।

৪। এ জাতটির বীজ মূল কোম্পানী এবং বাংলাদেশে বাজারজাতকারী কোম্পানীর যৌথ লেবেলে এবং বিশেষ নিরাপত্তামূলক মোড়কে বিক্রি করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৫

আখের প্রস্তাবিত জাত আই ৩৮-৯০ (বিএসআর আই আখ-৩১) এর অনুমোদনের বিষয়ে কারিগরী কমিটির ৩৮তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ ঃ

প্রস্তাবিত আই ৩৮-৯০ ক্লোনটি বাংলাদেশ আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল ও বন্যা, জলাবদ্ধতা, খরা সহ্য করতে পারে। এ জাতটি রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে ঈশ্বরদি-২-৫৪, ঈশ্বরদি-২০, ঈশ্বরদী-২৮ এর মত এবং পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে ঈশ্বরদী-১৬ জাতের চেয়ে ভাল। ইহা মধ্যম পরিপক্ক জাত। প্রস্তাবিত ক্লোনটির ফলন ৭৪-১১৩ টন/হেঃ যা ঈশ্বরদী-১৬, ঈশ্বরদী-১৮, ঈশ্বরদী-২০ এর চেয়ে বেশি। কারিগরী কমিটি আখের প্রস্তাবিত জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট ছাড়করণের সুপারিশ করে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের প্রস্তাবিত আই-৩৮-৯০ কৌলিক সারিটি বিএসআরআই আখ-৩১ জাত হিসেবে সারা দেশে আবাদের জন্য ছাড় করা হলো। দায়িত্ব ঃ (বীজ উইং)।

আলোচ্যসূচী-৬

বীজ শোধন, বীজ পরীক্ষণ পদ্ধতি, ট্রুথফুল লেবেল বীজের প্রত্যয়ন ট্যাগ, বীজ পুনঃ পরীক্ষা ও বীজ বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত বিএডিসি'র প্রস্তাব পর্যালোচনাকরণ।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ), তাঁর ১১/০৭/২০০০ তারিখে পত্রে জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্তের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করেন ঃ

(ক) বীজ শোধন ঃ সরকারকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে বীজ শোধনের সুফল পেতে হলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

(১) বিএডিসি কর্তৃক বীজ শোধন না করে সরবারহকৃত বীজের প্রতিটি প্যাকেটের ভিতর প্রয়োজনীয় পরিমাণ VITAVAX কাপড়ের প্যাকেট সরবরাহ করতে হবে।

(২) বীজ বপনের পূর্বে চাষী পর্যায়ে বীজের বস্তা খুলে উহার মধ্যকার কাপড়ের প্যাকেট থেকে VITAVAX বের করে বস্তার বীজ শোধন করে নিতে হবে।

(৩) চাষী পর্যায়ে বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন হবে বিধায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে চাষীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং চাষীগণ যাতে কোন প্রকার বিপর্যয়ের সম্মুখীন না হয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত করতে হবে।

(৪) প্রতিগ্রাম VITAVAX এর বর্তমান ক্রয়মূল্য ০.৮৯ টাকা এবং প্রতি কেজি বীজের জন্য প্রয়োজন হবে ৩ গ্রাম। এই VITAVAX ছোট কাপড়ের প্যাকেটে পুর্তি করতে আরো সামান্য কিছু অর্থের প্রয়োজন হবে। এসব বিবেচনা করলে প্রতি কেজি বীজের জন্য আনুমানিক ৩.০০ টাকা খরচ হবে। বিএডিসি'র জন্য প্রয়োজনীয় এই অর্থের সংস্থান করে ভর্তুকি প্রদান করতে হবে। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

আসন্ন গম মৌসুমে বিএডিসি ১১৪ টন ভিত্তি গমবীজ ভিটাভেক্স দিয়ে শোধন করে প্রতি কেজির খরচ নির্ধারণ করবে (দায়িত্ব ঃ বিএডিসি)।

(খ) বীজ পরীক্ষণ ঃ পরীক্ষগারে বীজের গুনগতমান পরীক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক একাধিক পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। কোন দেশে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, তা সংশ্লিষ্ট দেশই নির্ধারণ করে থাকে। শুধুমাত্র বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভায় ISTA অনুমোদিত পদ্ধতি অনুমোদন করা হয়েছে। বীজমানের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলী যথা অংকুরোদগম ক্ষমতা, আর্দ্রতা ইত্যাদি পরীক্ষণের পদ্ধতি প্রসংগে সুস্পষ্ট কোন সিদ্ধান্ত নেই। বীজ মান সম্পর্কিত যাবতীয় পরীক্ষা ISTA অনুমোদিত পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পাদিত হবে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক বীজ-আইন/বীজ-বিধি সংশোধণ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

বীজ পরীক্ষণের ব্যাপারে ISTA Manual এর বিধান অনুসরণ করতে হবে (দায়িত্ব ঃ বিএডিসি ও এসসিএ)

(গ) Truthfully labeled Seed এর Certification : The Seed Rules, 1998 এর 2(a) ধারায় প্রদত্ত সংজ্ঞায় Certification tag সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "Certification tag means a tag or label of specific design which shall connote that a certificate in respect of the seed has been granted by the Cerification Agency."

অপরদিকে, ১৩ (ii) ধারায় বলা হয়েছে যে, "The colour of the certificatin tag shall be green for breeder seed, white for foundation seed, blue for certified seed and yellow for truthfully labeled seed." Truthfully labeled seed এর প্রত্যয়ন বীজ প্রত্যয়ন কর্মসূচীর বহির্ভুত থাকায় উহাতে Certification tag সংযোজন করার কথা নয়। বিধায়, The seed Rules, 1998 এর ১৩(ii) ধারাটি সংশোধিত হওয়া আবশ্যক এবং উক্ত ধারা থেকে "and yellow for truthfully labeled seed" কথাটি বাদ দেয়ার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। আলোচান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

Truthfully labeled seed এর Certification tag এর রংগের বিষয়ে বীজ বিধি ১৯৯৮ এর বিধান অনুসরণ করতে হবে। দায়িত্ব (এসসিএ)।

(ঘ) বীজ পুনঃ পরীক্ষা ঃ বিগত ১৮/০৬/১৯৭৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪র্থ সভার ৪.৫ (ঘ) নম্বর সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, "কোন বীজ প্রত্যয়ন পত্র প্রদানে উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে বীজ উৎপাদনকারী বীজ অনুমোদন সংস্থার নিকট পুনঃ পরীক্ষার আবেদন পেশ করিতে পারিবেন।" বীজ আইনের খসড়া প্রণয়ন কালে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নতুন ধারা সংযোজন করে বীজ আইন প্রণীত হবার কথা কিন্তু পরবর্তীতে তা হয়নি। এক্ষণে উক্ত ধারা সংযোজন করে বর্তমান বীজ আইন সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বীজ পুনঃপরীক্ষা করা যাবে না। তবে প্রয়োজনে রিসেম্পলিং (Resampling) করা যেতে পারে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)।

(ঙ) বীজ বাজারজাতকরণ ঃ বিগত ২৪/১১/৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম সভায় আলোচ্য সূচী-৩ এর অধীনে গৃহীত সিদ্ধান্তের 'গ' অংশে উল্লেখ রয়েছে যে, "মূল (Original) জাতের নামের সাথে নিজস্ব নাম সংযুক্ত করে বীজ কোম্পানীগুলো বীজ বাজারজাত করতে পারবে"। গৃহীত এ সিদ্ধান্তটি বীজ বিধি, ১৯৯৮ এর মধ্যে সংযোজিত করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। আলোচান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাহী আদেশ জারী করা হয়েছে বিধায় বীজ বিধি ১৯৯৮ এর সংশোধনের প্রয়োজন নেই।

আলোচ্যসূচী ঃ বিবিধ

বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের নিমিত্তে কমিটি গঠনের প্রস্তাব এবং বাজেট অনুমোদনের বিষয়ে কারিগরী কমিটির ৩৮তম সুপারিশ বিবেচনাকরণ ঃ

বিগত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিএআরসি বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের জন্য অর্থায়ন করবে মর্মে সিদ্ধান্ত রয়েছে। কারিগরী কমিটির ৩৮ তম সভার কার্যবিবরণীর সাথে সংযুক্ত তথ্যাদি হতে দেখা

যায় যে, ৬টি বিভাগে বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের জন্য অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে আহবায়ক করে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট ৬(ছয়) টি কমিটি গঠনের প্রস্তাব জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য পেশ করেছে। এছাড়া সেমিনার অনুষ্ঠানের খরচ বাবদ ঢাকা বিভাগের জন্য ৫০,২০০/- টাকা এবং অন্য পাঁচটি বিভাগের প্রত্যেকটির জন্য ৩২,৯০০/- টাকা করে বাজেট অনুমোদনের প্রস্তাবও পেশ করা হয়েছে। বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি এব্যাপারে প্রশাসনিক অনুমোদন নেয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। উক্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের জন্য কমিটি গঠন এবং বাজেটের ব্যাপারে প্রশাসনিক অনুমোদন নিতে হবে। (দায়িত্বঃ এসসিএ)।

সভায় আলোচনার অন্য কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ডঃ এ.এম.এম শওকত আলী)
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট-গ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৫তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

স্থান ঃ কৃষি মন্ত্রণালয় সম্মেলন কক্ষ।

সময় ঃ বিকাল ৩-০০মিনিট

(স্বাক্ষরের ক্রম অনুসারে)

ক্রঃনং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	স্বাক্ষর
১	জহুরুল করিম, নির্বাহী সভাপতি	বিএআরসি	অস্পষ্ট
২	এম. এনামুল হক, মহাপরিচালক	ডিএই	অস্পষ্ট
৩	এ. শফিউল আলম, চেয়ারম্যান	বিএডিসি	অস্পষ্ট
৪	জি.এম. মঈনুদ্দিন, সঃ পঃ (বীজ)	বিএডিসি	অস্পষ্ট
৫	এম.এ. রাজ্জাক, মহাপরিচালক	বিএআরআই	অস্পষ্ট
৬	কাজী তফাজ্জল হোসেন, পরিচালক (উঃ সং)	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	অস্পষ্ট
৭	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, নির্বাহী পরিচালক	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	অস্পষ্ট
৮	এস.এম. ইলিয়াস, মহাপরিচালক	পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	অস্পষ্ট
৯	মোঃ হেলালুল ইসলাম, টিসিআরসি	বারী	অস্পষ্ট
১০	মোঃ হারুনার রশিদ, টিসিআরসি	বারী	এসসিএ
১১	নূরুল হক চৌধুরী, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	বিআরআরআই	অস্পষ্ট
১২	আঃ আউয়াল, প্রঃইঃ প্রজননবিদ(১)	বিএআরআই	অস্পষ্ট
১৩	মনির উদ্দিন খান, পরিচালক,	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	অস্পষ্ট
১৪	মোঃ শাহজাহান আলী (বাদশা), কৃষক প্রতিনিধি	মামনি কৃষি খামার, পাবনা	অস্পষ্ট
১৫	ডঃ এ.কে. পাটোয়ারী, প্রফেসর	বাকৃবি, ময়মনসিংহ	অস্পষ্ট
১৬	মোঃ আহ্সানুজ্জামান,	আফতাব বহুমূখী ফার্ম	অস্পষ্ট
১৭	এম. আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান	সেন্টার ফর এগ্রোঃ কমিঃ ডিভেঃ	অস্পষ্ট
১৮	সিরাজ আহমেদ চৌধুরী, সভাপতি	সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন	অস্পষ্ট
১৯	টুকু আবদুর রহমান, সভাপতি	সীড ডিলার এসোসিয়েশন	অস্পষ্ট
২০	আনোয়ারুল হক	সীড ম্যান সোসাইটি	অস্পষ্ট
২১	মোঃ কামাল মোস্তফা	এসিআই লিঃ	অস্পষ্ট
২২	মোঃ কুতুব উদ্দিন	এসসিএ	অস্পষ্ট
২৩	মীর ফরিদ উদ্দীন আহমেদ, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২৪	মোঃ রেজাউল করিম, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ (ভারপ্রাপ্ত)	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২৫	এম.এ. কাদের, অঃসচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২৬	মুস্তাফিজুর রহমান , মহাপরিচালক (বীজ)	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২৭	এফ.আর. মালিক, স্বত্বাধিকারী	মল্লিকা সীড কোং	অস্পষ্ট
২৮	মোঃ হুমায়ুন কবির, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৬তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

বিগত ০৬-১২-২০০০ তারিখ সকাল ১০-৩০ মিনিটে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৬তম (বিশেষ) সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ডঃ এ, এম, এম, শওকত আলী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যদের ও আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ঘ' তে দেখানো হলো।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং সভার কার্যপত্র মোতাবেক আলোচ্য সূচীসমূহ উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের সদস্য-সচিবকে অনুরোধ করেন। সে অনুযায়ী বোর্ডের সদস্য-সচিব কার্যপত্র মোতাবেক আলোচ্য সূচী সমূহ উপস্থাপন করেন। আলোচ্য সূচী-১ এ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধানের ৬৯৬৯০-এইচ এবং আলোচ্য সূচী-২ এ ব্রি'র উদ্ভাবিত হাইব্রিড ৬৮৮৭৭-এইচ এ লাইন দুটি যথাক্রমে ব্রি-হাইব্রিড-১ ও ব্রি-হাইব্রিড-২ নামে ছাড়করণসহ আরো ১৮টি হাইব্রিড লাইনের জাত ছাড়করণের বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনটি আলোচ্যসূচীর বিষয়বস্তু মোটামোটি এক হওয়ায় বিষয়গুলো একসাথে আলোচিত হয়।

গত বোরো মৌসুমে (১৯৯৯-২০০০) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ৮(আট) টি বীজ আমদানিকারক সর্বমোট ২০ (বিশ) টি হাইব্রিড ধানের ট্রায়াল করে। উক্ত ট্রায়ালের ফলাফল বিগত ১৪-০৮-২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরী কমিটির ৩৮তম (বিশিষ) সভায় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছিল। ঐ সকল ট্রায়ালের ফলাফল Statistical Analysis এর ভিত্তিতে পর্যালোচনা করার জন্য কারিগরী কমিটি Analysis করেছে। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কয়েকজন সদস্য নিয়ে বিগত ০৭-১১-২০০০ তারিখে কারিগরী কমিটির একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় (১৯৯৯-২০০০) বোরো মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দুটি হাইব্রিড জাতসহ (৬৮৮৭৭-এইচ ও ৬৯৬৯০-এইচ) মোট ২০(বিশ)টি হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা করার জন্য হাইব্রিড জাতগুলোর সাথে প্রচলিত জাত ব্রি-ধান-২৮ ও ব্রিধান-২৯ চেক জাতের ফলাফল ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, অনস্টেশন এবং অনফার্মে চেক জাত ব্রিধান-২৯ এর সাথে PANG-4, IR68877, PHB-71, JBS-2, GB-3, ZF-08, HYBRID RICE NO. 99-1,HYBRID RICE NO-99-5, FLM-3, ZF-31, AALOCK-94024, PANG-3, RF-1, JBS-1, IR-69690, ZF-32, AALOCK-93024, HYBRID RICE NO. 99-3, GB-1 SY-63 এ হাইব্রিড লাইনগুলোর ট্রায়াল করা হয়। তাতে দেখা যায় ব্রিধান-২৯ (চেক জাত) থেকে হাইব্রিডের কোন জাতেরই Statistically significant অধিক ফলন পাওয়া যায়নি।

বিগত ০৭-১১-২০০০ তারিখের কারিগরী কমিটির পর্যালোচনা সভায় আলোচিত হাইব্রিড জাতগুলোর এক বছরের ট্রায়ালের ফলাফলের ভিত্তিতে নিবন্ধনের বিবেচনা করা যুক্তিসংগত হবে না বলে সকলে অভিমত ব্যক্ত করেন। হাইব্রিড জাতগুলোর মধ্যে PANG-4, JBS-2, GB-3, HYBRID RICE NO. 99-1, HYBRID RICE NO-99-5, FLM-3, ZF-31, RF-1, JBS-1, IR-69690, AALOCK-93024, HYBRID RICE NO, 99-3, GB-1, SY-63 এ জাতগুলোর ফলন অনস্টেশনে চেকজাত ব্রিধান-২৮ থেকে ১৫% এর বেশি পাওয়া গিয়েছে। অপর পক্ষে অনফার্মে ট্রায়ালের সময় চেকজাত ব্রিধান-২৮ থেকে PHB-71, JBS-2, GB-3, ZF-08, HYBRID RICE NO. 99-1, HYBRID RICE NO-99-5, FLM-3, AALOCK-94024, PANG-3, RF-1, JBS-1, AALOCK-94024, GB-1 এ জাতগুলোর ফলন ১৫% অধিক পাওয়া গিয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, চেক জাত ব্রিধান-২৮ থেকে JBS-2, GB-3, HYBRID RICE NO. 99-1, HYBRID RICE NO-99-5, FLM-3, RF-1, JBS-1, AALOCK-93024, GB-1 এ ৯টি জাতের বেলায় অনস্টেশন ও অনফার্ম উভয় ক্ষেত্রে ১৫% এর অধিক ফলন পাওয়া গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সভার সদস্য বৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন, যে সমস্ত জাতগুলো অনস্টেশন ও অনফার্ম উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত ব্রিধান-২৮ অপেক্ষা ১৫% অধিক ফলন পাওয়া গিয়েছে সেগুলো চলতি বোরো মৌসুমে (২০০০-২০০১) পুনঃ ট্রায়াল করতে হবে।

পরিচালক এসসিএ সভাকে অবহিত করেন যে, দেশে প্রচলিত অনেক জাতের ধান আবাদ হচ্ছে। এক এক জাতের ফলন, জীবন কাল এক এক রকমের। উক্ত জাতগুলো থেকে চেক জাত হিসেবে হাইব্রিড এর সাথে তুলনা করতে গেলে ফলনে

প্রায় ৩ থেকে ৫টন পর্যন্ত তারতম্য পাওয়া যায়। ফলে হাইব্রিডের জন্য চেক জাতের গ্রহণযোগ্য Standard ঠিক করা প্রয়োজন। এছাড়া হাইব্রিড ধানের ডিইউএস (DUS) টেস্ট করাও প্রয়োজন আছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন এবং ডিইউএস (DUS) টেস্ট করার মত সকল সুবিধা এসসিএ'র আছে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। এ ক্ষেত্রে বিএআরসি'র নির্বাহী সভাপতি সভাকে জানান যে ধানের প্রচলিত জাত এবং হাইব্রিড জাতের ডিইউএস (DUS) টেস্ট এক রকম হবে না। এব্যাপারে কারিগরী কমিটি পর্যালোচনা করে দেখতে পারে।

এছাড়া ব্রি'র প্রস্তাবিত হাইব্রিড লাইন দু'টো দেশের ২০টি এলাকায় পাইলট টেস্ট করার জন্য সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। হাইব্রিড জাত উৎপাদন, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও নিবন্ধন পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি কর্মশালা এসসিএ'র সদর দপ্তরে গত ৩০-১১-২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং তার সুপারিশগুলো ৭দিনের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা/অফিস গুলোতে পাঠানোর জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন। আলোচনান্তে ব্রি'র ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড লাইন দু'টোর বীজ ব্র্যাক চাহিদা মোতাবেক প্রদর্শনী ও পাইলট টেস্ট করার জন্য ব্রি থেকে নিতে পারবে বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। ব্র্যাক উক্ত বীজ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে না। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত হাইব্রিড-৬৯৬৯০ ও হাইব্রিড-৬৮৮৭৭ এর কৌলিক সারি দু'টো চলতি বোরো মৌসুমে দেশের ২০টি এলাকায় পাইলট টেস্ট করতে হবে (দায়িত্ব ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট)।

২। ১৯৯৯-২০০০ মৌসুমের যে সকল বোরো হাইব্রিড ধানের জাতের ফলন ব্রিধান-২৮ থেকে অনষ্টেশন ও অনফার্ম এ ১৫% এর বেশি সেগুলো পুনঃ ট্রায়াল করতে হবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ ও সংশ্লিষ্ট বীজ প্রতিষ্ঠান)।

৩। হাইব্রিড ধানের জাতের মূল্যায়নের জন্য একটি গ্রহণ যোগ্য স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করতে হবে (দায়িত্ব ঃ কারিগরী কমিটি)।

৪। হাইব্রিড ধানের ডিইউএস (DUS) টেস্ট করার বিষয়টি সম্পর্কে কারিগরী কমিটি বিশদভাবে পর্যালোচনা করে মতামত জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণ করবে (দায়িত্ব ঃ কারিগরী কমিটি)।

৫। বিগত ৩০-১১-২০০০ তারিখে এসসিএ-এর সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হাইব্রিড ধান সংক্রান্ত কর্মশালার সুপারিশ ৭দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করতে হবে (দায়িত্ব ঃ কারিগরী কমিটি)।

৬। প্রদর্শনী খামার ও পাইলট টেস্ট করার জন্য বিআরআরআই থেকে হাইব্রিড ধানের বীজ ব্র্যাক নিতে পারবে। তবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নয় (দায়িত্বঃ বিআরআরআই ও ব্র্যাক)।

সভায় আলোচনার অন্য কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(ডঃ এ.এম.এম শওকত আলী)
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৬তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

(স্বাক্ষরের ক্রম অনুসারে)

স্থান ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ তারিখ ঃ ০৬/১২/২০০০

ক্রঃনং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	স্বাক্ষর
১	জহুরুল করিম, নির্বাহী সভাপতি	বিএআরসি	অস্পষ্ট
২	ম. শফিউল আলম, চেয়ারম্যান	বিএডিসি	অস্পষ্ট
৩	এম.এনামুল হক, ডিজি	ডিএই	অস্পষ্ট
৪	এম. ইদ্রিস আলী, ডিজি	বিনা	অস্পষ্ট
৫	এম.এ. বাকার,	বিএআরআই	অস্পষ্ট
৬	মনির উদ্দিন খান, পরিচালক	এসসিএ	অস্পষ্ট
৭	শেখ মোঃ এরফান আলী, সদস্য পরিচালক (শস্য)	বিএআরসি	অস্পষ্ট
৮	কাজী তফাজ্জল হোসেন, পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং	ডিএই	অস্পষ্ট
৯	এস.এম. ইলিয়াস, মহাপরিচালক	বিজেআরআই	অস্পষ্ট
১০	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, নির্বাহী পরিচালক	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	অস্পষ্ট
১১	টুকু আব্দুর রহমান, সভাপতি	বাংলাদেশ সীড ডিলার এসোঃ	অস্পষ্ট
১২	আবদুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক	সীডম্যান্স সোসাইটি	অস্পষ্ট
১৩	মোঃ আব্দুল লতিফ, মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ)	বিএডিসি	অস্পষ্ট
১৪	মোঃ গাজীউল হক, ব্যবস্থাপক (খামার)	বিএডিসি	অস্পষ্ট
১৫	ডঃ এ.কে. পাটোয়ারী, প্রফেসর	বাকৃবি	অস্পষ্ট
১৬	মোঃ শাহজাহান আলী, এম.ডি	এলাইড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ	অস্পষ্ট
১৭	আনোয়ারুল হক, সভাপতি	সিঃ গ্রোঃ এ	অস্পষ্ট
১৮	আবদুর রহিম হাওলাদার, মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	অস্পষ্ট
১৯	ডঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম, জেনারেল ম্যানেজার	সুপ্রীম সীড কোম্পানী	অস্পষ্ট
২০	সিরাজ আহমেদ চৌধুরী, সভাপতি	সীড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন	অস্পষ্ট
২১	ডঃ এ. ডব্লিউ জুলফিকার, সিএসও (উঃপ্রজনন বিভাগ)	ব্রি, গাজীপুর	অস্পষ্ট
২২	ডঃ মহিউল হক, প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন কর্মকর্তা	ব্রি, গাজীপুর	অস্পষ্ট
২৩	ডঃ নূরুল হক চৌধুরী, পরিচালক (প্রঃ)		অস্পষ্ট
২৪	মোঃ আহছানুজ্জামান, জেনারেল ম্যানেজার	আফতাব বহুমূখী ফার্ম লিঃ	অস্পষ্ট
২৫	এফ.আর. মালিক, স্বত্বাধিকারী	মল্লিকা সীড কোং	অস্পষ্ট
২৬	মোঃ আজিজুল হক, প্রোডাকশন ম্যানেজার	ব্র্যাক	অস্পষ্ট
২৭	সুধীর চন্দ্র নাথ	ব্র্যাক	অস্পষ্ট
২৮	মোঃ রেজাউল করিম, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২৯	মুস্তাফিজুর রহমান, মহাপরিচালক (বীজ)	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
৩০	এম.এ. কাদের, অতিঃ সচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
৩১	ডঃ গোলাম [illegible] ফকির, পরিচালক, সীড প্যাথলজি বিভাগ	বাকৃবি	অস্পষ্ট
৩২	মোঃ হুমায়ু[illegible]বর, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ-২, বীজ উইং	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৭তম সভার কার্যবিবরণী

বিগত ২৪.৫.২০০১ তারিখ বেলা ৩-৩০ মিনিটে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৭তম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ডঃ শোয়েব আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থাপিত সদস্যদের ও আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ঙ' তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্র মোতাবেক আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের পূর্বে বিগত সভার (৪৬তম) কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তগুলো পড়ে শুনান। আলোচ্য সূচী অনুযায়ী চলতি সভার আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

আলোচ্যসূচী-১

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৬তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরনী নিশ্চিতকরণ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৬তম (বিশেষ) সভা বিগত ৬.১২.২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে গত ১১-১২-২০০০ তারিখে ৪৭৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যবর্গের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কারো কাছ থেকে কোন সংশোধনী বা কোন মতামত পাওয়া না যাওয়ায় ৪৬তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরনী নিশ্চিত করার অভিমত ব্যক্ত করা হলে তা নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচী-২

জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের প্যারেন্ট লাইন আমদানির আবেদন বিবেচনাকরণ ঃ

আগামী ২০০১-২০০২ বোরো মৌসুমে ২০০ থেকে ২৫০ মেঃ টন জিবি-৪ জাতের এফ-১ হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে ৪০০০ কেজি 'এ' লাইন এবং ৪০২ কেজি 'আর' লাইনের প্যারেন্ট বীজ আমদানির জন্য ব্র্যাক গত ২৩ এপ্রিল/২০০১ তারিখে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিকট একটি আবেদন করে। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে নথি উপস্থাপন করা হলে সভাপতি বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং এ বিষয়ে সভাপতি সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাগণের মতামত জানতে চান। এ পর্যায়ে পরিচালক, এসসিএ. জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের অনস্টেশন এবং অনফার্মে উৎপাদনের পরিমাণ সভাকে অবহিত করেন (অনস্টেশনে-৫.৭৮ মেঃ টন, অনফার্মে-৭.৬ মেঃ টন)। বিএআরসি'র নির্বাহী সভাপতি অনস্টেশন এবং অনফার্মে উৎপাদনের তারতম্যের বিশদ ব্যাখ্যা দেন। এ ছাড়া মহাপরিচালক, বিআরআরআই, ব্র্যাকের জিবি-৪ হাইব্রিড ধানবীজ আমদানির ব্যাপারে 'এ' লাইনের রেশিও ১ঃ১০ হয় এবং তা বেশী বলে মত প্রকাশ করেন। 'এ' এবং 'আর' লাইনের রেশিওটি ১ঃ৬ হলে যুক্তিযুক্ত হবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। ব্র্যাকের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, তাদের জিবি-৪ হাইব্রিড ধানবীজের উৎপাদনের ফলাফল ভাল। ভালুকা এবং শ্রীপুরে এ জাতের গড় ফলন হেক্টর ১৮.৯০ মেঃ টন পাওয়া গিয়েছে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। মহাপরিচালক, ডিএই হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদনের বিষয়ে Syncronizing এর গুরুত্ব বেশী বলে মত প্রকাশ করেন। প্রাইভেট সীড সেক্টরের প্রতিনিধিগণও ব্র্যাকের জিবি-৪ হাইব্রিড ধানবীজের প্যারেন্ট লাইন আমদানির পক্ষে মতামত প্রদান করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের মতামত জানার পর এবং বিস্তারিত আলোচনার পর জিবি-৪ হাইব্রিড ধানবীজের প্যারেন্ট লাইন আমদানির পক্ষে সকলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। আগামী বোরো মৌসুমে (২০০১-২০০২) আবাদের জন্য ব্র্যাককে জিবি-৪ জাতের ৪০০০ কেজি 'এ' লাইন এবং ৪০২ কেজি 'আর' লাইনের প্যারেন্ট বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া হলো (দায়িত্ব ঃ ব্র্যাক)।

২। আমদানিকৃত প্যারেন্ট বীজের প্ল্যান্ট কোয়ারেনটাইন সার্টিফিকেট থাকতে হবে (দায়িত্ব ঃ ব্র্যাক)।

আলোচ্যসূচী-৩

জিবি-৪ হাইব্রিড ধানবীজ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানির আবেদন বিবেচনাকরণ ঃ

জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের জাতটি ব্র্যাক গণচীন থেকে আমদানি করে। উক্ত জাতের ধানবীজ উৎপাদন ও আমদানির জন্য গত ২২.৩.২০০১ তারিখে ব্র্যাক, কৃষি সচিব বরাবরে একটি আবেদন করে এবং বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি অত্র সভায় উপস্থাপন করা হয়। ব্র্যাকের জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে সাময়িকভাবে এক বছরের জন্য ছাড় করা হয়েছিল।

১। জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের জাতটি ব্র্যাক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানি করতে পারবে না।

২। আগামী বোরো মৌসুমে (২০০০-২০০১ সালের) ব্র্যাক জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের স্থানীয়ভাবে ৩০ টন বীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বিপনন করতে পারবে।

৩। স্থানীয় ভাবে হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদনের নিমিত্তে ব্র্যাক সঠিক পরিমাণ প্যারেন্ট লাইন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে আমদানি করতে পারবে।

৪। জিবি-৪ হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন পরিকল্পনার সকল তথ্য ব্র্যাক কারিগরী কমিটির নিকট ও বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

উক্ত শর্ত হতে দেখা যায় যে, জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের জাতটি ব্র্যাক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানি করতে পারবে না এবং ২নং শর্ত হতে দেখা যায় যে, বোরো মৌসুমে (২০০০-২০০১) সালে ব্র্যাক জিবি-৪ হাইব্রিড ধানবীজ স্থানীয়ভাবে ৩০ টন উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বিপনন করতে পারবে।

চলতি বোরো মৌসুমে ব্র্যাক জিবি-৪ জাতের ৩০ মেঃ টন হাইব্রিড ধানবীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বিপণন করার কথা। মে/২০০১ মাসের পর বুঝা যাবে ব্র্যাক শর্তানুযায়ী স্থানীয়ভাবে কি পরিমাণ ধানবীজ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। সভায় উপস্থিত ব্র্যাকের প্রতিনিধির নিকট এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এ বছর ২৬ মেঃ টন ধানবীজ উৎপাদিত হয়েছে বলে তিনি সভাকে জানান। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ধানবীজ আমদানি করতে হলে কারিগরী কমিটির সুপারিশ এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন। ব্র্যাকের উক্ত জিবি-৪ হাইব্রিড জাতটির ছাড়করণের বিষয়ে কারিগরী কমিটির কোন প্রস্তাব বা সুপারিশ পাওয়া যায়নি। সে প্রেক্ষিতে বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। চলতি বোরো মৌসুমের (২০০০-২০০১) পারফরমেন্স রিপোর্টের ওপর কারিগরী কমিটির সুপারিশ পাওয়া গেলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে বলে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া পারফরমেন্স রিপোর্টের সাথে বীজের রোগবালাই ও পোকামাকড় আক্রমনের তীব্রতা কতটুকু তা দেখার প্রতিও সভাপতি গুরুত্ব আরোপ করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

১। চলতি বোরো মৌসুমে (২০০০-২০০১) ব্র্যাকের জিবি-৪ হাইব্রিড ধানবীজের উৎপাদনের পারফরমেনস্ পর্যালোচনা করতে হবে (দায়িত্ব ঃ কারিগরী কমিটি)।

২। পারফরমেন্স এর সাথে রোগবালাই ও পোকামাকড় আক্রমনের তীব্রতা যাচাই করতে হবে (দায়িত্ব ঃ কারিগরী কমিটি)।

আলোচ্যসূচী-৪

"বোরো হাইব্রিড জাত সমূহের মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন ও বর্তমান নিবন্ধন পদ্ধতি" শীর্ষক কর্মশালার সুপারিশ অনুমোদন সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির ৩৯তম সভার প্রস্তাব বিবেচনা করণ ঃ

বোরো হাইব্রিড জাত সমূহের বিষয়ে মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন ও বর্তমান নিবন্ধন পদ্ধতির উপর গত ৩০-১১-২০০০ তারিখ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির সদর দপ্তরে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়।

১। বোরো ও আমন মৌসুমে হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজ ও ট্রায়াল খরচ যথাক্রমে ১৫ নভেম্বর ও ১৫ মে এর মধ্যে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির নিকট পৌছাতে হবে।

২। বোরো মৌসুমে দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৯ এবং স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ব্রি ধান-২৮ ষ্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অনুরূপভাবে আমন মৌসুমেও ষ্টান্ডার্ড চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

৩। নোটিফাইড ফসলের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি (সংশোধিত) এর ৪ (গ) এ উল্লিখিত প্রত্যেক কোম্পানী অনধিক ২(দুই) টি জাত এক মৌসুমে মূল্যায়নের জন্য প্রস্তাব করতে পারবে' এর স্থলে প্রত্যেক কোম্পানী প্রতি মৌসুমে অনধিক একটি জাত মূল্যায়নের প্রস্তাব করতে পারবে' হবে।

৪। বর্তমানে অনুমোদিত পদ্ধতির ১২নং ক্রমিকের ৪নং কলামে 'কর্তনের তারিখ' এর স্থলে 'পরিপক্কতার দিন' হবে।

৫। বর্তমানে অনুমোদিত পদ্ধতির ১২নং ক্রমিকের ১২নং কলামে রেপ্লিকেশন ওয়াইজ (আর-১, আর-২, আর-৩) ফলন দিতে হবে।

৬। ময়মনসিংহ অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দলে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এ প্রধান কীটতত্ত্ব বিভাগ এবং প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ বা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দ সদস্য হিসেবে বহাল আছে। এখন থেকে উল্লিখিত সদস্য বৃন্দ ব্যতিরেকে ঐ অঞ্চলের জন্য বিনা এর ব্রিডিং, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব ও কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রধানগনকে মূল্যায়ন দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কারিগরী কমিটি উপর্যুক্ত সকল সুপারিশের সাথে ২নং সুপারিশ বোরো হাইব্রিডের ন্যায় আমন মৌসুমে হাইব্রিডের সাথে ষ্টান্ডার্ড চেক জাত হিসেবে ব্রি ধান-৩০ ও ব্রি ধান-৩১ এর ব্যবহারের প্রস্তাবসহ কর্মশালার সকল সুপারিশ সমূহ জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি সভায় বিশদ আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে সুপারিশমালার ৩নং সুপারিশে নোটিফাইড ফসলের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি (সংশোধিত) এর ৪(গ) এ উল্লিখিত "প্রত্যেক কোম্পানী অনধিক ২ (দুই) টি জাত এক মৌসুমে মূল্যায়নের জন্য প্রস্তাব করতে পারবে" এ পদ্ধতিটিই বলবৎ থাকবে বলে সর্বসম্মতিক্রমে মতামত পাওয়া যায়। এছাড়া আমন মৌসুমের হাইব্রিডের সাথে স্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হিসেবে ব্রিধান-৩০ ও ব্রিধান-৩১ এর ব্যবহারের স্থলে যে এলাকায় যে জাত উপযোগী হিসেবে বিবেচিত হবে সে জাত আমন হাইব্রিডের সাথে চেক জাত হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বলেও সভায় সকলের মতামত পাওয়া যায়।

এছাড়া কর্মশালার অন্যান্য সুপারিশ অনুমোদনের পক্ষে সকলে মতামত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

১। নোটিফাইড ফসলের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি (সংশোধিত) এর ৪ (গ) এ উল্লিখিত "প্রত্যেক কোম্পানী অনধিক২ (দুই)টি জাত এক মৌসুমে মূল্যায়নের জন্য প্রস্তাব করতে পারবে" এ পদ্ধতিটিই বলবৎ থাকবে (দায়িত্ব ঃ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী ও এসসিএ)।

২। আমন মৌসুমের হাইব্রিড ধানের সাথে যে এলাকায় যে জাত উপযোগী হিসেবে বিবেচিত হবে সে জাত চেক জাত হিসেবে ব্যবহৃত হবে (দায়িত্ব ঃ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী ও এসসিএ)।

৩। কর্মশালার অন্যান্য সুপারিশ অনুমোদিত হ'ল।

আলোচ্যসূচী-৫

নিয়ন্ত্রিত ফসলের (সরকারী পর্যায়ে) প্রত্যায়িত বীজের দৈবচয়নের ভিত্তিতে (At random Checking) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মান নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি সম্পর্কিত কারিগরী কমিটির ৩৯তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

কারিগরী কমিটির ৩৯তম সভায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী নিয়ন্ত্রিত ফসলের (সরকারি পর্যায়ে) প্রত্যায়িত বীজের দৈবচয়নের ভিত্তিতে (At random Checking) মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির খসড়া এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী যে পরিমাণ প্রত্যায়িত শ্রেণীর বীজ প্রত্যয়ন করতে পারবে না সে বীজ মানঘোষিত বীজ হিসেবে সরকারী/বেসরকারী সেক্টরে উৎপাদন করার বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছে। বিষয়টি সম্পর্কে সভায় বিশদ আলোচনা হয়। জাতীয় বীজ নীতিতে বীজ প্রত্যয়নের বিষয়টি স্বেচ্ছাভিত্তিক, সরকারি খাতের মৌল ও ভিত্তি বীজ নীতিগত কারণে প্রত্যয়ন করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। এসসিএ-এর বীজ প্রত্যয়নের ব্যাপারে কৃষক যেন হয়রানির স্বীকার না হয় এবং কোন অভিযোগ যেন না আসে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশ দেন। এসিআই লিঃ এর নির্বাহী পরিচালক সভাকে জানান যে, এসসিএ বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত বীজের প্রত্যয়ন করলে সকল দায় দায়িত্ব এসসিএ'কে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে "এসসিএ কর্তৃক বীজসমূহ প্রত্যায়িত" মর্মে সকল বীজ কোম্পানীকে লেবেল লাগিয়ে দিতে হবে বলে তিনি সভাকে জানান।

বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭ এর সেকশন-৯ এ উল্লেখ রয়েছে যে, Any person selling, keeping for sale, offering to sell, bartering or otherwise supplying any seed of any notified kind or variety may, if he desires to have such seed certified by the certification agency, apply to the cerification Agency for grant of certificate for the purpose. উল্লিখিত বীজ নীতি ও বীজ অধ্যাদেশের ধারার সাথে এসসিএ'র প্রস্তাবের কোন সংগতি নেই। সরকারি খাতের মৌল ও ভিত্তি ছাড়া অন্য যে কোন বীজ এসসিএ-কে প্রত্যয়ন করতে হলে জাতীয় বীজ নীতি ও বীজ অধ্যাদেশ-১৯৭৭ এর সংশোধনের প্রয়োজন হবে। এসসিএ কর্তৃক র‍্যান্ডম ভিত্তিতে মানঘোষিত বীজের মাঠ পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহের বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভার ১৩নং আলোচ্য সূচীতে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এসসিএ কর্তৃক বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত মানঘোষিত বীজের নমুনা শুধুমাত্র বাজার থেকে সংগ্রহ করবে এবং পরীক্ষান্তে যদি বীজের নমুনা খারাপ পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে গুদাম থেকে নমুনা সংগ্রহ করবে। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

১। বীজনীতি ও বীজ আইন, সংশোধনের পর এসসিএ সরকারি খাতের বীজ প্রত্যয়ন করতে পারবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)।

২। বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত মানঘোষিত বীজের ক্ষেত্রে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভার ১৩নং আলোচ্যসূচীর সিদ্ধান্তটি যথাঃ- (এসসিএ কর্তৃক বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত মানঘোষিত বীজের নমুনা শুধুমাত্র বাজার থেকে সংগ্রহ করবে এবং পরীক্ষান্তে যদি বীজের নমুনা বেশী খারাপ পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে গুদাম থেকে নমুনা সংগ্রহ করবে) বহাল থাকবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)।

আলোচ্যসূচী-৬

হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদনের কারিগরী তদারকী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আওতায় ন্যস্ত করন ঃ

অত্র আলোচ্য সূচীটি পরবর্তী সভায় পেশ করার জন্য সভাপতি নির্দেশ দেন। তাই এ বিষয়ে কোন আলোচনা না হওয়ায় কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

আলোচ্যসূচী-৭

সেন্টার ফর এগ্রিবিজনেস এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এর সভাপতিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিয়মিত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত বিবেচনাকরণ ঃ

সেন্টার ফর এগ্রিবিজনেস এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এর সভাপতিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিয়মিত সদস্য করার জন্য বোর্ডের সভাপতি ও সচিব কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর গত ০৪.০১.২০০০ তারিখে লিখিত একটি আবেদন জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় উপস্থাপন করা হলে এ মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, সেন্টার ফর এগ্রিবিজনেস এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এর সভাপতি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এবং এডাবের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

ইতোমধ্যে সেন্টার ফর এগ্রিবিজনেস এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এর পক্ষে এডাবের রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। এডাবের রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে যে, সেন্টার ফর এগ্রিবিজনেস এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট দেশের বিভিন্ন কৃষি অঞ্চলের বীজ ও মাঠ শস্য উৎপাদন ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, জয়েন্ট স্টক কোম্পানী সোসাইটিস এ্যক্টএ রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত এবং জাতীয় বীজ বোর্ডে বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধনভূক্ত। উন্নয়ন সহযোগী সদস্য হিসেবে সেন্টার ফর এগ্রিবিজনেস এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বীজ সেক্টরে বহুমুখী কর্মকান্ডে জড়িত বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। সভায় উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সকলে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সভাপতিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিয়মিত সদস্য করার পক্ষে মত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

সেন্টার ফর এগ্রিবিজনেস এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এর সভাপতিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিয়মিত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং)।

আলোচ্যসূচী-৮

সাময়িকভাবে ছাড়কৃত হাইব্রিড ধানবীজের উৎপাদন ও আমদানির সময়সীমা পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য সম্প্রসারণের বিষয় বিবেচনাকরণ ঃ

দেশে সাময়িকভাবে ছাড়কৃত ৪ (চার)টি জাতের হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদন ও আমদানির সময় সীমা পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার জন্য বাংলাদেশ সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন থেকে গত ২৮.০৩.২০০১ তারিখের একটি আবেদন পাওয়া গেছে। উক্ত আবেদনে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিগত ০৯.০৯.১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম (বিশেষ) সভায় ৪ (চার)টি শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে ৩ (তিন) বছরের জন্য নিম্নলিখিত ৪ (চার)টি বীজ কোম্পানীর অনুকূলে ৪ (চার)টি হাইব্রিড ধানের জাত ছাড় করা হয় ঃ

ক্রঃনং	কোম্পানীর নাম	জাতের নাম	উৎস
১।	এসিআই লিঃ	আলোক-৬২০১	ভারত
২।	মল্লিকা সীড কোঃ	সিএনএসজিসি-৬	গণচীন
৩।	ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ	লোকনাথ	ভারত
৪।	গেনজেস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন	অমরশ্রী-১	ভারত

শর্তাবলী

১। সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলো কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত পত্রে তাদের চাহিদা মোতাবেক আগামী বোরো মৌসুমে তারা সংশ্লিষ্ট জাতগুলোর যথাক্রমে ৮০০ মেঃ টন, ৮০০ মেঃ টন, ১০০ মেঃটন এবং ৫০০ মেঃ টন বীজ আমদানি ও বিক্রয় করতে পারবে;

২। জাতগুলোর জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ৪র্থ বৎসর থেকে এগুলো দেশে উৎপাদন করে বাজারজাত করতে হবে, অন্যথায় জাতগুলোর অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর অন্য কোন হাইব্রিড জাত অনুমোদন করা হবে না;

৩। সাময়িক অনুমোদন প্রাপ্ত জাতগুলো জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য ডিএই'র নিকট ১০০০ কেজি বীজ বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে এবং

৪। জাতগুলোর বীজ, মূল কোম্পানী এবং বাংলাদেশে বাজারজাতকারী কোম্পানীর যৌথ লেবেলে বিশেষ নিরাপত্তামূলক মোড়কে বিক্রয় করতে হবে।

শর্তমোতাবেক ২০০০ সালে ডিসেম্বর মাসে ৩ (তিন) বছর শেষ হয়ে গিয়েছে এবং ৪র্থ বছর থেকে স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বিপনন করার বিষয় ৪নং শর্তে উল্লেখ রয়েছে। জনাব মঈনুল হকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৯-২০০০ সনে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলো তাদের হাইব্রিড বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ইতোমধ্যে কারিগরী কমিটি হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও তদারকী করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটির একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন এসসিএ থেকে পাওয়া গেছে। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান বছরে মল্লিকা সীড কোম্পানী নকলা, শেরপুর, জামালপুর, কেশবপুর ও যশোরে ৬ (ছয়) একর জমিতে স্থানীয়ভাবে হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদনের কর্মসূচী নিয়েছে। এসিআই লিঃ এর কতিপয় স্থানে ট্রায়াল প্লট কর্মসূচী থাকলেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোন বীজ উৎপাদন কর্মসূচী নেই। এছাড়া ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ এবং গেনজেস

ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের কোন কর্মসূচী রিপোর্টে উল্লেখ নেই। উল্লিখিত বিষয়ে বিশদ আলোচনান্তে সভাপতি বিএআরসির নির্বাহী সভাপতি জনাব এম এ হামিদ মিয়ার নেতৃত্বে নিম্নোক্ত ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেন।

১।	জনাব এম এ হামিদ, নির্বাহী সভাপতি, বিএআরসি	আহ্বায়ক
২।	জনাব এম এনামুল হক, মহাপরিচালক, ডিএই	সদস্য
৩।	জনাব মুস্তাফিজুর রহমান, মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	ডঃ এন আই ভূইয়া, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বিআরআরআই	সদস্য
৫।	জনাব মনির উদ্দিন খান, পরিচালক, এসসিএ	সদস্য
৬।	ডঃ গোলাম আলী ফকির, পরিচালক, সীড প্যাথলজি ল্যাব, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
৭।	জনাব মোহাম্মদ মাসুম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুপ্রিম সীড কোম্পানী	সদস্য
৮।	জনাব এম আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর এগ্রিবিজনেস এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট	সদস্য

উক্ত কমিটিকে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সুপারিশ পেশ করতে বলা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। সাময়িকভাবে ছাড়কৃত ৪ (চার) টি (আলোক-৬২০১, সিএনএসজিসি-৬, লোকনাথ-৫০৩, অমরশ্রী-১) হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন ও আমদানির সময়সীমা বর্ধিত করার বিষয়টি ৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদান করবে (দায়িত্ব ঃ নির্বাহী সভাপতি, বিএআরসি)।

২। কমিটি সরকারি আদেশ জারি হওয়ার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে (দায়িত্ব ঃ নির্বাহী সভাপতি,বিএআরসি)।

আলোচ্যসূচী-৯

জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে কৃষক প্রতিনিধি মনোনয়ন ঃ

ডিএই দেশের ৬টি বিভাগ থেকে ৬জন কৃষক প্রতিনিধি মনোনয়ন করে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিল। প্রতিনিধিরা হলো রাজশাহী বিভাগ থেকে জনাব মোঃ শাহজাহান আলী (বাদশা), ঢাকা বিভাগ থেকে জনাব মোঃ শরিফ আলী, সিলেট বিভাগ থেকে জনাব মোঃ সৈদুর রহমান, চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে জনাব আনোয়ারুল ইসলাম (বায়োলজিস্ট), বরিশাল বিভাগ থেকে জনাব মোঃ আবদুল মান্নান ও খুলনা বিভাগ থেকে জনাব মোঃ ইউসুফ আলী।

উল্লিখিত ৬জন প্রতিনিধির সকলকে পর্যায়ক্রমে প্রতিবছর ২জন করে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগের প্রস্তাবিত ২ জন কৃষক প্রতিনিধি যথাক্রমে জনাব মোঃ শাহজাহান আলী (বাদশা) ও জনাব মোঃ আবদুল মান্নানকে কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে এক বছরের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য মনোনীত করা হয়েছিল। তাদের মেয়াদ গত ২০০০ সালে শেষ হয়ে গিয়েছে। এক্ষণে রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগ ব্যতীত অন্য ৪টি বিভাগের যে কোন ২ জন কৃষক প্রতিনিধিকে ২০০১ সালের জন্য মনোনয়ন দেয়ার জন্য ডিএইর মহাপরিচালককে অনুরোধ জানানো হলে তিনি ঢাকা বিভাগ থেকে জনাব মোঃ শরিফ আলী, গ্রাম-বড় শৌরুন্ডি, পোষ্ট-মত্ত, জেলা -মানিকগঞ্জ এবং খুলনা বিভাগ থেকে জনাব মোঃ ইউসুফ আলী গ্রাম- চুরামনকাঠি, পোষ্ট-যশোর, জেলা-যশোরকে মনোনীত করার পক্ষে মত দেন। ডিএইর মহাপরিচালকের প্রস্তাবে সকলে একমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

ঢাকা বিভাগ থেকে জনাব মোঃ শরিফ আলী, গ্রাম-বড় শৌরুন্ডি, পোষ্ট-মত্ত, জেলা মানিকগঞ্জ এবং খুলনা বিভাগ থেকে জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, গ্রাম-চুরামনকাঠি, পোষ্ট-যশোর, জেলা-যশোরকে ২০০১ সালের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যভুক্ত করা হলো (দায়িত্ব ঃ ডিএই)।

আলোচ্যসূচী-১০

বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার ডিলার এন্ড মার্চেন্ডস এসোসিয়েশনকে জাতীয় বীজ বোর্ডের এবং কারিগরী কমিটির সদস্যভুক্তকরণঃ

অত্র আলোচ্যসূচীটি পরবর্তী সভায় পেশ করার জন্য সভাপতি নির্দেশ দেন। তাই এ বিষয়ে কোন আলোচনা না হওয়ায় কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

আলোচ্যসূচী-১১

আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর অনুকূলে ছাড়কৃত আমন মৌসুমের হাইব্রিড জাতের সুগন্ধি ধানের বিষয়ে পোষ্ট ফেক্টো অনুমোদন ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৫তম (বিশেষ) সভায় আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর অনুকুলে আমন মৌসুমের একটি হাইব্রিড ধানের আইএএইচএস-১০০-০০১ (সুগন্ধি) জাত কতিপয় শর্তসাপেক্ষে সাময়িকভাবে ছাড় করা হয়। আফতাব বহুমূখী ফার্ম লিঃ গত ১৩.১১.২০০০ তারিখে সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড ও মহাপরিচালক (বীজ) এর নিকট একটি আবেদন করে। আবেদনে উল্লেখ করে যে, ২০০০-২০০২ সাল পর্যন্ত মেয়াদে সুগন্ধি হাইব্রিড জাতটি দেশের চাষাবাদের জন্য বীজ বোর্ডের গত ১৭.০৯.২০০০ তারিখের সভায় সাময়িকভাবে ছাড়করা হলেও ইতোমধ্যে ২০০০ সালে আমন মৌসুম অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানী ২০০০ থেকে ২০০২ এর পরিবর্তে ২০০১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারণের অনুরোধ জানায়। এছাড়া ডিএই'র নিকট বিনা মূল্যে ১,০০০ কেজি বীজ সরবরাহের শর্ত ছিল এবং এর স্থলে ১০০ থেকে ১৫০ কেজি নির্ধাররেন জন্য অনুরোধ জানায়।

এব্যাপারে সচিব মহোদয়ের নিকট নথি উপস্থাপন করা হলে ২০০০ থেকে ২০০২ সালের পরিবর্তে ২০০১-২০০৩ সাল পর্যন্ত আমন ধান উৎপাদনের মেয়াদ এবং ডিএই'র নিকট বিনা মূল্যে ১০০০ কেজি বীজ সরবরাহের স্থলে ৫০০ কেজি বীজ সরবরাহের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তিনি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় পোষ্ট ফেক্টো অনুমোদন গ্রহণের নির্দেশ দেন।

বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হলে তা অনুমোদিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

২০০০ থেকে ২০০২ সালের পরিবর্তে ২০০১-২০০৩ সাল পর্যন্ত আমন বীজ উৎপাদনের মেয়াদ এবং ১০০০ কেজি বীজের পরিবর্তে ৫০০ কেজি বীজ ডিএইর নিকট বিনামূল্যে সরবরাহ করার বিষয়ে পোষ্ট ফেক্টো অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচনায় অন্য কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

(ডঃ শোয়েব আহমেদ)
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
ভারপ্রাপ্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–ঙ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৭তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

স্থান ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

সময় ঃ বিকাল ৩-৩০ মিনিট

(স্বাক্ষরের ক্রম অনুসারে)

ক্রমনং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	স্বাক্ষর
১	এম. এনামুল হক, ডিজি	ডিএই	অস্পষ্ট
২	মুঃ গোলাম আলী ফকির, পরিচালক, সীড প্যাথলজি বিভাগ	বাকৃবি	অস্পষ্ট
৩	মোঃ মোখলেছুর রহমান, সদস্য পরিচালক	বিএডিসি	অস্পষ্ট
৪	এম.এ. রাজ্জাক, মহাপরিচালক	বিএআরআই	অস্পষ্ট
৫	ডঃ আতাউর রহমান, পরিচালক (প্রশাসন)	বিনা	অস্পষ্ট
৬	মনির উদ্দিন খান, পরিচালক	এসসিএ	অস্পষ্ট
৭	মুঃ আবু ঈসা, প্রকল্প পরিচালক (বীজ)	ডিএই	অস্পষ্ট
৮	মালিক এ.এস. সায়েম, জেনারেল ম্যানেজার	ব্র্যাক	অস্পষ্ট
৯	মোঃ আমিরুল আলম		অস্পষ্ট
১০	মোঃ আজিজুল হক, পরিচালক	ব্র্যাক	এসসিএ
১১	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, প্রধান, জিআরএস বিভাগ	বিএআরআই	অস্পষ্ট
১২	ডঃ মহিউল হক, প্রধান (উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ)	বিআরআরআই, গাজীপুর	অস্পষ্ট
১৩	ডঃ নূরুল ইসলাম ভূইয়া, মহাপরিচালক	ব্রি	অস্পষ্ট
১৪	ড়ঃ এ.কে. পাটোয়ারী, প্রফেসর	বাকৃবি, ময়মনসিংহ	অস্পষ্ট
১৫	টুকু আব্দুর রহমান, সভাপতি	সীড ডিলার এসোসিয়েশন	অস্পষ্ট
১৬	আবদুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক	সীডম্যান্স সোসাইটি	অস্পষ্ট
১৭	এম. আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান	সেন্টার ফর এগ্রিঃ কমিঃ ডেভেঃ	অস্পষ্ট
১৮	আনোয়ারুল হক, সভাপতি	সীড গ্রোয়ার এসোসিয়েশন	অস্পষ্ট
১৯	ডঃ এফ.এইচ. আনসার, নির্বাহী পরিচালক	এসিআই লিঃ	অস্পষ্ট
২০	এফ.আর. মালিক, স্বত্বাধিকারী	মল্লিকা সীড কোং	অস্পষ্ট
২১	সিরাজ এ. চৌধুরী, চেয়ারম্যান	ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ	অস্পষ্ট
২২	মোঃ ফাইজুর রহমান চৌধুরী, পরিচালক, প্লান্ট প্রোটেকশন উইং	ডিএই	অস্পষ্ট
২৩	মোঃ শাহজাহান আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক	এলাইড এগ্রোঃ ইন্ডাস্ট্রিজ	অস্পষ্ট
২৪	মোঃ রেজাউল করিম,	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২৫	এম.এ. হামিদ মিয়া, প্রধান নির্বাহী	বিএআরসি	অস্পষ্ট
২৬	মোঃ শফিকুল ইসলাম, সীড টেকনোলজিস্ট	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২৭	মুসলেহউদ্দিন ফারুক, সিনিয়র কোয়ারেন্টাইন প্যাথলজিস্ট	ডিএই	অস্পষ্ট
২৮	মুজিবুর রহমান	মল্লিকা সীড কোং	অস্পষ্ট
২৯	মোঃ আহসানুজ্জামান, জেনারেল ম্যানেজার	মল্লিকা সীড কোং	অস্পষ্ট
৩০	এম.এ. রশিদ, এডিশনাল চীফ	বিএসআরআই	অস্পষ্ট
৩১	সুধীর চন্দ্র নাথ,জেনারেল ম্যানেজার	সীড প্রোডাকশন, ব্র্যাক	অস্পষ্ট
৩২	মোঃ হায়দার আলী, প্রধান বীজ প্রত্যয়ন অফিসার	এসসিএ, গাজীপুর	অস্পষ্ট
৩৩	রফিকুল হায়দার, উপ-পরিচালক	তুলা গবেষনা কেন্দ্র	অস্পষ্ট
৩৪	আবদুর রহিম হাওলাদার, কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার	এসসিএ, গাজীপুর	অস্পষ্ট
৩৫	মোঃ জালাল উদ্দিন, ম্যানেজার, সীড প্রসেসিং	বিএডিসি	অস্পষ্ট
৩৬	মোঃ হুমায়ুন কবির, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
৩৭	এবিএম আব্দুল লতিফ, চেয়ারম্যান	বিএডিসি	অস্পষ্ট

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৮তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

বিগত ০৮-০৭-২০০১ তারিখ সকাল ১০-৩০ মিনিটে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ডঃ শোয়েব আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যদের ও আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা পরিশিষ্ট 'চ' তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্র মোতাবেক আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের সদস্য সচিবকে অনুরোধ করেন। তিনি আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিষয় সমূহ উপস্থাপন করেন:

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৭তম সভা বিগত ২৪-০৫-২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে ০৬-০৬-২০০১ তারিখে ৪৯৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যবর্গের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীতে শুধু ২নং আলোচ্য সূচীর জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের প্যারেন্ট লাইন আমদানির আবেদন বিবেচনাকরণ বিষয়ের আলোচনা অংশে ভালুকা এবং শ্রীপুরে এ জাতের বীজ উৎপাদনের গড় ফলন হেক্টরে ১৮.৯০ মেঃটন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এর স্থলে গড় ফলন হেক্টরে ১৮.৯০ মেঃটন না হয়ে ১৮.৯০ হেক্টরে ২৬ মেঃটন বীজ হবে বলে বিআরআরআই এর মহাপরিচালক সভায় মৌখিকভাবে জানান। এছাড়া আর কোন মতামত বা সংশোধনী পাওয়া না যাওয়ায় ৪৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার অভিমত ব্যক্ত করা হলে তা নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচী-১

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধানের জাত আইআর-৬৯৬৯০ ব্রি হাইব্রিড ধান-১ হিসেবে যশোর বরিশাল অঞ্চলে উৎপাদনের বিষয়ে কারিগরী কমিটির ৪০তম (বিশেষ) সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ ঃ

আইআর-৬৯৬৯০ হাইব্রিড ধানের জাতটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি জাত। উক্ত জাতটি পর্যালোচনা ও ছাড়করণের বিষয়ে গত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৬তম (বিশেষ) সভায় উপস্থাপন করা হলে এ মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট চলতি বোরো মৌসুমে (২০০০-২০০১) আইআর-৬৯৬৯০ হাইব্রিড এর কৌলিক সারিটি দেশের ২০টি এলাকায় পাইলট প্রোডাকশন টেস্ট স্থাপন করবে। সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাইলট প্রোডাকশন টেস্ট স্থাপন করে এবং তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে। উক্ত মূল্যায়ন কমিটিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণকে আহবায়ক ও আঞ্চলিক বহিরাংগন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে সদস্য-সচিব এবং ব্রি-এর মনোনীত প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উক্ত মূল্যায়ন কমিটি আইআর-৬৯৬৯০ এর মাঠ পর্যায়ের অধিকাংশ জায়গায় গুনাগুণের বিশ্লেষনের ভিত্তিতে ইতিবাচক মতামত দিয়েছে। এ জাতের ফলন সর্বনিম্ন ৫.৩২ টন, সর্বোচ্চ ৯.৫৬ টন প্রতি হেক্টরে পাওয়া গিয়েছে। জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত বোরো মৌসুমে উক্ত হাইব্রিড জাতটি ২৫টি জায়গায় আবাদ করা হয়েছে। আবাদকৃত ২৫টি জায়গাতে মূল্যায়নের ভিত্তিতে ১৯টি জায়গাতে নিবন্ধনের জন্য মাঠ মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশ করেছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় একমাত্র যশোর ও বরিশাল অঞ্চলের সবগুলো জায়গাতে ফলনের মাত্রা তুলনামুলকভাবে বেশি। উক্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে কারিগরী কমিটি বিষয়টি ৪০তম (বিশেষ) সভায় পর্যালোচনা করে এবং ব্রি'র উদ্ভাবিত আইআর-৬৯৬৯০ ব্রি হাইব্রিড ধান-১ হিসেবে জাতটি যশোর ও বরিশাল অঞ্চলে উৎপাদনের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করে।

উল্লিখিত বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক) ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধানের জাতটিকে ব্রি হাইব্রিড ধান-১ নামে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের বরিশাল ও যশোর অঞ্চলের জন্য ৩ বছরের জন্য ছাড় করা হলো এবং ক্রমান্বয়ে এজাতটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষাবাদ করতে হবে। (দায়িত্ব ঃ ব্রি, বিএডিসি ও ডিএই)।

খ) স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ধানের নুতন জাত উদ্ভাবন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ ব্রি)।

আলোচ্যসূচী-২

হাইব্রিড ধান বীজের উৎপাদন ও আমদানির সময়সীমা বর্ধিতকরণ সম্পর্কে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৭তম সভায় গঠিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনাকরণ ঃ

দেশে সাময়িকভাবে ছাড়কৃত ৪টি জাতের হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদন ও আমদানির সময়সীমা ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হওয়ায় পরবর্তী ৫বছর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার জন্য বাংলাদেশ সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন গত ২৮-০৩-২০০১ তারিখে একটি আবেদন দাখিল করে। উক্ত আবেদনে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। বিগত ০৯-০৯-১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম (বিশেষ) সভায় ৪টি শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে ৩ বছরের জন্য নিম্নলিখিত ৪টি বীজ কোম্পানীর অনুকূলে ৪টি হাইব্রিড ধানের জাত ছাড় করা হয়।

ক্রমিক	জাতের নাম	পরিমাণ (টনে)	কোম্পানীর নাম	আমদানীকৃত দেশ
১।	আলোক-৬২০১	৮০০	এসিআই লিঃ	ভারত
২।	লোকনাথ-৫০৩	১০০	ম্যাকডোনাল্ড বাঃপ্রাঃলিঃ	ভারত
৩।	সিএনএসজিসি-৬	৮০০	মল্লিকা সীড কোঃ	চীন
৪।	অমরশ্রী-১	৫০০	গেনজেস ডেভোঃ কর্পোঃ	ভারত

শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

১। সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলো কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত পত্রে তাদের চাহিদা মোতাবেক আগামী বোরো মৌসুমে তারা সংশ্লিষ্ট জাতগুলোর যথাক্রমে ৮০০ মেঃ টন, ১০০ মেঃ টন, ৮০০ মেঃ টন ও ৫০০ মেঃ টন বীজ আমদানি ও বিক্রয় করতে পারবে;

২। জাতগুলোর জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন পূর্বক ৪র্থ বছর থেকে এগুলো দেশে উৎপাদন করে বাজারজাত করতে হবে, অন্যথায় জাতগুলোর অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর অন্য কোন হাইব্রিড জাত অনুমোদন করা হবে না।

৩। সাময়িক অনুমোদন প্রাপ্ত জাতগুলোর জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য ডিএইর নিকট ১০০০ কেজি বীজ বীনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে;

৪। জাতগুলোর বীজ, মূল কোম্পানী এবং বাংলাদেশে বাজারজাতকারী কোম্পানীর যৌথ লেবেলে বিশেষ নিরাপত্তামূলক মোড়কে বিক্রি করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত ৪টি কোম্পানীর হাইব্রিড ধানবীজ আমদানি/উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করার জন্য বিএআরসি এর নির্বাহী চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৭তম সভায় গঠন করা হয়। টিমের প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, মল্লিকা সীড কোম্পানী ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ এ পরীক্ষামূলক ভাবে কিছু বীজ উৎপাদন করে। ২০০০-২০০১ সালে জামালপুর সদর, শেরপুর এর নখলা, যশোহরের কেশবপুর এবং রংপুরে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে। উৎপাদিত বীজের একর প্রতি গড় ফলন ছিল ২০০ কেজি। ম্যাকডোনাল্ড প্রাইভেট লিঃ ১৯৯৮-৯৯ সালে ৭.৫০ একর, ১৯৯৯-২০০০ সালে ২.১৫ একর জমিতে

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করে। তৃতীয় বছরে কোম্পানী বীজ উৎপাদনে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করে নি। এসিআই লিঃ ১৯৯৯-২০০০ সালে দিনাজপুরের বীরামপুরে ৩০ একর ও কিশোরগঞ্জে ৭০ একর জমিতে বীজ উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। যার গড় ফলন ছিল প্রতি একরে ৪০০ কেজি। কিন্তু ১৯৯৮-৮৯ এবং ২০০০-২০০১ সনে তারা বীজ উৎপাদনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। এছাড়া গেনজেস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ১৯৯৮-৯৯ সালে ৩ একর জমিতে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৯৯-২০০০ সনে ২৭ একর জমিতে বীজ উৎপাদন করে। ২০০০-২০০১ সনে তাদের কোন উৎপাদন কার্যক্রম নেই।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, বিভিন্ন কোম্পানী হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। কোন কোম্পানী কারিগরী পর্যায়ে রয়েছে। আবার কোন কোম্পানী যৌথ বিনিয়োগ করার বিষয়েও চিন্তাভাবনা করছে। তাছাড়া বীজ উৎপাদন এবং বীজ বিপনন কার্যক্রম এক সাথে হওয়া প্রয়োজন বলে কমিটির সদস্যবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেন। এসকল প্রেক্ষাপট এবং ২০০১ সন থেকে আরও ৫ বছরের জন্য উল্লিখিত জাতের হাইব্রিড ধানের বীজ আমদানি ও উৎপাদনের আবেদন বিবেচনা করে কমিটির সদস্যবৃন্দ উল্লিখিত ৪টি বীজ কোম্পানীকে হাইব্রিড বীজ আমদানি ও উৎপাদনের জন্য ৫ বছরের স্থলে আরও ৩ বছরের সময় সীমা বর্ধিতকরণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তবে যে সকল কোম্পানী এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে, তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উৎসাহিত করা প্রয়োজন বলে জানানো হয়।

উক্ত কমিটি নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করে ঃ

১। অনুমোদন প্রাপ্ত ৪টি বীজ কোম্পানীর হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদন ও আমদানির সময়সীমা প্রতি বছর পর্যালোচনা সাপেক্ষে আরও ৩ বছরের জন্য বর্ধিত করা যেতে পারে। তবে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রতি বছর এই পর্যালোচনার আয়োজন করবে এবং তাদের কাজের অগ্রগতি জাতীয় বীজ বোর্ডকে অবহিত করবে।

২। অনুমোদিত ৪টি কোম্পানী হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের পরিকল্পনাসহ আমদানির চাহিদা উল্লেখপূর্বক কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং-এ দরখাস্ত করবে। কোম্পানীগুলো তাদের বীজ উৎপাদনের উদ্যোগ ও সফলতার উপর ভিত্তি করে বীজ আমদানির অনুমোদন পাবে। মাঠ পর্যায়ে বিপণনের জন্য কি পরিমাণ বীজ আমদানি করা প্রয়োজন তা জাতীয় বীজ বোর্ড নির্ধারণ করবে। এই আমদানির মোট পরিমানের বৃহত্তম অংশ পাবে ঐ কোম্পানী যে/যারা সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বীজ উৎপাদনে সক্রিয় রয়েছে সে পরিমাণ বীজ আমদানি করার জন্য চারটি কোম্পানী আবেদন করবে ঐ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে তার বেশী বীজ আমদানি করার অনুমতি দেয়া হবে না।

উল্লিখিত সুপারিশগুলোর ওপর আলোচনা করতে গিয়ে পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই বলেন শর্ত অনুযায়ী ৪র্থ বছর থেকে বীজ উৎপাদনের কথা থাকলেও সফল বীজ উৎপাদন হয়নি। সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, হাইব্রিড বীজ উৎপাদনে গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। শুরুতে হাইব্রিড এর ব্যাপারে ৩ বছরের মেয়াদ যথেষ্ট ছিল না। Synchronizing পদ্ধতিটা খুব শক্ত ব্যাপার। আমদানির ব্যাপারে কমিটির সুপারিশ যে পুংখানুপুংখোভাবে মানতে হবে তা নয়। প্রয়োজনে রিভিউ হতে পারে এবং কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে পারে বলে তিনি সভাকে জানান। এপর্যায়ে ডঃ গোলাম আলী ফকির অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রাইভেট সেক্টর নিজস্বভাবে হাইব্রিড কর্মকান্ড চালাতে পারবে না। তাদেরকে বিশেষ করে বিআরআরআই এর সাহায্য নিতে হবে। ঢালাও ভাবে আমদানি ও বিক্রি করার অনুমতি দেয়া ঠিক হবে না। তাতে দেশে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আগমন ঘটতে পারে। এজন্য প্লান্ট কোয়ারেন্টাইনকে শক্তিশালীভাবে গড়ে তুলতে হবে।

নির্বাহী পরিচালক, ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ সভাকে জানান যে, প্যাথাজেন টেস্ট সংক্রান্ত সার্টিফিকেট রপ্তানিকারক দেশ দিয়ে থাকে। প্রাইভেট সেক্টরকে টেকনোলজি ট্রেনেসফার করতে হবে এবং চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে। তাছাড়া প্রাইভেট সেক্টর ব্যতীত হাইব্রিড কর্মকান্ড মাঠ পর্যায়ে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। নির্বাহী পরিচালক, এসিআই লিঃ

সভাকে জানান যে, গবেষণা ও উন্নয়নে তারা পিছিয়ে নেই এবং আমদানি ও বিক্রির চেয়ে গবেষণা এবং উন্নয়ন কাজে তারাও অনেক বেশী বিনিয়োগ করেন। ডঃ গোলাম আলী ফকির, সভাকে জানান যে, আমদানীকৃত হাইব্রিড বীজ এর ব্যাপারে Seed Health test এর জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Seed Pathology Laboratory সাহায্যে নেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে এসিএকে উদ্যোগ নিতে হবে। তাছাড়া এসসিএ ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এবং বিআরআরআই এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে আমদানীকৃত হাইব্রিড ধানবীজের পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের তীব্রতা যাচাই করতে পারে। বিশেষ করে বিআরআরআই ব্রি'র বিজ্ঞানীগণ এ ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা করতে পারেন বলে তিনি জানান। মহাপরিচারক, বিআআরআই সভাকে জানান যে, ব্রি'র বিজ্ঞানীগণ সকল সময়ে সহযোগীতা করতে গেলে ব্রি'র নিয়মিত কর্মসূচী ব্যাহত হবে। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্রি'র বিজ্ঞানীগণ সাহায্য সহযোগীতা করতে পারবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

এ পর্যায়ে সভাপতি অবহিত করেন যে, মাননীয় মন্ত্রী হাইব্রিড ধানবীজের সার্বিক অবস্থা ০৯-০৭-২০০১ ও ১০-০৭-২০০১ তারিখ পর্যালোচনা করার জন্য সভা করবেন। তিনি আরোও অবহিত করেন যে, উক্ত সভায় প্রাথমিকভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত ৪টি বীজ কোম্পানীর হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি/উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয় এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৭তম সভায় সাময়িকভাবে ছাড়কৃত হাইব্রিড ধানের বীজের উৎপাদন ও আমদানির সময়সীমা পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য বর্ধিত করার বিষয়টি সম্পর্কে বিএআরসির নির্বাহী সভাপতির নেতৃত্বে ৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত দিবেন বলে মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন। তাই এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

১। অনুমোদন প্রাপ্ত ৪টি বীজ কোম্পানীর (এসিআই লিঃ, ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ, মল্লিকা সীড কোম্পানী কোঃ, গেনজেস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন) হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদন ও আমদানির সময়সীমা প্রতিবছর সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলোর পারফমেন্স পর্যালোচনা সাপেক্ষে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

২। এই আমদানির মোট পরিমাণের বৃহত্তম অংশ পরে ঐ কোম্পানী যে/যারা সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বীজ উৎপাদনে সক্রিয় আছে। (দায়িত্ব ঃ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী ও বীজ উইং)।

৩। আমদানীকৃত হাইব্রিড ধানবীজ এর গুনাগুন এবং রোগবালাই, পোকামাকড়ের আক্রমণের তীব্রতা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ব্যাপারে এসসিএ. ব্রি ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং ডিএই যৌথ সমন্বয়ে কাজ করতে হবে। (দায়িত্ব ঃ এসসিএ, ব্রি ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং)।

৪। প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন কর্মকান্ড আরোও শক্তিশালী ও জোরদার করতে হবে (দায়িত্ব ঃ প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন উইং ডিএই)।

৫। আমদানিকৃত হাইব্রিড ধান বীজের সীড হেলথ টেস্ট করার জন্য সীড প্যাথলজি ল্যাবরেটরী সাহায্য করবে (দায়িত্বঃ এসসিএ, পরিচালক, সীড প্যাথলজি ল্যাব)।

আলোচনা অন্য কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সভার সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

(ডঃ শোয়েব আহমেদ)
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
ভারপ্রাপ্ত সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৮তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

স্থান ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ সময় ঃ সকাল ১০-৩০ মিনিট

তারিখ ঃ ০৮/০৭/২০০১ (স্বাক্ষরের ক্রম অনুসারে)

ক্রঃনং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	স্বাক্ষর
১	এম.এ. হামিদ মিয়া, নির্বাহী চেয়ারম্যান	বিএআরসি	অস্পষ্ট
২	মোঃ মোখলেছুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সদস্য পরিচালক	বিএডিসি	অস্পষ্ট
৩	এএফএম হাবিবুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক (বীজ)	বিএডিসি	অস্পষ্ট
৪	মনির উদ্দিন খান, পরিচালক	এসসিএ	অস্পষ্ট
৫	নূরুল ইসলাম ভূইয়া,.মহাপরিচালক	ব্রি	অস্পষ্ট
৬	ডঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম, পরিচালক (গবেষণা)	বিএআরআই	অস্পষ্ট
৭	ডঃ এস.এম. ইলিয়াস, মহাপরিচালক	বিজেআরসি	অস্পষ্ট
৮	আবদুস সাত্তার, পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং	ডিএই	অস্পষ্ট
৯	মোসলেহ উদ্দিন ফারুক, সিনিয়র কোয়ারেন্টাইন রোগতত্ত্ববিদ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং	ডিএই	অস্পষ্ট
১০	রফিকুল হায়দার, উপ-পরিচালক	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	অস্পষ্ট
১১	ড. এ.কে. পাটোয়ারী, প্রফেসর	বিএইউ	অস্পষ্ট
১২	মোঃ আজাদ, সদস্য	বিএডিসি	অস্পষ্ট
১৩	আনোয়ারুল হক, সভাপতি	বাংলাদেশ বীজ উৎপাদন সমিতি	অস্পষ্ট
১৪	আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক	সীডম্যান সোসাইটি বাংলাদেশ	অস্পষ্ট
১৫	ফা.হ. আপসারী	এসিআই লিঃ	অস্পষ্ট
১৬	সিরাজ আহমেদ চৌধুরী	বিএসএমএ	অস্পষ্ট
১৭	মজিবুর রহমান	মল্লিকা সীড কোং লিঃ	অস্পষ্ট
১৮	এফ.আর. মালিক, স্বত্বাধিকারী	বাংলাদেশ সীড মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশন	অস্পষ্ট
১৯	এ.ডব্লিউ. জুলফিকার, সিএসও	ব্রি	অস্পষ্ট
২০	মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহকারী বীজ তত্ত্ববিদ	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২১	মোঃ রেজাউল করিম	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২২	মোহাম্মদ গোলাম আলী ফকির, পরিচালক, সীড প্যাথলজি বিভাগ	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	অস্পষ্ট
২৩	মোঃ নজরুল ইসলাম	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২৪	এম. এনামুল হক, ডিজি	ডিএই	অস্পষ্ট
২৫	আবদুর রহিম হাওলাদার, মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা	এসসিএ	অস্পষ্ট
২৬	এম. আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান	বিএডিসি	অস্পষ্ট
২৭	মোঃ হুমায়ুন কবির, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং	কৃষিমন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৯তম সভার কার্যবিবরণী

বিগত ১২-০৯-২০০১ ইং তারিখে সকাল ১১.০০টায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৯তম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আইয়ুব কাদরী সভায় সভাপতিত্ব করেন।

উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ছ' তে দেখানো হলো।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। কার্যপত্রের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী মহাপরিচালক (বীজ) সভার কাজ শুরু করেন।

আলোচ্যসূচী-১

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৮তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৮তম (বিশেষ) সভা বিগত ০৮-০৭-২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সকল সদস্যের নিকট পাঠানো হয়। কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে কারো কাছ থেকে কোন সংশোধনী পাওয়া যায়নি বলে মহাপরিচালক (বীজ) সভাকে অবহিত করেন। মহাপরিচালক, ডিএই, বিগত সভার ১নং আলোচ্য সূচীর সিদ্ধান্তের উপর সংশোধনের প্রস্তাব করলে সভাপতি তাতে দ্বিমত পোষণ করেন। সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বিগত সভার কার্যবিবরণীর কোন স্থানে রেকর্ডিং ভুল থাকলে তা সংশোধন করা যেতে পারে কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যায় না। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হলে তা এজেন্ডা আকারে আনতে হবে। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৮তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৮তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি ঃ

বিগত ০৮-০৭-২০০১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৮তম (বিশেষ) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি আলোচনাকালে দেখা যায় ১নং সিদ্ধান্তের (ক) এ মর্মে উল্লেখ রয়েছে যে, ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধানের জাতটিকে ব্রি হাইব্রিড ধান-১ নামে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের বরিশাল ও যশোর অঞ্চলের জন্য ৩ বছর মেয়াদে ছাড় করা হলো এবং ক্রমান্বয়ে এ জাতটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষাবাদ করতে হবে। উক্ত সিদ্ধান্তের উপর মহাপরিচালক, বিআরআরআই সভাকে অবহিত করেন যে, যেহেতু ব্রি'র হাইব্রিড জাতটি ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত নয় সেহেতু ব্রি হাইব্রিড ধান-১ এর সময় সীমা ৩ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন হবে না। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর ব্রি'র উদ্ভাবিত ব্রি-হাইব্রিড ধান-১ এর কোন সময়সীমা না রাখার বিষয়ে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন। এছাড়া (খ) সিদ্ধান্তে এ মর্মে উল্লেখ রয়েছে যে, স্বল্প জীবন কাল সম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ধানের নতুন জাত উদ্ভাবন করতে

হবে (দায়িত্ব ঃ ব্রি)। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে মহাপরিচালক, বিআরআরআই সভাকে অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যে স্বল্প জীবন কাল সম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবনের বিষয়ে ব্রি প্রয়োজনীয় কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এপর্যায়ে মহাপরিচালক, ডিএই সভাকে জানান যে, স্বল্প জীবন কাল সম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাত উদ্ভাবনের বিষয়ে শুধু ব্রি-কে দায়িত্ব না দিয়ে বিনা এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) কেও সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। উক্ত বিষয়ে বিশদ আলোচনার পর সভাপতি প্রস্তাবে সম্মতি দেন। এছাড়া আমদানিকৃত হাইব্রিড ধানের জাত ছাড়করণের বিষয়ে আলোচনাকালে সভাপতি সভায় উপস্থিত সদস্যদের কাছ থেকে মতামত জানতে চান যে, আমদানিকৃত হাইব্রিড ধানের বেলায় ছাড়করণ হবে নাকি নিবন্ধন হবে। এ প্রসঙ্গে পরিচালক, এসসিএ সভাকে জানান যে, হাইব্রিড ধানের জাত ছাড়করনের বিষয়ে একটি পদ্ধতি ইতোপূর্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। তাতে নিবন্ধনের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

আলোচ্যসূচী-২ এর ২(৩) সিদ্ধান্তের উপর আলোচনা কালে আমদানিকৃত হাইব্রিড ধানবীজের গুনাগুন এবং রোগবালাই পোকামাকড়ের আক্রমণের তীব্রতা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ব্যাপারে এসসিএ, ব্রি, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই-এর যৌথ সমন্বয়ে কাজ করতে হবে। কাজটি করার দায়িত্ব এসসিএ, ব্রি ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং কে দেয়া হয়। এসসিএ'র প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে এখানে কোন লিডিং এজেন্সী নাই ফলে কার নেতৃত্বে কাজটি হবে, এই সিদ্ধান্ত না থাকায় কাজটি করা সম্ভব হয়নি। সভায় বিষয়টি আলোচনা শেষে এসসিএ'র নেতৃত্বে উল্লেখিত সংস্থাগুলো নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে কাজটি বাস্তবায়নের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। আলোচ্য সূচী-২ এর ২(৪) এর সিদ্ধান্তটি ছিল প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন কর্মকান্ড আরও শক্তিশালী ও জোরদার করতে হবে। এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং জানান যে, আমদানিকৃত কৃষিজাত পণ্যের সাথে যাতে বিদেশ থেকে ধ্বংসাত্বক পোকা মাকড় ও রোগবালাই দেশে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ডিএই এর Plant Quarantine উইংকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এজন্য ডিএই এর উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর প্রকল্প সহায়তা প্রয়োজন। এছাড়া আলোচ্য সূচী-২ এর ২(৫) সিদ্ধান্ত হাইব্রিড ধানবীজের সীড হেলথ টেস্ট করার জন্য সীড টেস্টিং ল্যাবরেটরী সাহায্য করবে এর স্থলে সীড প্যাথোলজি ল্যাবরেটরী সাহায্য করবে শব্দটি প্রতিস্থাপিত হবে। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের সময় কোন সময় সীমা বেঁধে দেয়া হবে না (দায়িত্ব ঃ এনএসবি)।

খ) স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন উচ্চফলনশীল হাইব্রিড ধানের নতুন জাত উদ্ভাবনে ব্রি, বিনা ও বাকৃবি সম্পৃক্ত থাকবে (দায়িত্ব ঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান)।

গ) আমদানিকৃত হাইব্রিড ধানবীজের গুনাগুন এবং রোগবালাই পোকামাকড়ের আক্রমনের তীব্রতা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ব্যাপারে এসসিএ, ব্রি, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং ও ডিএই-এর সমন্বয়ে এসসিএ এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)।

ঘ) দাতাগোষ্ঠির সহায়তায় প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন শক্তিশালীকরণ নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে (দায়িত্ব ঃ উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই)।

আলোচ্যসূচী-৩

বোরো (২০০০-২০০১) মৌসুমে আফতাব বহুমুখী ফার্ম কর্তৃক ট্রায়ালকৃত জেডএফ-৩১ (কোড নং-এইচ-০৩৬) হাইব্রিড জাতটি নিবন্ধনের জন্য কারিগরী কমিটির ৪১তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ ঃ

গত বোরো মৌসুমে আফতাব বহুমুখী ফার্মের জেডএফ-৩১ (কোড নং-এইচ-০৩৬) হাইব্রিড ধানের জাতটি দেশের অনস্টেশনে ৬টি অঞ্চলে (রাজশাহী, রংপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও যশোর) এবং অনফার্মেও অনুরূপ ৬টি অঞ্চলে চেক জাত ব্রিধান-২৮ এর সাথে ট্রায়াল করা হয়। ট্রায়াল ফলাফলে অনস্টেশন এবং অনফার্ম উভয় ক্ষেত্রে রাজশাহী, রংপুর ও ঢাকা অঞ্চলে হেক্টর প্রতি চেক জাত ব্রিধান-২৮ এর গড় ফলনের চেয়ে হাইব্রিড জেড এফ-৩১ (কোড নং-এইচ-০৩৬) এর গড় ফলন বেশী।

কারিগরী কমিটি বোরো মৌসুমের জন্য আফতাব বহুমূখী ফার্মের জেড এফ-৩১ হাইব্রিড ধানের জাতটি রাজশাহী, ঢাকা ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়। অঞ্চলভিত্তিক ট্রায়াল প্রতিবেদনের ডাটার সাথে Statistical Analysis করা ডাটার কিছু তারতম্য থাকায় সভার সভাপতি, কারিগরী কমিটির সভাপতি ডঃ আবদুল হামিদ মিয়াকে এর উপর মন্তব্য করার জন্য অনুরোধ জানান। ডঃ হামিদ সভাকে অবহিত করেন যে, প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধানের জাতগুলোর পরিসংখ্যান ডাটা পর্যালোচনা করা হয়। সেখানে জাতটির জীবনকাল, গড় ফলন, পোকা-মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ, ইত্যাদি বিবেচনায় এনে অঞ্চলভিত্তিক নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। পরিচালক এসসিএ ডঃ হামিদের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন। আফতাব বহুমূখী ফার্মের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, তাদের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের জাত গুলো চেকজাত ব্রিধান-২৮ এর চেয়ে গড়ফলন ১৬% বেশী এবং জীবনকালও কম।

অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ ও উঃ) কৃষি মন্ত্রণালয়, কারিগরী কমিটির সভাপতির নিকট হাইব্রিড ধান জাতের একর প্রতি উৎপাদন খরচ চেকজাতের উৎপাদন খরচের মধ্যে কোন তারতম্য আছে কিনা জানতে চান। এ পর্যায়ে ডঃ হামিদ অবহিত করেন যে, চেক জাতের একর প্রতি উৎপাদন খরচ ও হাইব্রিড জাতের উৎপাদন খরচ একই শুধু বীজের দামের তারতম্য রয়েছে। বিনার মহাপরিচালকও হাইব্রিড জাতের নিবন্ধনের বিষয়ে পরিসংখ্যান ডাটার উপর বিশদ ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড জাতগুলোর ধানবীজ অঞ্চলভিত্তিক বাজার জাত করার সময় প্যাকেটের গায়ে বীজের গুনাগুনের তথ্য ছাড়াও অঞ্চলের নাম সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন থেকে অনুরোধ জানানো হয়। বীজ বিধিতে-এ বিষয়গুলো উল্লেখ রয়েছে তাই তা সঠিকভাবে অনুসরনের পক্ষে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

আফতাব বহুমূখী ফার্মের ট্রায়ালকৃত জেডএফ-৩১ হাইব্রিড ধানের জাতটি বোরো মৌসুমের জন্য রাজশাহী, ঢাকা ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে ৩ বছরের জন্য নিবন্ধন করা হলো।

শর্তাবলী

১। প্রতিবছর উক্ত জাতের এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে হবে। স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনে সক্ষম না হলে পরবর্তী বছর এফ-১ হাইব্রিড বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া হবে না।

২। উক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া হাইব্রিড ধান মূল্যায়ন কমিটি/এসসিএ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।এই মূল্যায়নের সফলতার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী দুবছর কি পরিমাণ বীজ আমদানি করতে দেয়া হবে তা নির্ভর করবে।

৩। হাইব্রিড বীজ উৎপাদন পরিকল্পনা, হাইব্রিড মূল্যায়ন কমিটির সদস্য-সচিব ও পরিচালক, এসসিএ কে জানাতে হবে। তা যদি পরবর্তিতে পরিবর্তন হয় সেক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিকল্পনা হাল নাগাদ জানাতে হবে। যাতে করে কমিটির/এসসিএ'র পক্ষে মাঠ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্ভব হয়।

৪। জাতগুলোর জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ৪র্থ বছর থেকে এ জাতগুলো দেশে উৎপাদন করে বাজারজাত করতে হবে, অন্যথায় জাতগুলোর অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর অন্য কোন হাইব্রিড জাত অনুমোদন করা হবে না।

৫। সাময়িক অনুমোদন প্রাপ্ত জাতগুলো জনপ্রিয় করণের লক্ষ্যে প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য ডিএই'র নিকট ১০০০ কেজি বীজ বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে এবং

৬। নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড ধানের বীজ বাজার জাত করার সময় বীজ বিধির ১৭নং ধারা অনুযায়ী প্যাকেটের গায়ে বীজের গুনাগুণের তথ্য ছাড়াও চাষাবাদযোগ্য অঞ্চলের নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৪

বোরো (২০০০-২০০১) মৌসুমে আফতাব বহুমূখী ফার্ম কর্তৃক ট্রায়ালকৃত জেডএফ-৩৭ (কোড নং-০৩৯) হাইব্রিড জাতটি নিবন্ধনের জন্য কারিগরী কমিটির ৪১তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

গত বোরো মৌসুমে আফতাব বহুমূখী ফার্মের জেডএফ-৩৭ (কোড নং-০৩৯) হাইব্রিড ধানের জাতটি দেশের অনস্টেশনে ৬টি অঞ্চলে (রাজশাহী, রংপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও যশোর) এবং অনফার্মেও অনুরূপ ৬টি অঞ্চলে চেক জাত ব্রিধান-২৮ এর সাথে ট্রায়াল করা হয়। ট্রায়াল ফলাফলে গড় ফলনের চেয়ে হাইব্রিড জেডএফ-৩৭-এর গড় ফলন বেশী। কারিগরী কমিটি বোরো মৌসুমের জন্য আফতাব বহুমূখী ফার্মের জেডএফ-৩৭ হাইব্রিড ধানের জাতটি ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করে।

উক্ত হাইব্রিড জাতের ট্রায়ালের ফলাফল সভায় বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং কারিগরী কমিটির সুপারিশের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

আফতাব বহুমূখী ফার্মের ট্রায়ালকৃত জেডএফ-৩৭ (কোড নং-০৩৯) হাইব্রিড ধানের জাতটি বোরো মৌসুমের জন্য ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে ৩ বছরের জন্য নিবন্ধন করা হলো।

শর্তাবলী

১। প্রতি বছর উক্ত জাতের এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে হবে। স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনে সক্ষম না হলে পরবর্তী বছর এফ-১ হাইব্রিড বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া হবে না।

২। উক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া হাইব্রিড ধান মূল্যায়ন কমিটি/এসসিএ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। এই মূল্যায়নের সফলতার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী দুবছর কি পরিমাণ বীজ আমদানি করতে দেয়া হবে তা নির্ভর করবে।

৩। হাইব্রিড বীজ উৎপাদন পরিকল্পনা, হাইব্রিড মূল্যায়ন কমিটির সদস্য-সচিব ও পরিচালক, এসসিএ কে জানাতে হবে। তা যদি পরবর্তীতে পরিবর্তন হয় সেক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিকল্পনা হাল নাগাদ জানাতে হবে। যাতে করে কমিটি/এসসিএ'র পক্ষে মাঠ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্ভব হয়।

৪। জাতগুলোর জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ৪র্থ বছর থেকে এ জাতগুলো দেশে উৎপাদন করে বাজারজাত করতে হবে, অন্যথায় জাতগুলোর অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর অন্য কোন হাইব্রিড জাত অনুমোদন করা হবে না।

৫। সাময়িক অনুমোদন প্রাপ্ত জাতগুলো জনপ্রিয় করণের লক্ষ্যে প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য ডিএই'র নিকট ১০০০ কেজি বীজ বীনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে এবং

৬। নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড ধানের বীজ বাজার জাত করার সময় বীজ বিধির ১৭নং ধারা অনুযায়ী প্যাকেটের গায়ে বীজের গুনাগুনের তথ্য ছাড়াও চাষাবাদযোগ্য অঞ্চলের নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৫

বোরো (২০০০-২০০১) মৌসুমে সুপ্রিম সীড কোম্পানী কর্তৃক ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধান নং-৯৯-৫ (কোড নং-এইচ-০৪৩) জাতটি নিবন্ধনের জন্য কারিগরী কমিটির ৪১তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

গত বোরো (২০০০-২০০১) মৌসুমে সুপ্রিম সীড কোম্পানীর হাইব্রিড ধান নং-৯৯-৫ (কোড নং- এইচ-০৪৩) জাতটি দেশের অনস্টেশনে ৫টি অঞ্চলে (রাজশাহী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও যশোর) এবং অনুরূপভাবে অনফার্মেও ৫টি অঞ্চলে চেকজাত ব্রিধান-২৯ এর সাথে ট্রায়াল করা হয়। ট্রায়াল প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে রাজশাহী অঞ্চলে অনস্টেশন ও অনফার্ম উভয় ক্ষেত্রে চেক জাত ব্রিধান-২৯ এর গড় ফলন হাইব্রিড জাতের গড় ফলনের চেয়ে বেশী। অপরদিকে যশোর অঞ্চলে অনফার্ম এবং অনস্টেশন উভয় ক্ষেত্রে হাইব্রিড জাতের ফলন চেকজাত ব্রিধান-২৯ এর চেয়ে বেশী। কারিগরী কমিটি সুপ্রিম সীড কোম্পানীর হাইব্রিড ধান নং-৯৯-৫(কোড নং-এইচ-০৪৩) জাতটি যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করেছে।

উক্ত হাইব্রিড জাতের নিবন্ধনের বিষয়টি আলোচনা কালে ট্রায়াল প্রতিবেদন এবং Statistical Analysis করা ডাটায় তারতম্য থাকায় কারিগরী কমিটির সভাপতি ডঃ আবদুল হামিদ মিয়া এবিষয়ে সভাকে বিস্তারিত অবহিত করেন। মহাপরিচালক, ডিএই সভাকে জানান যে, সুপ্রীম সীড কোম্পানীর হাইব্রিড জাতটির জীবনকাল চেক জাত ব্রিধান-২৮ ও ব্রিধান-২৯ এর মাঝামাঝি এবং এ জাতীয় কোন চেক জাত না থাকায় সঠিকভাবে জাতটির পারফরমেন্স পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়নি। সভার সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট ডাটা পর্যালোচনা করে দেখতে পান রাজশাহী অঞ্চলে অনফার্ম ও অনস্টেশন কোন জায়গায়ই পারফরমেন্স ভাল নয়। যশোর অঞ্চলে পারফরমেন্স খুবই ভাল আর ময়মনসিংহ অঞ্চলের পারফরমেন্স তুলনামূলকভাবে ভাল। তাই সুপ্রীম সীড কোম্পানীর প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধানের জাতটি যশোর ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন করা যায় বলে সভার সদস্যগণ অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি মহোদয় তাতে সম্মতি প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

সুপ্রীম সীড কোম্পানী ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড (নং-৯৯-৫) ধানের জাতটি বোরো মৌসুমের জন্য যশোর ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে ৩ বছরের জন্য নিবন্ধন করা হলো।

শর্তাবলী

১। প্রতি বছর উক্ত জাতের এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে হবে। স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনে সক্ষম না হলে পরবর্তী বছর এফ-১ হাইব্রিড বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া হবে না।

২। উক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া হাইব্রিড ধান মূল্যায়ন কমিটি/এসসিএ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। এই মূল্যায়নের সফলতার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী দুবছর কি পরিমাণ বীজ আমদানি করতে দেয়া হবে তা নির্ভর করবে।

৩। হাইব্রিড বীজ উৎপাদন পরিকল্পনা, হাইব্রিড মূল্যায়ন কমিটির সদস্য-সচিব ও পরিচালক, এসসিএ-কে জানাতে হবে। তা যদি পরবর্তীতে পরিবর্তন হয় সেক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিকল্পনা হাল নাগাদ জানাতে হবে। যাতে করে কমিটি/এসসিএ'র পক্ষে মাঠ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্ভব হয়।

৪। জাতগুলোর জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ৪র্থ বছর থেকে এ জাতগুলো দেশে উৎপাদন করে বাজারজাত করতে হবে, অন্যথায় অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর অন্য কোন হাইব্রিড জাত অনুমোদন করা হবে না।

৫। সাময়িক অনুমোদন প্রাপ্ত জাতগুলো জনপ্রিয় করণের লক্ষ্যে প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য ডিএই'র নিকট ১০০০ কেজি বীজ বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে এবং

৬। নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড ধানের বীজ বাজার জাত করার সময় বীজ বিধির ১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্যাকেটের গায়ে বীজের গুনাগুনের তথ্য ছাড়াও চাষাবাদযোগ্য অঞ্চলের নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৬

ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়নের পদ্ধতি অনুমোদনের বিষয়ে কারিগরী কমিটির ৪২তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

ব্রিডার ও ভিত্তিবীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি সংশোধনের সুপারিশ করে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য কারিগরী কমিটি ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। গঠিত কমিটির প্রতিবেদন কারিগরী কমিটির ৪২তম সভায় আলোচনা করা হয় এবং কিছু সংশোধনপূর্বক চূড়ান্ত করে অনুমোদনের জন্য কারিগরী কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করে। এ বিষয়ে কারিগরী কমিটির সদস্য সচিব জনাব মনির উদ্দিন খান বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে সভাকে অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি সংশোধনের সুপারিশ অনুমোদন করা হলো (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)।

আলোচ্য সূচী-৭ এবং ৯

বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন, জাতীয় বীজ বোর্ড ও কারিগরী কমিটির সদস্য এবং ব্র্যাককে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণ ঃ

বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন এর সভাপতি জাতীয় বীজ বোর্ড এবং কারিগরী কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য একটি আবেদন করেছেন। ব্র্যাক এর উপ-নির্বাহী পরিচালকও জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হওয়ার জন্য আর একটি আবেদন করেছেন। বিষয়গুলো সভায় উপস্থাপন করা হলে জনাব মোহাম্মদ মাসুম, সভাপতি, বাংলাদেশ

সীড গ্রোয়ার ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন প্রস্তাবটির যৌক্তিকতা সভাকে অবহিত করেন। বীজ উৎপাদক সমিতি সভাপতি জনাব আনোয়ারুল হক প্রস্তাবিত সংগঠনকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। সী এসোসিয়েশন গুলোর বক্তব্য শুনে সভার সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ২৫ জ করার বিষয়টি বীজ আইনে উল্লেখ থাকলেও সদস্য সংখ্যা ২৫ জনই করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। জাতীয় বীজ বোর্ডের কমিটি গঠনের বিষয়টি রিভিউ করার পক্ষে তিনি মত দেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের কমিটি গঠনের বিষয়টি রিভিউ করতে হবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্য সূচী-৮

হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদনের কারিগরী তদারকী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আওতায় ন্যস্তকরণঃ-

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে প্রস্তাব করা হয় যে, হাইব্রিড ধানবীজ ৩ বছরের মেয়াদে বিদেশ থেকে আমদানি করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম (বিশেষ) সভায় ৪টি বীজ কোম্পানী যথা-এসিআই লিঃ, মল্লিকা সীড কোম্পানী, ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ ও গেনজেস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে উল্লিখিত কোম্পানীগুলো গত ১৯৯৯-২০০০ থেকে মাঠ পর্যায়ে হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদন ও চাষীদের মধ্যে বিক্রি করে আসছে। কিন্তু হাইব্রিড ধানবীজ এখনও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির প্রত্যয়ন/পরিদর্শন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। চাষীদের তথা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদনের কারিগরী তদারকী বীজ প্রতয়ন এজেন্সীর অধীনে ন্যাস্ত করা প্রয়োজন বলে ডিএই'র পত্রে উল্লেখ রয়েছে। সভার সভাপতি উক্ত কার্যক্রম এসসিএ তদারকি করত পারবে কিনা তা জানতে চান। পরিচালক এসসিএ জানান যে, তাদের পক্ষে উক্ত কার্যক্রম তদারকী করা সম্ভব। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদনের সময় কারিগরী তদারকী করার জন্য বীজ প্রতয়ন এজেন্সী কার্যকর ব্যবস্থা নিবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ ও সংশ্লিষ্ট বীজ উৎপাদক)।

আলোচনার অন্য কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সভার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আউয়ুব কাদরী)
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৯তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

স্থান ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

সময় ঃ সকাল ১১-০০ ঘটিকা

তারিখ ঃ ১২-০৯-২০০১

(স্বাক্ষরের ক্রম অনুসারে)

ক্রমনং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	স্বাক্ষর
১	এম.এ.হামিদ মিয়া, নির্বাহী চেয়ারম্যান	বিএআরসি	অস্পষ্ট
২	এম. এনামুল হক, ডিজি	ডিএই	অস্পষ্ট
৩	এ.এস.এম. মোবাইদুল ইসলাম, চেয়ারম্যান	বিএডিসি	অস্পষ্ট
৪	মোঃ মোখলেছুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সদস্য পরিচালক (বীজ উইং)	বিএডিসি	অস্পষ্ট
৫	মনির উদ্দিন খান, পরিচালক	এসসিএ	অস্পষ্ট
৬	মোঃ মামুন	সুপ্রীম সীড কোং	অস্পষ্ট
৭	এ.এফ.এম. হাবিবুর রহমান	বিএডিসি	অস্পষ্ট
৮	ড এস.এম. ইলিয়াস, মহাপরিচালক	বিএআরআই	অস্পষ্ট
৯	ডঃ এম. ইদ্রিস আলী, মহাপরিচালক	বিনা	অস্পষ্ট
১০	আমিনুল আলা, নির্বাহী পরিচালক	ব্র্যাক	এসসিএ
১১	মল্লিক আ-আস্-সাকী, জেনারেল ম্যানেজার	ব্র্যাক	অস্পষ্ট
১২	আনোয়ারুল হক	বীজ গ্রোয়ারস্ সমিতি	অস্পষ্ট
১৩	ডঃ এ.কে. পাটোয়ারী, প্রফেসর	বাকৃবি	অস্পষ্ট
১৪	এম. আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান	এবিসিডি	অস্পষ্ট
১৫	মোঃ আসাদুজ্জামান, জেনারেল ম্যানেজার	আফতাব বহুমূখী ফার্ম লিঃ	অস্পষ্ট
১৬	আবদুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক	সীডম্যান্স সোসাইটি	অস্পষ্ট
১৭	এফ.আর. মল্লিক, উপদেষ্টা	বাংলাদেশ সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন	অস্পষ্ট
১৮	জহির উদ্দিন আহমেদ, সভাপতি	বাংলাদেশ সীড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন	অস্পষ্ট
১৯	মোসলেহ উদ্দিন ফারুক, উর্ধ্বতন সাংগঠনিক রোগতত্ত্ববিদ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং	ডিএই	অস্পষ্ট
২০	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, নির্বাহী পরিচালক	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	অস্পষ্ট
২১	ম. নাজমুল হোসেন, উপ-পরিচালক	উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং	অস্পষ্ট
২২	আব্দুস সাত্তার, পরিচালক	উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং	অস্পষ্ট
২৩	মোঃ রেজাউল করিম, প্রধান বীজবিদ	এমওএ	অস্পষ্ট
২৪	মোঃ নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২৫	মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহ-বীজতত্ত্ববিদ	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভার কার্যবিবরণী

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভা বিগত ১০-০৪-২০০২ইং তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকার সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আইয়ুব কাদরী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'জ' তে দেখান হলো।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাদের স্বাগত জানান এবং কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয় সমূহ উপস্থাপনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। কার্যপত্রের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী মহাপরিচালক (বীজ) সভার কাজ শুরু করেন।

আলোচ্যসূচী-১

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৯তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৯তম সভা বিগত ১২/০৯/২০০১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী বিগত ১৯/০৯/২০০১ তারিখে কৃষি/বীজ উইং/বীজ প্রশা-৫৬/২০০১/৫২৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যের নিকট পাঠানো হয়। অদ্যাবধি এ ব্যাপারে মতামত বা সংশোধনীর প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৯তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৯তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি ঃ

বিগত ১২/০৯/০১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৯তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি আলোচনা কালে দেখা যায় যে, একটি সিদ্ধান্ত ছিল আমদানিকৃত হাইব্রিড ধান বীজের গুণাগুণ এবং রোগবালাই পোকামাকড়ের আক্রমণের তীব্রতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ব্যাপারে এসসিএ, ব্রি, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই এর সমন্বয়ে এসসিএ এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত সিদ্ধান্তের উপর আলোচনার সময় পরিচালক, এসসিএ সভাকে অবহিত করেন যে, সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব মোঃ রেজাউল করিম, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর ৯/০৭/০১ ও ১০/০৭/০১ইং তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাময়িকভাবে নিবন্ধিত হাইব্রিড ধানের জাতগুলোর স্থানীয় ভাবে বীজ উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষতার (Performance) উপর নির্ভর করবে পরবর্তী বছরে উক্ত কোম্পানীকে কি পরিমাণ বীজ আমদানি করতে দেয়া হবে। তাই স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত হাইব্রিড ধান বীজের উৎকর্ষতা যাচাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা এসসিএকেই করতে হবে। তা ছাড়া সভার সভাপতি উল্লেখ করেন যে, সাময়িকভাবে নিবন্ধিত হাইব্রিড ধানের জাতগুলোর Post release Performance দেখা প্রয়োজন। মহাপরিচালক, ডিএই বলেন যে সাময়িকভাবে ছাড়কৃত হাইব্রিড জাতগুলো ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) সাময়িকভাবে নিবন্ধিত হাইব্রিড ধানের জাতগুলোর স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনের সময় Field Performance, চাষাবাদকৃত জমিতে পরিমাণ এবং বীজ উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে হবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ ও সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী)।

খ) সাময়িকভাবে নিবন্ধিত হাইব্রিড ধানের জাতগুলোর Post release performance দেখতে হবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ ও সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী)।

আলোচ্যসূচী-৩

হাইব্রিড ধানের DUS test পদ্ধতি অনুমোদন ও মাঠমান (Field Standard) বীজমান (Seed Standard) নির্ধারণ।

হাইব্রিড ধানের DUS test (Distinctness, Uniformity and Stability) পদ্ধতিটি এবং F_1 হাইব্রিড ধান বীজের মাঠমান (Field Standard) ও বীজমান (Seed Standard) নির্ধারণ করার জন্য কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটির আহবায়ক ডঃ মোঃ আব্দুল খালেক মিঞা, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর বিষয়টি নিয়ে সদস্যদের মধ্যে বিশদ পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। কারিগরী কমিটির ৪৩তম সভায় প্রতিবেদনের ওপরে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এনএসবি এর সভায় ডঃ খালেক অবহিত করেন যে, চীন এবং বাংলাদেশের স্বীকৃত তথ্যাবলী পর্যালোচনা করে F_1 হাইব্রিড ধান বীজের মাঠমান ও বীজমান নির্ধারণ করা হয়েছে। ডঃ গোলাম আলী ফকির, পরিচালক, সীড প্যাথলজী সেন্টার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ অভিমত ব্যক্ত করেন যে রোগবালাই এর দিকটা আরও ভাল করে দেখার প্রয়োজন আছে। শুধু মাঠমান থাকলেই চলবেনা, বীজমান থাকারও প্রয়োজন আছে। গুদামেও রোগবালাই অনুপ্রবেশ করতে পারে। ডঃ নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে মাঠমানের সাথে বীজমান অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। ডঃ মোঃ শহীদুল ইসলাম, মহাপরিচালক, বারী, বলেন যে উদীয়মান বীজ শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য কম রেসট্রিকশন থাকা প্রয়োজন। ডঃ এম এ খালেক মিঞা অবহিত করেন যে যেহেতু তিনটি লাইন ক্রস করে F_1 হাইব্রিড হয় তাই মাঠমান ভাল করে দেখা হলে আর বীজমান দেখার প্রয়োজন পড়ে না। উল্লিখিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) হাইব্রিড ধানের প্রস্তাবিত DUS test পদ্ধতি অনুমোদন করা হলো।

খ) প্রস্তাবিত F_1 হাইব্রিড ধানের মাঠমান ও বীজমান অনুমোদন করা হলো।

গ) হাইব্রিড ধানের বীজমান উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে (দায়িত্ব ঃ ডঃ গোলাম আলী ফকির, পরিচালক, বাকৃবি)।

আলোচ্যসূচী-৪

আলুর DUS test পদ্ধতি অনুমোদন ঃ

নিয়ন্ত্রিত ফসলের ক্ষেত্রে DUS test (Distinctness, Uniformity and Stability) করা জাত ছাড়করণের একটি অংশ হিসেবে স্বীকৃত। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ধান, গম ও পাট এই ৩ টি ফসলের DUS test পদ্ধতি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। আলু একটি নিয়ন্ত্রিত ফসল বিধায় এ ফসলের DUS test কার্যক্রম শুরু করা প্রয়োজন। তৎপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে অধিকতর সঠিক ও নির্ভুল করার জন্য কারিগরী কমিটি ডঃ মোঃ আব্দুস সিদ্দিক, অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহকে আহবায়ক করে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির প্রতিবেদন গত

২৪/০১/২০০২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরী কমিটির ৪৩তম সভায় আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর কারিগরী কমিটি আলুর DUS test পদ্ধতি জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে।

উল্লিখিত আলোচনায় অংশ নিয়ে ডঃ মোঃ শহীদুল ইসলাম, মহাপরিচালক, বারী প্রস্তাবিত DUS test পদ্ধতিকে গ্রহণ যোগ্যতার ব্যাপারে কোন রকম সংশয় নেই বলে তিনি মনে করেন। ডঃ মোঃ ইকবাল আখতার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারী, বলেন যে আমাদের দেশে ব্রিডার রাইট থাকা প্রয়োজন, তা না হলে ভাল জাত উৎদ্ভাবন করা এবং তা রক্ষা করা কঠিন হবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

আলুর প্রস্তাবিত DUS test পদ্ধতিটি অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৫

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তোষা পাটের জাত ও-৭২' হিসেবে অনুমোদন ঃ

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তোষাপাট ও-৭২ কৌলিক সারিটি ২০০১-২০০২ বছর ৫টি অঞ্চলে (ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, যশোর ও রংপুর) মাঠ মূল্যায়নের জন্য ৯টি প্লট কৃষকের মাঠে স্থাপন করা হয়। ৫টি অঞ্চলের সব জায়গাতে তোষা পাট ও-৭২ জাতের সাথে চেক জাত হিসেবে ও-৯৮৯৭ এর তুলনায় প্রস্তাবিত ও-৭২ সারিটির উচ্চতা ও গোড়ায় ব্যাস বেশী (গড় উচ্চতা চেক জাত ঃ ৩.১৬ মিঃ প্রস্তাবিত জাতের ৩.৩৭ মিঃ এবং গড় গোড়ার ব্যাস চেক জাত-১৫.৭৯ মিঃ মিঃ এবং প্রস্তাবিত জাতের ১৭.৮৭ মিঃ মিঃ)। প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটির পাতার বৈশিষ্ট ৫টি অঞ্চলেই ওভেট পাতা সনাক্তকারী হিসেবে পাওয়া যায়। রোগ ও পোকার আক্রমণ ক্ষতিকর পর্যায়ে পড়েনা। ৫টি অঞ্চলেই ছাড় করনের পক্ষে মতামত পাওয়া যায়। এ ছাড়া প্রস্তাবিত ও-৭২ জাতটির DUS test করা হয়েছে। কারিগরী কমিটি উক্ত জাতটি ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করেছে।

প্রস্তাবিত জাতটির ফলনের ব্যাপারে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে ডঃ আতাউর রহমান, মহাপরিচালক, বিনা অবহিত করেন যে Base diameter মোটা হলেই ফলন ভাল হয় না। ডঃ সামসুদ্দিন আহমেদ, প্রধান, প্রজনন বিভাগ, বিজেআরআই, অবহিত করেন যে, তাঁরা তিন বছরের ডাটা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ভাল। ডঃ এস, বি সিদ্দিকী, মহাপরিচালক, ব্রি, জাতটি ছাড়করণের পক্ষে জোরাল বক্তব্য রাখেন। জনাব মোঃ শরীফ আলী, কৃষক প্রতিনিধি বলেন যে আমাদের দেশে আগাম জাতের চাহিদা বেশি। তিনি জানতে চান প্রস্তাবিত জাতটি আগাম কিনা? উত্তরে জনাব এম, এ, সোবহান, মহাপরিচালক, বিজেআরআই বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি ও-৯৮৯৭ এর চেয়ে ১৫দিন আগে বপন করা যাবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তোষা পাটের জাত ও-৭২ সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হলো (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্যসূচী-৬

সাময়িকভাবে নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড ধান জাতের কতিপয় শর্ত সংশোধন ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের গত ১২/০৯/২০০১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৯তম সভায় ৬টি শর্ত সাপেক্ষে সুপ্রীম সীড কোম্পানী ১টি জাত হাইব্রিড ধান ৯৯-৫ এবং আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর ২টি জাত (জেড এফ-৩১ ও জেড এফ-৩৭) নিবন্ধন করা হয়। তার মধ্যে দুটি শর্ত নিম্নরূপ ঃ

১। প্রতি বছর উক্ত জাতের এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ স্থানীয় ভাবে উৎপাদন করতে হবে। স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন সক্ষম না হলে পরবর্তী বছর এফ-১ হাইব্রিড বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া হবে না।

২। সাময়িক অনুমোদন প্রাপ্ত জাতগুলো জনপ্রিয় করণের লক্ষ্যে প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য ডিএইর নিকট ১০০০ কেজি বীজ বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে।

আলোচ্য দুটি শর্তের ব্যাপারে সুপ্রিম সীড কোম্পানী, ৬২-৬৩ মতিঝিল, ঢাকা গত ২১/১০/২০০১ইং তারিখ সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবরে একটি আবেদন করে। সুপ্রিম সীড কোম্পানীর আবেদনে জানিয়েছে যে, প্রথম বছর বা দ্বিতীয় বছরেই এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা কারিগরী এবং স্থানীয় বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে সম্ভব নয়। প্রকৃত পক্ষে প্রথম বছর স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনের জন্যে সীমিত কার্যক্রম নেয়া যায়। তৃতীয় বছরে কিছু পরিমাণ বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে। ২য় শর্তে ডিএইকে বিনামূল্যে ১০০০ কেজি বীজ সরবরাহ করা অতিরিক্ত মনে করে তার পরিবর্তে ৫০-৬০ কেজি বীজ সরবরাহের প্রস্তাব দেয়। মহাপরিচালক, ডিএই ও বারী বলেন যে, ৩ বছর পরে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম রিভিউ করে ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বীজ আমদানির মেয়াদ আরও দু'বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। মহাপরিচালক, ব্রি বলেন যে বর্তমানে দেয়া ৩ বছর সময় ঠিক আছে। ডঃ খালেক মন্তব্য করেন যে বীজ আমদানির জন্য ৩ বছরের বেশী সময় দেয়া ঠিক হবে না। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি বলেন যে, বছর ভিত্তিক Performance এর ওপর ভিত্তি করেই বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ হওয়া প্রয়োজন। মহাপরিচালক, ডিএই, সাময়িকভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত জাতগুলো জনপ্রিয় করণের লক্ষ্যে প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য ডিএই এর নিকট ১০০০ কেজি বীজ বিনামূল্যে সরবরাহের পরিবর্তে ডিএই এর ৯টি অঞ্চল অনুসারে প্রতি অঞ্চলের জন্য ৫০ কেজি করে বীজ বিনামূল্যে সরবরাহের প্রস্তাব দেন। জনাব মাসুম বলেন যে, জাতের জনপ্রিয়তা করার দায়িত্ব কোম্পানীর নিজের। কোম্পানী ইচ্ছা করলে ডিএই কে প্রদর্শনের জন্য বিনা মূল্যে বীজ সরবরাহ করতে পারে। সভায় আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) সাময়িকভাবে ছাড়কৃত হাইব্রিড ধানের বীজ বিদেশ থেকে আমদানির পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে বর্তমান অর্পিত শর্ত বহাল থাকবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

খ) সাময়িকভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত জাতগুলো জনপ্রিয় করনের লক্ষ্যে প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য ডিএই এর নিকট ১০০০ কেজি বীজ বিনা মূল্যে সরবরাহ করার শর্ত বাতিল করা হলো। সংশ্লিষ্ট কোম্পানী তার জাত জনপ্রিয় করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করলে ডিএই কে বিনা মূল্যে বীজ সরবরাহ করতে পারে (দায়িত্ব ঃ ডিএই ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর)।

আলোচ্যসূচী-৭

জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে কৃষক প্রতিনিধি নির্বাচন ঃ

দেশের ৬টি বিভাগ থেকে ৬জন কৃষক প্রতিনিধি মনোনয়ন ডিএই থেকে চাওয়া হয় এবং তা জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। প্রতিনিধিরা হলেন রাজশাহী বিভাগ থেকে জনাব মোঃ শাহজাহান আলী (বাদশা), ঢাকা বিভাগ থেকে জনাব মোঃ শরিফ আলী, সিলেট বিভাগ থেকে জনাব মোঃ সৈদুর রহমান, চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে আনোয়ারুল ইসলাম (বায়োলজিস্ট), বরিশাল বিভাগ থেকে জনাব মোঃ আবদুল মান্নান ও খুলনা বিভাগ থেকে মোঃ ইউসুফ আলী।

উল্লিখিত ৬জন প্রতিনিধির সকলকে পর্যায়ক্রমে প্রতি বছর ২জন করে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগের প্রস্তাবিত ২জন কৃষক প্রতিনিধি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ঢাকা ও খুলনা বিভাগের প্রস্তাবিত ২জন কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে এক বছর করে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য

হিসেবে কাজ করেছেন। তাদের মেয়াদ গত ২০০০ ও ২০০১ সালে শেষ হয়ে গেছে। সে প্রেক্ষিতে ৪৩তম সভার সিদ্ধান্ত ও জাতীয় বীজ বোর্ড পুনর্গঠন কমিটির সংস্থান অনুযায়ী ২০০২ সনে ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ ব্যতীত অন্য ২টি বিভাগের (চট্টগ্রাম ও সিলেট) ডিএই'র প্রস্তাবিত কৃষক প্রতিনিধি মোঃ সৈদুর রহমান, গ্রামঃ খালপাড় (মন্দির খোলা), পোস্ট ঃ সিলেট, জেলা ঃ সিলেট ও জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম (বায়োলজিস্ট), গ্রাম ঃ দেবদেবী, পোষ্টঃ মক্‌বলাবাদ, জেলাঃ কক্সবাজারকে কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ

চট্টগ্রাম বিভাগের জনাব আনোয়ারুল ইসলাম (বায়োলজিস্ট) ও সিলেট বিভাগের জনাব মোঃ সৈদুর রহমানকে কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে ২০০২ সনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্যসূচী-৮

বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশনকে সীড প্রমোশন কমিটি ও জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটিতে সদস্য পদ প্রদান ঃ

সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন গত ১৯/০১/২০০২ইং তারিখে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবরে একটি আবেদন করেন। আবেদনে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন গত ০৫/১১/২০০১ইং তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন নং কৃষি/বীজ উইং/বীজ প্রশা-৫৬/২০০১/৩৪৪ এর বরাতে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিয়মিত সদস্য পদ লাভ করে। উক্ত এসোসিয়েশন সীড প্রমোশন কমিটি ও কারিগরী কমিটির সদস্য নয় বিধায় এ দুটি কমিটি তে অন্তর্ভুক্ত করা জন্য অনুরোধ করেন। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সময় সদস্যগণ মনে করেন যে, উক্ত সংগঠন জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করছে। তা ছাড়া কারিগরী কমিটি ও সীড প্রমোশন কমিটিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সদস্য রয়েছে ফলে উক্ত সংগঠন কে সদস্য করার যৌক্তিতা আছে বলে সদস্যগণ মনে করেন না। আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

সভাপতি বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশনকে সীড প্রমোশন কমিটি ও কারিগরী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হলো না।

আলোচ্যসূচী-৯

কারিগরী কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের দুইটি সদস্য পদ স্থলাভিষিক্তকরণ ঃ

উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রজনন), তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর এ দুজন কর্মকর্তা কারিগরী কমিটির সদস্য। উপাচার্য মহোদয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকেন বিধায় তাঁর পক্ষে কারিগরী কমিটির সভায় উপস্থিত থাকা অনেক সময় সম্ভব হয় না এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রজনন), তুলা উন্নয়ন বোর্ড এর পদটি বর্তমানে রংপুরে বিধায় তাঁর পক্ষেও কারিগরী কমিটির সভায় উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় না। এ বিষয়টি নিয়ে গত ২৪/০১/০২ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরী কমিটির ৪৩তম সভায় আলোচনা হয়। আলোচনান্তে কারিগরী কমিটি উপাচার্যের পরিবর্তে বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রজনন), তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর এর পরিবর্তে উপ-পরিচালক, সদর দপ্তর, তুলা উন্নয়ন বোর্ডকে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন অনুমোদন প্রদানের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট প্রস্তাব করে। প্রস্তাবটি সভায় আলোচিত হয়। সভায় সদস্যগণ মনে করেন যে, বছরে কারিগরী কমিটির সর্বোচ্চ ২/৩টি সভা হয়ে থাকে।

সুতরাং, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রজনন), তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর থেকে এসে এই সভায় যোগ দিতে পারেন। আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের পরিবর্তে বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো (দায়িত্ব ঃ কারিগরী কমিটি)

খ) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রজনন), তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুরই কারিগরী কমিটির সদস্য থাকবেন।

আলোচ্যসূচী-১০

ডেফার্ড পেমেন্ট বেসিজ বীজ আমদানীকরণ ঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২২/০১/২০০২ইং তারিখে সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন থেকে মহাপরিচালক (বীজ) বরাবরে একটি আবেদন করেন। আবেদন পত্রে সীড এসোসিয়েশনের সভাপতি উল্লেখ করেন যে, গাইড লাইন ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ টেনজেকশন ভলিউম-১ (১৯৯৬) এর ক্রমিক চার-এ কৃষি যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক সারের জন্য ১৮০ দিন পর্যন্ত ডেফার্ড পেমেন্ট বেসিজ ইমপোর্ট এলসি খোলার কথা উল্লেখ থাকলেও বীজের কথা উল্লেখ নেই। বীজের ক্ষেত্রে ডেফার্ড পেমেন্ট বেসিজ ইমপোর্ট এলসি খোলার অনুমতি পেলে যথার্থ বীজ ব্যবসায়ীগণ ভাল বীজ আমদানিতে উৎসাহ পাবে এবং কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বীজ সংগ্রহ করত পারবে বলে সীড এসোসিয়েশনের সভাপতি তার আবেদনে উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনা হয় এবং আবেদনকারীকে বিষয়টির যৌক্তিকতাসহ এনএসবি এর পরিবর্তে সরাসরি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব রাখার পরামর্শ দেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দিতে পারে (দায়িত্ব ঃ সভাপতি, সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন)।

সভায় আলোচনাযোগ্য আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

(আউয়ুব কাদরী)
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–জ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

স্থান ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

সময় ঃ সকাল ১১-০০ ঘটিকা

তারিখ ঃ

(স্বাক্ষরের ক্রম অনুসারে)

ক্রঃনং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	স্বাক্ষর
১	মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিচালক	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	অস্পষ্ট
২	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, নির্বাহী পরিচালক	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	অস্পষ্ট
৩	ডঃ মোঃ শহীদুল ইসলাম, মহাপরিচালক	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	অস্পষ্ট
৪	ডঃ আতাউর রহমান, মহাপরিচালক	বিনা	অস্পষ্ট
৫	ডঃ এস.বি ছিদ্দিকী, মহাপরিচালক	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	অস্পষ্ট
৬	মোঃ সিরাজুল হক, পরিচালক	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	অস্পষ্ট
৭	ডঃ মোঃ ইকবাল আহমেদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কন্দাল ফসল)	বি এ আর আই	অস্পষ্ট
৮	মোঃ শরীফ আলী, কৃষক প্রতিনিধি	মানিকগঞ্জ	অস্পষ্ট
৯	আব্দুর রহিম হাওলাদার, মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	অস্পষ্ট
১০	এ.এফ.এম. হাবিবুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক (বীজ)	বিএডিসি	অস্পষ্ট
১১	মোঃ গোলাম আলী ফকির, পরিচালক, সীড প্যাথলজি সেন্টার	বাকৃবি	অস্পষ্ট
১২	মোঃ নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান	বিএআরসি	অস্পষ্ট
১৩	ডঃ শামসুদ্দিন আহমেদ, প্রধান, প্রজনন বিভাগ	বিজেআরআই	অস্পষ্ট
১৪	এম.এ সোবহান, মহাপরিচালক	বিজেআরআই	অস্পষ্ট
১৫	এম.এ. খালেক মিয়া, প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	অস্পষ্ট
১৬	ডঃ মহিউল হক, বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন	ব্রি, গাজীপুর	অস্পষ্ট
১৭	মোঃ মাসুম, সভাপতি	সীড গ্রোয়ার্স এন্ড ডিলারস মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশন	অস্পষ্ট

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫১তম সভার কার্যবিবরণী

বিগত ২৭-১১-২০০২ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১:৩০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫১তম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আইয়ুব কাদরী সভায় সভাপতিত্ব করেন ।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ঝ" তে দেখানো হলো।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। কার্যপত্রের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী মহাপরিচালক (বীজ) সভার কাজ শুরু করেন।

আলোচ্যসূচী ১

বিগত ১০/৪/২০০২খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভা বিগত ১০/৪/২০০২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী বিগত ২১/৪/২০০২খ্রিঃ তারিখে কৃষি/বীজ উইং/ বীজপ্রশা-৫৭/২০০২/৬০৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যের নিকট পাঠানো হয়। উপস্থিত সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে সংশোধনীর কোন প্রস্তাব না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২

বিগত ১০/৪/২০০২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

বিগত ১০/৪/২০০২খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বীজ বোর্ডের ৫০তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি আলোচনাকালে দেখা যায় ২নং সিদ্ধান্তের ক) এ মর্মে উল্লেখ রয়েছে যে, সাময়িকভাবে নিবন্ধিত হাইব্রিড ধানের জাতগুলো স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনের সময় Field Performance, চাষাবাদকৃত জমিতে পরিমাণ এবং বীজ উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে হবে (দায়িত্বঃ এসসিএ ও সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী)। এছাড়া (খ) সিদ্ধান্তে এ মর্মে উল্লেখ রয়েছে যে, সাময়িকভাবে নিবন্ধিত হাইব্রিড ধানের জাতগুলোর Post release performance দেখতে হবে (দায়িত্ব এসসিএ ও সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী)। উক্ত সিদ্ধান্তদ্বয়ের ওপর প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, এসসিএ হতে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এতে দেখা যায় যে, সুপ্রীম সীড কোম্পানীর হাইব্রিড ধান হীরা ৯৯-৫ রূপদিয়া যশোরে, এসিআই এর আলোক-৬২০১ আরডিএ বগুড়ায় এবং মল্লিকা সীড কোম্পানীর সোনার বাংলা-১ জামালপুর ফার্মে চাষ করা হয়। হীরা ধান ২৫ শতাংশ জমিতে চাষ করে ২৫০ কেজি বীজ উৎপাদিত হয় ও হেক্টর প্রতি ফলন ২৫০০ কেজি বীজ পাওয়া যায়। আলোক-৬২০১ এক একরে চাষ করে ৫৯৮ কেজি বীজ উৎপাদিত হয় এবং হেক্টর

প্রতি ফলন ১৪৯৫ কেজি। সোনারবাংলা-১ এক একরে চাষ করে ৫২০ কেজি বীজ উৎপাদিত হয় ও হেক্টর প্রতি ফলন ১৩০০ কেজি।

নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি বলেন যে, প্রথমে ৪টি এবং পরবর্তীতে ২টি কোম্পানীকে ৩ বছর মেয়াদে হাইব্রিড ধান বীজ বিক্রয় ও চাষাবাদের জন্য শর্তসাপেক্ষে সাময়িকভাবে অনুমোদন প্রদান করা হয়; এদের Performance তেমন সন্তোষজনক নয় এবং প্যারেন্ট লাইন ও বীজ উৎপাদনে কারিগরী বিষয় অনুসরণ করা হয় না। এ পর্যায়ে সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসো: অধিকাংশ কোম্পানীর Performance যথেষ্ট ভালো বলে সভায় মত প্রকাশ করেন। সভাপতি সভাকে জানান যে, হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন ও আমদানির সময়সীমা প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলোর Performance পর্যালোচনা সাপেক্ষে বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং Performance ভালো না হলে আমদানির অনুমতি দেয়া হবে না।

৩নং সিদ্ধান্তের গ) এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, হাইব্রিড ধানের বীজ মান উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে (দায়িত্ব: ড: গোলাম আলী ফকির, পরিচালক, বাকৃবি)। প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয় সভাকে জানান যে, পরিচালক, সীড প্যাথলজি সেন্টার, বাকৃবি এ ব্যাপারে কোন প্রস্তাব প্রেরণ করেননি। সভাপতি হাইব্রিড ধানের বীজ মান উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণের ব্যাপারে পরিচালক, সীড প্যাথলজি সেন্টার, বাকৃবিকে পুনরায় অনুরোধ করতে বলেন। উল্লেখিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) অনুমোদন প্রাপ্ত কোম্পানীগুলোর হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন ও আমদানির সময়সীমা প্রতিবছর সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলোর Performance পর্যালোচনা সাপেক্ষে বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং Performance ভালো না হলে আমদানির অনুমতি দেয়া হবে না (দায়িত্বঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

(খ) হাইব্রিড ধানের বীজ মান উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণের ব্যাপারে পরিচালক, সীড প্যাথলজি সেন্টার, বাকৃবিকে পুনরায় অনুরোধ জানাতে হবে (দায়িত্ব: বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্যসূচী–৩

জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের প্যারেন্ট লাইন আমদানির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রসঙ্গেঃ

আগামী ২০০২-২০০৩ বোরো মৌসুমে ৩৫০ টন জিবি-৪ জাতের এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে ৬০০০ কেজি "এ" লাইন এবং ১০০০ কেজি "আর" লাইনের প্যারেন্ট বীজ আমদানির জন্য ব্র্যাক গত ২০ মে, ২০০২ তারিখে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিকট একটি আবেদন করে। ব্র্যাকের হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন হওয়ায় এবং সংশ্লিষ্ট হাইটেক কোম্পানী চীন থেকে সেপ্টেম্বর, ২০০২ এর মধ্যে, প্যারেন্ট লাইন সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ডের ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের প্রত্যাশায় "এ" লাইন ও "আর" লাইন এর ৬:১ আনুপাতিক হারে ব্র্যাককে ৪৮০০ কেজি "এ" লাইন এবং ৮০০ কেজি "আর" লাইন আমদানির অনুমতি দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং এ বিষয়ে সভাপতি সভায় উপস্থিত সদস্যগণের মতামত জানতে চান। বিএআরআই এর মহাপরিচালক এবং বিআরআরআই এর মহাপরিচালক ব্র্যাকের "এ" লাইন ও "আর" লাইনের পরিমাণ এবং অনুপাত সঠিক বলে সভায় মত প্রকাশ করেন। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত ঃ

আগামী বোরো মৌসুমে (২০০২-২০০৩) বাংলাদেশে উৎপাদনের নিমিত্তে ব্র্যাকের হাইব্রিড ধান জিবি-৪ জাতের ৪৮০০ কেজি "এ" লাইন এবং ৮০০ কেজি "আর" লাইনের প্যারেন্ট বীজ আমদানির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্যসূচী-৪

অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন প্রসঙ্গে ঃ

সব্জি বীজ আমদানির ক্ষেত্রে Destructive Insect and Pest Rules, 1966 এর 28.T এর সংস্থান নিম্নরূপঃ Importation of vegetable seeds restricted to variety on hybrids only which have been recommended by National Seed Board or any other competent authority. Importation of such seeds shall be made crop wise in limited quantities subject to the fulfillment of condition outlined below and shall be subjected to inspection, fumigation and treatment and port entry quarantine before release.

অপরদিকে জাত নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত জাতীয় বীজনীতি ১৯৯৩ এর ৯(২) ধারার সংস্থান নিম্নরূপ ঃ

"আমদানিকৃত বা স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত যে কোন জাত অবশ্যই জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধীকৃত হতে হবে। নিবন্ধন করার সময় জাতের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাগুণ বর্ণনা করতে হবে। বৈধভাবে সনাক্তকরণের সুবিধার্থে নিবন্ধন প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সহজতর করা হবে। নিয়ন্ত্রিত অথবা ঘোষিত ফসল ব্যতীত অন্যান্য ফসলের বেলায় নিবন্ধনের সাথে পরীক্ষা বা অন্য কোন ব্যবস্থা জড়িত থাকবে না।

বর্তমানে দেশে সব্জি বীজসহ অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত ফসলের যে কোন জাত জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধন ব্যতিরেকে আমদানি হচ্ছে যা উক্ত বিধি ও নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

Destructive Insect and Pest Rules-1966 এবং জাতীয় বীজ নীতি ১৯৯৩ অনুযায়ী যে কোন জাত অবশ্যই জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধিত হতে হবে। নিয়ন্ত্রিত বা ঘোষিত ফসলের জাত কারিগরি কমিটির সুপারিশক্রমে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়করণ হচ্ছে এবং অনিয়ন্ত্রিত বা অঘোষিত ফসলের জাত জাতীয় বীজ বোর্ডের পক্ষে মহাপরিচালক (বীজ) দপ্তরে নিবন্ধিত হচ্ছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে মহাপরিচালক ডিএই অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধনের ব্যাপারে সভায় মত প্রকাশ করেন। সভাপতি বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী অনিয়ন্ত্রিত ফসলের আমদানির অনুমতিপত্র জারি করার বিষয়টি অব্যাহত রাখার জন্য বলেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে Destructive Insect and Pest Rules-1966 এবং জাতীয় বীজ নীতি ১৯৯৩ পর্যালোচনা সাপেক্ষে সব্জি বীজসহ অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধনের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নকল্পে পরিচালক এসসিএ-কে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট নিম্নরূপ একটি কমিটি করার জন্য ঐকমত্য হয়।

(১) পরিচালক, এসসিএ, গাজীপুর	আহ্বায়ক
(২) মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সব্জি বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর	সদস্য
(৩) প্রকল্প পরিচালক, সব্জি বীজ, বিএডিসি, ঢাকা	সদস্য
(৪) উপ-পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, ঢাকা	সদস্য
(৫) সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার ডিলার এন্ড মার্চেন্ট এসোঃ, ঢাকা	সদস্য

কমিটি প্রয়োজনবোধে ২ জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই সব্জি বীজসহ অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজ আমদানির অনুমতি পত্র জারি করার বর্তমান প্রথা অব্যাহত রাখবে (দায়িত্বঃ পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই)।

(খ) পরিচালক, এসসিএ-কে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি সবজি বীজসহ অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধনের বিষয়ে সুপারিশমালা বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে (দায়িত্বঃ পরিচালক, এসসিএ)।

(গ) বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় উপরোক্ত কমিটি গঠনসহ তার কার্যপরিধি নির্ণয় পূর্বক পত্র দেবে (দায়িত্ব : বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্যসূচী–৫

বোরো ২০০১-২০০২ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির ৪৪তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ ঃ

গত বোরো মৌসুমে (২০০১-২০০২) দশটি বীজ আমদানীকারক সংস্থা ১৫টি হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি করে। ইহা অনফার্ম এবং অনস্টেশন ট্রায়ালের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে ১১টি স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন যা ব্রি ধান-২৮ এর সাথে তুলনা করা হয়। অবশিষ্ট ৪টি দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন যা ব্রি ধান ২৯-এর সাথে তুলনা করার জন্য ট্রায়াল দেওয়া হয়। বাংলাদেশের ৬টি অঞ্চলে ট্রায়াল সম্পাদিত হয়। আমদানীকারক ও হাইব্রিড জাতগুলো ঃ

(১) আফতাব বহুমূখী ফার্ম লিঃ এর একটি জাত (ক) এলপি-৫০

(২) সী ট্রেড ফার্টিলাইজার লিঃ এর ২টি জাত (ক) এলপি-৪৪, (খ) এলপি-৪৬

(৩) ম্যাগডোনাল্ড বাংলাদেশ লিঃ এর ২টি জাত (ক) প্যাক-৮০১ (খ) প্যাক-৮৩২

(৪) ব্রাকের দুইটি জাত– (ক) জিবি-৪ (খ) এইচবি-৭

(৫) মল্লিকা সীড কোম্পানির একটি জাত– (ক) এইচটিএম-৪

(৬) জামালপুর সীডস্-এর একটি জাত (ক) এইচটিএম-২

(৭) আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন এর ২টি জাত (ক) এইচবি-৮ (খ) এইচবি–১০

(৮) সুপ্রীম সীড কোম্পানীর একটি জাত– (ক) এইচআরএফ-৫৮

(৯) এসিআই লিঃ-এর ২টি জাত– (ক) আলোক-৬১১১ (খ) আলোক-৯৩০২৪

(১০) চেনস ক্রপ সাইন্স বাংলাদেশ লিঃ এর একটি জাত– (ক) রাইচার-১০১

কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৪তম সভায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাইব্রিড ধান বীজের ট্রায়ালকৃত ফলাফল বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে জাত নিবন্ধীকরণের বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ প্রণয়নকল্পে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত উপ-কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. লুৎফর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, বাকৃবি, ময়মনসিংহ উপ-কমিটির অন্যান্য সদস্যগণের সাথে বিশদ পর্যালোচনা করে জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য সুপারিশমালা দাখিল করেন।

সুপারিশমালা ঃ

(১) স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন যে সমস্ত হাইব্রিড জাতগুলো একের অধিক অঞ্চলে অনফার্ম ও অনস্টেশনের উভয় ক্ষেত্রে ২০% এর বেশি ফলন পাওয়া গেছে সে সমস্ত জাতগুলোকে নিম্নোক্তভাবে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) কোড নং- H-045 চেনস্ ক্রপ সাইন্স বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক আমদানিকৃত RICHER-101 হাইব্রিড ধানের জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িক নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

খ) কোড- নং H-051 ব্র্যাক কর্তৃক আমদানিকৃত GB-4 হাইব্রিড ধানের জাতটি ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িক নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

গ) কোড নং- H-054 আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ কর্তৃক আমদানিকৃত L.P.-50 হাইব্রিড ধানের জাতটি ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলের চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িক নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

(২) H-047 (HRF-58), H-048 (AALOOK-111), H-049 (L.P-44), H-050 (HTM-4), H-056 (HB-8), H-058 (HB-10) ধানের জাতগুলো পরবর্তী বোরো মৌসুমে সংশ্লিষ্ট বীজ আমদানিকারক ইচ্ছা পোষণ করলে পুনঃ ট্রায়ালের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

(৩) কুমিল্লা অঞ্চলে অনফার্মে কোড নং- H-051 (GB-4) ও H-054 (L.P.-50) জাত দুইটিতে চেক জাত ব্রিধান-২৮ থেকে অসামঞ্জস্য Heterosis পরিলক্ষিত হওয়ায় ঐ অঞ্চলের ফলাফল বিবেচনায় আনা হল না।

(৪) নিবন্ধনের নিমিত্তে সুপারিশকৃত জাতসমূহ শুধুমাত্র নিবন্ধিত অঞ্চলেই প্যাকেটের গায়ে "নিবন্ধিত অঞ্চল" উল্লেখপূর্বক বাজারজাতকরণ সীমিত রাখতে হবে। আলোচনায় অংশ নিয়ে মহাপরিচালক, ডিএই বলেন যে, সুপারিশকৃত অঞ্চলের বাহিরে কোম্পানিগুলো যাতে বীজ বিক্রি করতে না পারে তা শক্ত হাতে দমন করা প্রয়োজন। সভাপতি এক্ষেত্রে পূর্বের নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান বীজের শর্তাবলী আরোপ করতে বলেন এবং যে অঞ্চলের জন্য সুপারিশ করতে বলা হয়েছে যা অবশ্যই প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ থাকতে হবে। সভাপতি বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্ট এসোঃ বলেন যে, Heterosis পরিলক্ষিত হওয়ায় কিছু অঞ্চলের ফলাফল বিবেচনায় আনা হয়নি। এটি জাতের কারণে নয় এবং হীরা নামক হাইব্রিড জাতটি অবশিষ্ট অঞ্চলে ট্রায়াল দিতে হবে। মহাপরিচালক, বিএআরআই ২ বছর ট্রায়াল হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। সভার সভাপতি বলেন যে, বর্তমানে ফসলের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধনের পদ্ধতিতে ১ বছর ট্রায়াল করার উল্লেখ রয়েছে। ফসলের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি রিভিউ করা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। পরিশেষে, সভাপতি ফসলের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধনীকরণ পদ্ধতি রিভিউ করার জন্য সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি-কে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। কমিটির গঠন নিম্নরূপ ঃ

(১) সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি, ঢাকা	আহ্বায়ক
(২) পরিচালক (গবেষণা), বিএআরই, গাজীপুর	সদস্য
(৩) মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, ঢাকা	সদস্য
(৪) উপ-পরিচালক (সরেজমিন উইং), ডিএই, ঢাকা	সদস্য
(৫) উপ-পরিচালক (ভ্যারাইটি টেস্টিং), এসসিএ, গাজীপুর	সদস্য
(৬) সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্ট এসোঃ, ঢাকা	সদস্য
(৭) জনাব মোঃ আজিজুল হক, প্রোডাকশন ম্যানেঃ, ব্র্যাক, ঢাকা	সদস্য

কমিটি আগামী ৩১ জানুয়ারি, ২০০৩ এর মধ্যে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে। কমিটি প্রয়োজনবোধে ২ জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) চেন্‌স ক্রপ সাইন্স বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক আমদানিকৃত রাইচার-১০১ হাইব্রিড ধানের জাতটি বোরো মৌসুমের জন্য ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হলো।

শর্তাবলী ঃ

(১) প্রতি বছর উক্ত জাতের এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে হবে। স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনে সক্ষম না হলে পরবর্তী বছর এফ-১ হাইব্রিড বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া হবে না।

(২) উক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া হাইব্রিড ধান মূল্যায়ন কমিটি/এসসিএ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। এই মূল্যায়নের সফলতার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী দু বছর কি পরিমাণ বীজ আমদানি করতে দেয়া হবে তা নির্ভর করবে।

(৩) হাইব্রিড বীজ উৎপাদন পরিকল্পনা, হাইব্রিড মূল্যায়ন কমিটির সদস্য-সচিব ও পরিচালক, এসসিএ কে জানাতে হবে। তা যদি পরবর্তীতে পরিবর্তন হয় সেক্ষেত্রে পরবর্তিত পরিকল্পনা হাল নাগাদ জানাতে হবে যাতে করে কমিটির/এসসিএ'র পক্ষে মাঠ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্ভব হয়।

(৪) জাতগুলোর জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ৪র্থ বছর থেকে এ জাতগুলো দেশে উৎপাদন করে বাজারজাত করতে হবে, অন্যথায় জাতগুলোর অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানির অন্য কোন হাইব্রিড জাত অনুমোদন করা হবে না।

(৫) সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানি তার জাত জনপ্রিয় করার ইচ্ছা পোষন করলে ডিএই-কে বিনা মূল্যে বীজ সরবরাহ করতে পারে।

(৬) নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড ধানের বীজ বাজারজাত করার সময় বীজ বিধির ১৭নং ধারা অনুযায়ী প্যাকেটের গায়ে বীজের গুণাগুণের তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

(৭) শুধুমাত্র নিবন্ধিত অঞ্চলেই প্যাকেটের গায়ে "নিবন্ধিত অঞ্চল" সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক বাজারজাত সীমিত রাখতে হবে।

(খ) ব্র্যাক কর্তৃক আমদানিকৃত জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের জাতটি বোরো মৌসুমের জন্য ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হলো।

শর্তাবলী ঃ

(১) প্রতি বছর উক্ত জাতের এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে হবে। স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনে সক্ষম না হলে পরবর্তী বছর এফ-১ হাইব্রিড বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া হবে না।

(২) উক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া হাইব্রিড ধান মূল্যায়ন কমিটি/এসসিএ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। এই মূল্যায়নের সফলতার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী দু বছর কি পরিমাণ বীজ আমদানি করতে দেয়া হবে তা নির্ভর করবে।

(৩) হাইব্রিড বীজ উৎপাদন পরিকল্পনা, হাইব্রিড মূল্যায়ন কমিটির সদস্য-সচিব ও পরিচালক, এসসিএ-কে জানাতে হবে। তা যদি পরবর্তীতে পরিবর্তন হয় সেক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিকল্পনা হাল নাগাদ জানাতে হবে যাতে করে কমিটির/এসসিএ'র পক্ষে মাঠ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্ভব হয়।

(৪) জাতগুলোর জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ৪র্থ বছর থেকে এ জাতগুলো দেশে উৎপাদন করে বাজারজাত করতে হবে, অন্যথায় জাতগুলোর অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর অন্য কোন হাইব্রিড জাত অনুমোদন করা হবে না।

(৫) সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী তার জাত জনপ্রিয় করার ইচ্ছা পোষণ করলে ডিএই-কে বিনা মূল্যে বীজ সরবরাহ করতে পারে।

(৬) নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড ধানের বীজ বাজারজাত করার সময় বীজ বিধির ১৭নং ধারা অনুযায়ী প্যাকেটের গায়ে বীজের গুণাগুনের তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

(৭) শুধুমাত্র নিবন্ধিত অঞ্চলেই প্যাকেটের গায়ে "নিবন্ধিত অঞ্চল" সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক বাজারজাত সীমিত রাখতে হবে।

(গ) আফতাব বহুমূখী ফার্ম লিঃ কর্তৃক আমদানিকৃত এলপি-৫০ হাইব্রিড ধানের জাতটি বোরো মৌসুমের জন্য ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হলো।

শর্তাবলী ঃ

(১) প্রতি বছর উক্ত জাতের এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে হবে। স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনে সক্ষম না হলে পরবর্তী বছর এফ-১ হাইব্রিড বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া হবে না।

(২) উক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া হাইব্রিড ধান মূল্যায়ন কমিটি/এসসিএ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। এই মূল্যায়নের সফলতার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী দু বছর কি পরিমাণ বীজ আমদানি করতে দেয়া হবে তা নির্ভর করবে।

(৩) হাইব্রিড বীজ উৎপাদন পরিকল্পনা, হাইব্রিড মূল্যায়ন কমিটির সদস্য-সচিব ও পরিচালক, এসসিএ-কে জানাতে হবে। তা যদি পরবর্তীতে পরিবর্তন হয় সেক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিকল্পনা হাল নাগাদ জানাতে হবে যাতে করে কমিটির/এসসিএ'র পক্ষে মাঠ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্ভব হয়।

(৪) জাতগুলোর জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ৪র্থ বছর থেকে এ জাতগুলো দেশে উৎপাদন করে বাজারজাত করতে হবে, অন্যথায় জাতগুলোর অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর অন্য কোন হাইব্রিড জাত অনুমোদন করা হবে না।

(৫) সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী তার জাত জনপ্রিয় করার ইচ্ছা পোষণ করলে ডিএই-কে বিনা মূল্যে বীজ সরবরাহ করতে পারে।

(৬) নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড ধানের বীজ বাজারজাত করার সময় বীজ বিধির ১৭নং ধারা অনুযায়ী প্যাকেটের গায়ে বীজের গুণাগুনের তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

(৭) শুধুমাত্র নিবন্ধিত অঞ্চলেই প্যাকেটের গায়ে "নিবন্ধিত অঞ্চল" সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক বাজারজাত সীমিত রাখতে হবে।

(ঘ) সী ট্রেড ফার্টিলাইজার লিঃ এর দুটি জাত এলপি-৪৪ ও এলপি-৪৬; ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ লিঃ-এর দুটি জাত প্যাক-৮০১ ও প্যাক-৮৩২; মল্লিকা সীড কোম্পানীর একটি জাত এইচটিএম-৪; জামালপুর সীডস লিঃ এর একটি জাত এইচটিএম-২; আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনের দুটি জাত এইচবি-৮, এইচবি-১০; এসিআই লিঃ-এর দুটি জাত

অলোক-৬১১১ ও অলোক ৯৩০২৪; সুপ্রীম সীড কোম্পানীর একটি জাত এইচআরএফ-৫৮ এবং ব্র্যাকের একটি জাত এইচবি-৭, হাইব্রিড ধানের জাতগুলো সংশ্লিষ্ট কোম্পানী ইচ্ছা পোষণ করলে পরবর্তী বোরো মৌসুমে পুনঃ ট্রায়াল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (দায়িত্বঃ সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী)।

(ঙ) সদস্য পরিচালক (শস্য), বার্ক এর নেতৃত্বে গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ফসলের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি রিভিউ করে আগামী ৩১শে জানুয়ারী, ২০০৩ এর মধ্যে সুপারিশমালা বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। (দায়িত্বঃ সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি)।

(চ) বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় উপরোক্ত কমিটি গঠন সহ তার কার্যপরিধি নির্ণয় পূর্বক পত্র দিবে (দায়িত্বঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্যসূচী–৬

প্রস্তাবিত আখের আই-১৫৫-৯১ ও আই-২০৯-৯১ এবং বিও-৯১ ক্লোন ৩টি যথাক্রমে বিএসআরআই আখ-৩২, বিএসআরআই আখ-৩৩ এবং বিএসআরআই আখ-৩৪ হিসেবে অনুমোদন সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির ৪৪তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ।

প্রস্তাবিত আখের আই-১৫৫-৯১ ক্লোনটি বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। বিএসআরআই এর বর্ণনামতে, পরীক্ষাকালীন সময়ে ইক্ষুর ফলন প্রস্তাবিত আখের আই-১৫৫-৯১ (বিএআরআই আখ-৩২) ক্লোনটি ঈশ্বরদী-১৬ ও ঈশ্বরদী-২৮ হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৮৪.০ থেকে ১৪৭.০, ৬২.০ থেকে ১২৮.০ এবং ৬৩.০ থেকে ১৪১.০ টন পর্যন্ত পাওয়া গেছে। পরীক্ষা/নিরীক্ষায় নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হতে এ জাতের ইক্ষুতে চিনি ধারণ ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বলবৎ থাকে। জাতটি বন্যা, খরা ও জলাবদ্ধতায় সহিষ্ণুতার দিক থেকে যথাক্রমে খুবই সহিষ্ণু, সহিষ্ণু ও মাঝারী ধরনের সহিষ্ণু। এ জাতটি রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে ঈশ্বরদী ২-৫৪, ঈশ্বরদী-২০ এবং ঈশ্বরদী-২৮ এর মত এবং পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে ঈশ্বরদী-১৬ এর চেয়ে ভাল। ইহা একটি মধ্যম পরিপক্ক জাত। এ জাতের ইক্ষুতে ফুল হয়। উক্ত জাতটি দেশের ৫টি (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপুর ও রাজশাহী) অঞ্চলের ৭টি স্থানে ট্রায়াল করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দল ৭টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে বিবেচনা করে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করেছে। বিএসআরআই কর্তৃক প্রস্তাবিত আখের আই-১৫৫-৯১ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩২ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য কারিগরী কমিটি প্রস্তাব করেছে।

প্রস্তাবিত আখের আই-২০৯-৯১ ক্লোনটি বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। বিএসআরআই এর বর্ণনামতে, পরীক্ষাকালীন সময়ে ইক্ষুর ফলন প্রস্তাবিত আখের আই-২০৯-৯১ (বিএসআরআই আখ-৩৩) ক্লোনটি ঈশ্বরদী-১৬ ও ঈশ্বরদী-২৮ হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৮২.০ থেকে ১৫১.০, ৬২.০ থেকে ১২৮.০ এবং ৬৩.০ থেকে ১৪১.০ টন পর্যন্ত পাওয়া গেছে। পরীক্ষা/নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হতে এ জাতের ইক্ষুতে চিনি ধারণ ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং মার্চ মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকে। জাতটি বন্যা ও খরা সহিষ্ণু তবে জলাবদ্ধতা মাঝারি ধরনের। এ জাতটি রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে ঈশ্বরদী২-৫৪, ঈশ্বরদী-২০ এবং ঈশ্বরদী-২৮ এর মত এবং পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে ঈশ্বরদী-১৬ এর চেয়ে ভাল। ইহা একটি আগাম পরিপক্ক জাত। এ জাতের ইক্ষুতে ফুল হয়। উক্ত জাতটি দেশের ৫টি (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপুর ও রাজশাহী) অঞ্চলের ৭টি স্থানে ট্রায়াল করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দল ৭টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে বিবেচনা করে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করেছে। বিএসআরআই কর্তৃক প্রস্তাবিত আখের আই-২০৯-৯১ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩৩ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য কারিগরী কমিটি প্রস্তাব করেছে।

প্রস্তাবিত আখের বিও-৯১ ক্লোনটি বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৯৯১ সালে ভারত হতে জাত বিনিময় কর্মসূচীর মাধ্যমে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য আমদানিকৃত। বিএসআরআই এর বর্ণনামতে, পরীক্ষাকালীন সময়ে ইক্ষুর ফলন প্রস্তাবিত আখের বিও-৯১ (বিএসআরআই আখ-৩৪) ক্লোনটি ঈশ্বরদী-২০ ও ঈশ্বরদী-২৮ হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৭০.০ থেকে ১৪৩.০, ৬২.০ থেকে ১২৮.০ এবং ৬৩.০ থেকে ১৪১.০ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়। পরীক্ষা/নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, নভেম্বরের মধ্যম ভাগ হতে এ জাতের ইক্ষুতে চিনি ধারণ ক্ষমতা ক্রমশ: বাড়তে থাকে এবং মার্চের মধ্যভাগ পর্যন্ত বলবৎ থাকে। জাতটি বন্যা, খরা, ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু। এ জাতটি রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে ঈশ্বরদী ২-৫৪ ঈশ্বরদী-২০ এবং ঈশ্বরদী-২৮ এর মত এবং পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে ঈশ্বরদী -১৬ এর চেয়ে ভাল। ইহা একটি মধ্যম পরিপক্ক জাত। এ জাতের ইক্ষুতে ফুল হয় না। উক্ত জাতটি দেশের ৫টি (ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর, যশোর ও রাজশাহী) অঞ্চলের ৬টি স্থানে ট্রায়াল করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দল ৬টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করেছে। বিএসআরআই কর্তৃক প্রস্তাবিত আখের বিও -৯১ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩৪ হিসেবে সারা দেশে আবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য কারিগরী কমিটি প্রস্তাব করেছে।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় উপস্থিত সকল সদস্য বিএসআরআই আখ-৩২, বিএসআরআই আখ-৩৩ এবং বিএসআরআই আখ-৩৪ সারাদেশে আবাদের নিমিত্তে ছাড় করণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের আই-১৫৫-৯১ ও আখের আই-২০৯-৯১ এবং ১৯৯১ সালে ভারত হতে জাত বিনিময় কর্মসূচীর মাধ্যমে বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য আমদানিকৃত আখের বিও-৯১ ক্লোন তিনটিকে যথাক্রমে বিএসআরআই আখ-৩২, বিএসআরআই আখ-৩৩ এবং বিএসআরআই আখ-৩৪ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড় করা হলো। (দায়িত্ব: বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্যসূচী–৭

বীজের মান সংরক্ষণ ও বাজারজাত বিষয়ে মনিটরিং ঃ

নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল গত ৯/৯/০২ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডে উপস্থাপনের জন্য একটি পত্র মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমানে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, দেশের কৃষকেরা অনুন্নত এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত মাননিয়ন্ত্রণ বিহীন অনুপযোগী ও নিম্নমানের বীজ ব্যবহার করে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বীজ বিপণনের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কৃষকেরা অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিপণনকৃত বীজ ব্যবহার করে প্রতারিত হচ্ছে। তাই ভাল বীজ সম্পর্কে কৃষকদের মাঝে সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। ভাল বীজের গুণাগুণগুলো কি কি, বীজ কেনার পূর্বে কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা প্রয়োজন তা উল্লেখপূর্বক রেডিও, টেলিভিশনে প্রচার করে সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাছাড়া আন্ত :প্রাতিষ্ঠানিক অথবা বিভিন্ন জেলায় বীজ বিপণনের ওপর সরকারী মনিটরিং টিম গঠন করা যেতে পারে। সরকারীভাবে বীজ মনিটরিং টীম গঠিত হলে কৃষকেরা স্বল্পমানের বীজ ব্যবহার থেকে রেহাই পাবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিচালক, এসসিএ সভাকে জানান যে, জেলায় বিদ্যমান সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি এ দায়িত্ব পালন করতে পারে। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি সভায় বলেন যে, কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করলে বীজ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া

যাবে। এক্ষেত্রে সীড প্যাথলজি সেন্টার, বাকৃবি অবদান রাখতে পারে বলে পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি এতো অধিক কমিটি না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং জেলায় বিদ্যমান সার ও বীজ মনিটরিং কমিটিকে এ দায়িত্ব প্রদান করতে বলেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

জেলায় বিদ্যমান সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিপণনকৃত বীজের মান মনিটর করতে পারে। মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যানকে অনুরোধপত্র জারি করা যেতে পারে (দায়িত্বঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্যসূচী-৮ ঃ বিবিধ

ক) আগামী পাট উৎপাদন মৌসুমে ভারত হতে পাট বীজ আমদানি ঃ

সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন সভাকে জানান যে, ভারতের জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের পাট বীজ এদেশে কৃষকদের মাঝে বেশ জনপ্রিয় এবং এ জাতের পাট বীজ ১০০০ মেঃটন করে আমদানির সময়সীমা আগামী পাট উৎপাদন মৌসুমে (২০০২-২০০৩) পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। কিন্তু উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই এ ব্যাপারে এখনও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বীজ ব্যবসায়ীগণ জেআরও-৫২৪ জাতের পাট বীজ আমদানির অনুমতিপত্র এর জন্য আবেদন করলে উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে মহাপরিচালক, ডিএই সভাকে অবহিত করেন।

খ) আমদানিকৃত সব্জি বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা ঃ

সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন সভাকে জানান যে, আমদানিকৃত সব্জি বীজের পোর্ট অব এন্ট্রিতে উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং কোয়ারেন্টাইন পরীক্ষা ছাড়াও বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করে। তিনি বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা সময়সাপেক্ষ হওয়ায় এ পদ্ধতি বন্ধ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ পোর্ট অব এন্ট্রিতে উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং কর্তৃক সব্জি বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আউয়ুব কাদরী)
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট- ঝ

বিগত ২৭.১১.২০০২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫১ তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

(স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	স্বাক্ষর
১।	ম. বদরে আলম খান, অতিঃ সচিব (প্রঃ)	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২।	মোঃ নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান,	বিএআরসি	,,
৩।	মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিচালক	ডিএই	,,
৪।	ডঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম, মহাপরিচালক	বিএআরআই	,,
৫।	ডঃ এন আই ভূঁইয়া , মহাপরিচালক	বিআরআরআই	,,
৬।	মোঃ মোখলেছুর রহমান, সদস্য-পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)	বিএডিসি	,,
৭।	এম এ সোবহান, মহাপরিচালক	বিজেআরআই	,,
৮।	ডঃ এম. এ হামিদ, মহাপরিচালক	বিনা	,,
৯।	মোঃ নজরুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	,,
১০।	মোঃ সৈয়দুর রহমান, কৃষক প্রতিনিধি	সিলেট বিভাগ	,,
১১।	ডঃ ফিরোজ শাহ সিকদার, পরিচালক (কৃষি)	বিজেআরআই	,,
১২।	ডঃ মোঃ আব্দুল মান্নান, প্রধান প্রজনন বিভাগ,	বিএসআরআই	,,
১৩।	এম. আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান	এবিসিডি	,,
১৪।	প্রঃ মঈনউদ্দিন আহমেদ, পরিচালক, সীড প্যাথলজী সেন্টার	বাকৃবি	,,
১৫।	ডঃ মোঃ শরিফুর রহমান, পরিচালক (গবেষণা)	বিএসআরআই	,,
১৬।	ডঃএবি এম মফিজুর রহমান, মহাপরিচালক	বিএসআরআই	,,
১৭।	আব্দুর রহিম হাওলাদার, মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা	এসসিএ	,,
১৮।	মোঃ মাসুম, সভাপতি	বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন	,,
১৯।	মোঃ সিরাজুল হক, পরিচালক	এসসিএ	,,
২০।	মোঃ আব্দুর রহিম, চেয়ারম্যান	বিএডিসি	,,
২১।	মোঃ আহসানুজজ্জামান	আফতাব বহুমূখী ফার্ম লিঃ	,,
২২।	মোঃ আঃ ছালেক	বিসি,ব্র্যাক	,,
২৩।	মোঃ আজিজুল হক, প্রোডাকশন ম্যানেজার	ব্র্যাক	,,
২৪।	মোঃ কামাল মোস্তফা, এডভাইজার	চেইনস ক্রপ সাইন্স বাংলাদেশ লিঃ	,,
২৫।	ইকবাল আহমেদ, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ	কৃষি মন্ত্রণালয়	,,
২৬।	মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহঃ বীজতত্ত্ববিদ	কৃষি মন্ত্রণালয়	,,

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫২তম সভার কার্যবিবরণী

২০/৭/২০০৩ তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫২তম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব জনাব আইয়ুব কাদরী সভায় সভাপতিত্ব করেন।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ঞ" তে দেখানো হলো।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ করেন। অত:পর আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনা শুরু হয়।

আলোচ্যসূচী-১

২৭/১১/২০০২ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫১তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ

৫১তম সভার কার্যবিবরণী ৮/১২/২০০২ তারিখ কৃষি/বীজ উইং/ বীজপ্র-৫৮/২০০২/৬৭৮নং স্মারক মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যের নিকট পাঠানো হয়। উপস্থিত সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে সংশোধনীর কোন প্রস্তাব না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা কনফার্ম করা হয়।

আলোচ্যসূচী-২

২৭/১১/২০০২ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫১তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা।

২৭/১১/২০০২ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫১তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

আলোচ্যসূচীর ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
২।	(ক) অনুমোদনপ্রাপ্ত কোম্পানীগুলোর হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন ও আমদানির সময়সূচী প্রতিবছর সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলোর Performance পর্যালোচনা সাপেক্ষে বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং Performance ভালো না হলে আমদানির অনুমতি দেয়া হবে না (দায়িত্ব: বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।	(ক) হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও বিদেশ থেকে বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি এবং নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি সভাকে অবহিত করেন যে, উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটি চেন ক্রপস সাইন্স বাংলাদেশ লিঃ, ব্র্যাক, আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিঃ, সুপ্রিম সীড কোং ও মল্লিকা সীড কোম্পানীকে বিভিন্ন পরিমাণ হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির অনুমতি প্রদানের জন্য সুপারিশ করেছে।
	(খ) হাইব্রিড ধানের বীজ মান উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণের ব্যাপারে পরিচালক, সীড প্যাথলজি সেন্টার, বাকৃবিকে পুনরায় অনুরোধ জানাতে হবে। (দায়িত্ব: বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।	(খ) পরিচালক, সীড প্যাথলজি সেন্টার, বাকৃবি এর নিকট হতে একটি প্রস্তাব পাওয়া গেছে যা বর্তমান সভার ৯নং আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩।	আগামী বোরো মৌসুমে (২০০২-২০০৩) বাংলাদেশে উৎপাদনের নিমিত্তে ব্র্যাকের হাইব্রিড ধান জিবি-৪ জাতের ৪৮০০ কেজি "এ" লাইন এবং ৮০০ কেজি "আর" লাইনের প্যারেন্ট বীজ আমদানির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেয়া হলো।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে।
৪।	(ক) সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই সব্জি বীজসহ অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজ আমদানির অনুমতিপত্র জারি করার বর্তমান প্রথা অব্যাহত রাখবে। (দায়িত্ব: পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই)।	(ক) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে।
	(খ) পরিচালক, এসসিএ-কে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি সব্জি বীজসহ অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধনের বিষয়ে সুপারিশমালা বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে (দায়িত্ব: পরিচালক, এসসিএ)।	(খ) গঠিত কমিটি একটি সুপারিশমালা প্রেরণ করেছে যা সিদ্ধান্তের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের বর্তমান সভার ৩নং আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৫।	(ক) চেনস ক্রপ সাইন্স বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক আমদানিকৃত রাইচার-১০১ হাইব্রিড ধানের জাতটি বোরো মৌসুমের জন্য ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে শর্তসাপেক্ষে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হলো।	(ক) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।
	(খ) ব্র্যাক কর্তৃক আমদানিকৃত জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের জাতটি বোরো মৌসুমের জন্য ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হলো।	(খ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।
	(গ) আফতাব বহুমূখী ফার্মস লিঃ কর্তৃক আমদানিকৃত এলপি-৫০ হাইব্রিড ধানের জাতটি বোরো মৌসুমের জন্য ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হলো।	(গ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।
	(ঘ) সী ট্রেড ফার্টিলাইজার লিঃ এর দুটি জাত এলপি-৪৪ ও এলপি-৪৬; ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ লিঃ এর দুটি জাত প্যাক-৮০১ ও প্যাক-৮৩২; মল্লিকা সীড কোম্পানীর একটি জাত এইচটিএম-৪; জামালপুর সীডস এর একটি জাত এইচটিএম-২; আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনের দুটি জাত এইচবি-৮, এইচবি-১০; এসিআই লিঃ এর দুটি জাত আলোক-৬১১১ ও আলোক-৯৩০২৪; সুপ্রীম সীড	(ঘ) পরিচালক, এসসিএ সভাকে জানান যে, উল্লেখিত কোম্পানীগুলোর মধ্য হতে কোন কোম্পানী এসসিএ এর নিকট আবেদন করেনি।

	কোম্পানীর একটি জাত এইচআরএফ-৫৮ এবং ব্র্যাকের একটি জাত এইচবি-৭ হাইব্রিড ধানের জাতগুলো সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর ইচ্ছা পোষণ করলে পরবর্তী বোরো মৌসুমে পুন:ট্রায়াল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (দায়িত্ব: সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী)।	
	(ঙ) সদস্য-পরিচালক (শস্য), বার্ক এর নেতৃত্বে গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ফসলের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি রিভিউ করে আগামী ৩১ শে জানুয়ারী, ২০০৩ এর মধ্যে সুপারিশমালা বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। (দায়িত্ব: সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি)।	(ঙ) গঠিত কমিটি একটি সুপারিশমালা প্রেরণ করেছে যা সিদ্ধান্তের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের বর্তমান সভার ৪নং আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৬।	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের আই-১৫৫-৯১ ও আখের আই-২০৯-৯১ এবং ১৯৯১ সালে ভারত হতে জাত বিনিময় কর্মসূচীর মাধ্যমে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য আমদানিকৃত আখের বিও-৯১ ক্লোন তিনটিকে যথাক্রমে বিএসআরআই আখ-৩২, বিএসআরআই আখ-৩৩ এবং বিএসআরআই আখ-৩৪ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড় করা হলো। (দায়িত্ব: বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।	গেজেট এখনও প্রকাশিত হয়নি। কয়েক দিনের মধ্যেই গেজেট প্রকাশিত হবে বলে সরকারী মুদ্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে জানা গেছে।
৭।	জেলায় বিদ্যমান সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিপণনকৃত বীজের মান মনিটরিং করতে পারে। মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যানকে অনুরোধপত্র জারি করা যেতে পারে (দায়িত্ব: বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।	এ পর্যন্ত ২২টি জেলা হতে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে মর্মে পত্র পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট জেলাগুলোতে তাগিদ দেওয়া হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

যে ক'টি সিদ্ধান্ত এখনও চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হয়নি, তা জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে।

আলোচ্যসূচী–৩

সব্জি বীজসহ অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশমালা বিবেচনা ঃ

এ বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫১তম সভার ৪(খ) সিদ্ধান্ত মতে গঠিত কমিটি নিম্নরূপ সুপারিশ পেশ করে–

(১) সব্জি বীজসহ অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন সীড রুলস এর নিয়ন্ত্রিত ফসলের (নোটিফাইড)-এর পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিত (নন নোটিফাইড) ফসলের বিষয়টি (আবেদন ফরমসহ) অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

(২) সব্জি বীজসহ অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে কমপক্ষে ১ বছর দেশের আবহাওয়ায় উপযোগিতা (এ্যাডাপটিভ ট্রায়াল) পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বীজনীতি ও বীজ আইনের অসঙ্গতি দূর করে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

প্রাইভেট সেক্টরের সদস্যবৃন্দ এ সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করেননি।

উপরোক্ত সুপারিশমালার ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিচালক, এসসিএ সভাকে অবহিত করেন যে, আমদানিকৃত বীজের মাধ্যমে যাতে কোন Pathogen দেশে প্রবেশ করতে না পারে এবং কৃষককূল যাতে প্রতারিত না হয় সেজন্য সব্জি বীজসহ অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন বিষয়ে গঠিত কমিটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে। অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধনের বিষয়ে পরিচালক, সীড প্যাথলজি সেন্টার, বাকৃবি বলেন যে, সীড প্যাথলজি সেন্টার ১ মাসের মধ্যে আমদানিকৃত বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে পারে। এ পর্যায়ে সভায় উপস্থিত প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধিগণ অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধনের বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। বাধ্যতামূলকভাবে অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন না করায় বা এ ধরনের বীজের এডাপটিবিলিটি ট্রায়াল না দেয়ায় বিগত ১০/১২ বছরে অনিয়ন্ত্রিত ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশে কোন বিপর্যয় নেমে এসেছে কিনা বেসরকারী প্রতিনিধির প্রশ্নের প্রেক্ষিতে এসসিএ-এর পরিচালক 'না' সূচক জবাব দেন। এ প্রেক্ষাপটে তিনি বলেন, যেহেতু নিয়ন্ত্রণবিহীন অনেক অনিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজ আমদানির ফলে দেশে দীর্ঘ দিনেও কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, সেক্ষেত্রে সব্জি বীজসহ অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সভায় উপস্থিত এনজিও প্রতিনিধি অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন বাধ্যতামূলক না করার পক্ষে একই ধরণের যুক্তি প্রদর্শন করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

সব্জি বীজসহ অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রথা অব্যাহত থাকবে।

আলোচ্যসূচী-৪

ফসলের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি রিভিউ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশমালা বিবেচনা ঃ

২৭/১১/২০০২ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫১তম সভায় সিদ্ধান্তক্রমে ফসলের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি রিভিউ করার জন্য ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি-কে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির সাথে কমিটি কর্তৃক প্রণীত পদ্ধতির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন। সুপারিশমালার ওপর বিশদ আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়–

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) প্রস্তাবিত সুপারিশমালার ৯নং সুপারিশের চতুর্থ লাইনে ব্রি ধান-৩১ এর স্থলে ব্রি ধান-৩০, পঞ্চম লাইনে ব্রি ধান-৩০ এর স্থলে ব্রি ধান-৩১, সপ্তম লাইনে ৩ (তিন) এর স্থলে ৫(পাঁচ), দশম লাইনে ৪র্থ এর স্থলে ৬ষ্ঠ প্রতিস্থাপিত হবে এবং দশম লাইনে (A, B & R lines) বিলুপ্ত হবে। এ সংশোধনীসহ সুপারিশমালা গৃহীত হয়।

(খ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং উপরোক্ত মতে সংশোধনীপূর্বক সুপারিশমালা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করবে।

আলোচ্যসূচী-৫

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সিভিএল-১ (দেশী) জাতের কম অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন (৭০%) ব্রিডার পাটবীজ বিএডিসি এর নিকট সরবরাহ প্রসঙ্গে ঃ

২০০২-২০০৩ সালের উৎপাদন মৌসুমে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উৎপাদিত সিভিএল-১ জাতের মৌল পাট বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নির্দিষ্ট মান (৮০%) অপেক্ষা কম (৭১%) হওয়ায় এসসিএ হতে প্রত্যায়ন ট্যাগ পায়নি। ফলে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি কর্তৃক এসসিএ ও বিএডিসি এর নিকট হতে মতামত গ্রহণপূর্বক প্রতি এক কেজির স্থলে ১.৪০ কেজি সিভিএল-১ বীজকে মৌল বীজ হিসেবে ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়। সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

প্রতি ১.০০ কেজির স্থলে ১.৪০ কেজি ৭০% অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন সিভিএল-১ (দেশী) জাতের পাট বীজকে মৌল বীজ হিসেবে ব্যবহারের অনুমোদনের বিষয়টি নিয়মিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৬

ব্রিডার ধান বীজের মূল্য বৃদ্ধি।

কেজি প্রতি ব্রিডার ধান বীজের বর্তমান মূল্য ২৫.০০ টাকা হতে ১০০.০০ টাকা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কতৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি নিম্নরূপ–

১৯৯৯ সনে শুধুমাত্র ইনপুট, শ্রমিক ও ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বিবেচনা করে ব্রিডার বীজের উৎপাদন খরচ ৫২.৮৬ টাকা/কেজি নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত খরচ যথা ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, বেতন, পরিবহন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যয় বিবেচনা করলে কেজি প্রতি ব্রিডার বীজের উৎপাদন খরচ দাঁড়ায় ১৯১.৭৪ টাকা থেকে ২৯৩.৫৯ টাকা যা বর্তমান বিক্রয় মূল্য ২৫.০০ টাকা অপেক্ষা অনেক বেশি। সে কারণে কেজি প্রতি ব্রিডার ধান বীজের মূল্য ২৫.০০ টাকা থেকে ১০০.০০ টাকায় বৃদ্ধি করা যুক্তিযুক্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ মনে করেন। বলা হয়েছে, ১ কেজি ব্রীডার বীজ হতে ৮০ কেজি ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা সম্ভব বিধায় ব্রীডার বীজের মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজের মূল্যমানের তেমন পরিবর্তন হবে না।

প্রস্তাবটি সভায় উপস্থাপন করা হলে উপস্থিত সদস্যগণ প্রস্তাবটি যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেন। এ ব্যাপারে পরিচালক, এসসিএ সভাকে জানান যে, ব্রিডার বীজ বিতরণ সংক্রান্ত কোন তথ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এসসিএ-কে প্রদান করে না। এর ফলে তাঁরা ব্রিডার বীজের সঠিক ব্যবহার মনিটর করতে পারেন না।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উৎপাদিত ব্রিডার বীজের বর্তমান মূল্য কেজি প্রতি ২৫.০০ টাকা হতে ১০০.০০ টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব গৃহীত হলো (বাস্তবায়নে ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট)।

(খ) গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্রিডার বীজ বিতরণ সংক্রান্ত সকল তথ্য এসসিএ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করবে (বাস্তবায়নে: সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান)।

আলোচ্যসূচী–৭

ব্রিধান-৪০ ও ব্রিধান-৪১ অবমুক্তিকরণ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির ৪৫তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ ঃ-

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বিআর-৫৩৩১-৯৩-২৮-৩ এবং বিআর-৫৮২৮-১১-১-৪ কৌলিক সারি দুটি হতে উদ্ভাবিত যথাক্রমে ব্রিধান-৪০ এবং ব্রিধান-৪১ লবণাক্ত সহনশীল জাত হিসেবে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় ১ বছরের জন্য অবমুক্ত হয়েছিল। উল্লেখিত জাত দুটি ডিএই এর মাধ্যমে দেশের লবণাক্ত এলাকায় পুনরায় আরো ১ বছর ট্রায়াল কার্য সম্পাদন করে উহার ফলাফল কারিগরী কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডে উপস্থাপন করানোর সিদ্ধান্ত হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উক্ত জাত দুটির ডিইউএস টেস্ট সম্পাদন করে কারিগরী কমিটির ৪৫তম সভায় ফলাফল উপস্থাপন করে। এতে উল্লেখ করা হয় যে, ব্রিধান-৪০, ৪১ ও চেক জাত বিআর-২৩ এর মধ্যে অধিকতর Distinctness রয়েছে। উক্ত সভায় ডিএই ও ব্রি এর পক্ষ থেকে জাত দুটি লবণাক্ত সহিষ্ণু এবং লবণাক্ত এলাকার স্থানীয় জাতের তুলনায় কমপক্ষে ১টন বেশি ফলন পাওয়া যাবে বলে তথ্য প্রকাশ করে।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভার উপস্থিত সকল সদস্য ব্রি-ধান ৪০ ও ব্রি ধান ৪১ জাত দুটি লবণাক্ত এলাকায় চাষোপযোগী হিসেবে অবমুক্তকরণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

কারিগরী কমিটির ৪৫তম সভায় সুপারিশের আলোকে লবণাক্ত এলাকায় চাষপোযোগী ব্রিধান-৪০ ও ব্রিধান-৪১ জাত দুটি অবমুক্ত করা হলো (বাস্তবায়নে ঃ বীজ উইং, কৃষিমন্ত্রণালয়)।

আলোচ্যসূচী-৮

জাতীয় বীজ বোর্ডে কৃষক প্রতিনিধি নির্বাচন।

জাতীয় বীজ বোর্ডে সদস্য হিসেবে ২ জন কৃষক প্রতিনিধির মনোনয়নের বিধান রয়েছে। ৪২তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার নিমিত্তে ডিএই দেশের ৬টি বিভাগ হতে মোট ৬ জন কৃষক প্রতিনিধির নাম প্রস্তাব করে। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় উক্ত ৬ জন প্রতিনিধিকে পর্যায়ক্রমে ২ জন করে ১ বছরের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০০২ সালে তাদের টার্ম শেষ হয়ে যায়। সে প্রেক্ষিতে ০৫/৭/২০০৩ তারিখের কৃষি/বীজ উইং/বীজ প্রশা-৬৮/২০০৩/২৫৯ নং স্মারক মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডে সদস্য হিসেবে পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য দেশের ৬টি বিভাগ হতে ৬ জন কৃষক প্রতিনিধির নাম বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য ডিএই-কে অনুরোধ করা হয়। উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে ডিএই নিম্নোক্ত ৬ জন প্রতিনিধির নাম প্রেরণ করে ঃ

ক্রঃ নং	কৃষক প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	বিভাগ
১।	জনাব মোঃ রহিম উদ্দিন সরকার পিতা- মৃত জনাব জানার উদ্দিন সরকার গ্রাম ও পোঃ বড়গাছি, উপজেলা- পবা, জেলা- রাজশাহী।	রাজশাহী
২।	জনাব মোঃ আঃ মজিদ মুন্সি, পিতা- মৃত কাশেম মুন্সি, গ্রাম ঃ ক্ষুদ্রকাটি পোঃ ও উপজেলাঃ বাবুগঞ্জ, জেলাঃ বরিশাল।	বরিশাল
৩।	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন গ্রাম-মনোহর, ইউনিয়ন- পাথালিয়া, পোঃ পাথালিয়া, উপজেলা- সাভার, ঢাকা।	ঢাকা
৪।	জনাব মোঃ হাতেম আলী শেখ গ্রাম- নৃসিংপুর, পোঃ মহারাজপুর, উপজেলা- ঝিনাইদহ সদর, জেলা- ঝিনাইদহ।	খুলনা
৫।	জনাব সৈয়দুর রহমান পিতা- হাজী মোঃ সিদ্দিক আলী, গ্রাম- খালপাড়, পোঃ মোল্লারগাঁও, উপজেলা- সিলেট সদর, জেলা: সিলেট।	সিলেট
৬।	জনাব বিভা ভূষণ দেওয়ান গ্রাম- পেরাছড়া, ইউনিয়নঃ পেরাছড়া, পোঃ ও জেলাঃ খাগড়াছড়ি।	চট্টগ্রাম

জাতীয় বীজ বোর্ডের মনোনীত কৃষক প্রতিনিধিদের জীবনবৃত্তান্ত মন্ত্রণালয়ে থাকা উচিত বলে সভায় উপস্থিত এনজিও প্রতিনিধি মত প্রকাশ করেন। উল্লেখিত ৬ জন প্রতিনিধি হতে পর্যায়ক্রমে ২ জন করে জাতীয় বীজ বোর্ডের হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় বলে সভায় সকলে মতামত ব্যক্ত করেন। সে প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) ডিএই-এর প্রস্তাবিত ৬ জন কৃষক প্রতিনিধির মধ্য থেকে রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগের প্রতিনিধি ২ জন ২০০৩ সালের জন্য, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের প্রতিনিধি ২ জন ২০০৪ সালের জন্য এবং সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিনিধি ২ জন ২০০৫ সালের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন (বাস্তবায়নেঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

(খ) কৃষিক্ষেত্রে তাঁদের অবদান উল্লেখপূর্বক কৃষক প্রতিনিধিদের জীবন বৃত্তান্ত ডিএই কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এর বরাবর প্রেরণ করবে (বাস্তবায়নেঃ ডিএই)।

আলোচ্যসূচী-৯

পরিচালক, সীড প্যাথলজি সেন্টার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর প্রস্তাব বিবেচনাকরণ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫২তম সভায় উপস্থাপনের জন্য পরিচালক, সীড প্যাথলজি সেন্টার, বাকৃবি, ময়মনসিংহ নিম্নোক্ত প্রস্তাব দুটি পেশ করেন ঃ

১। দেশে সুস্থ্য বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা এবং এনজিও কর্মকর্তা, কর্মচারীদের ৫-৭ দিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত সীড প্যাথলজি সেন্টারের মাধ্যমে চালু করণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে

প্রয়োজনীয় এমওইউ (MOU) স্বাক্ষর এবং যথাযথ অর্থ যোগানের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সীড প্যাথলজি সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

২। দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত সকল বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সীড প্যাথলজি সেন্টারের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক প্রত্যয়নপত্র গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাব করা হয়। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে প্রতিটি বীজের নমুনার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ১০০/- (একশত টাকা মাত্র) ফি ধার্য করা আছে।

উপরোক্ত প্রস্তাব দু'টি সম্পর্কে আলোচনা হয়। বিষয় দু'টি জাতীয় বীজ বোর্ডের কর্মকান্ডের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় বলে সদস্যগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

প্রস্তাব দু'টি অনুমোদন করা গেল না।

আলোচ্যসূচী-১০

প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস নিবন্ধনের জন্য অধ্যাপক ডঃ লুৎফুর রহমান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রস্তাবিত ফরম অনুমোদন সংক্রান্ত।

জাতীয় বীজ বোর্ডে উপস্থাপনের জন্য অবমুক্ত হয়নি বা জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হয়নি এ ধরনের জেনোটাইপ/লাইন/স্ট্রেইন/ভ্যারাইটি নিবন্ধনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ লুৎফুর রহমান একটি 'নিবন্ধন ফরম' অনুমোদন সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন। উক্ত প্রস্তাব মোতাবেক বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হলে প্লান্ট ভ্যারাইটি প্রটেকশন এ্যাক্ট এখনো আইনে পরিণত হয়নি বিধায় এ মুহূর্তে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হবে না বলে সদস্যগণ মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

প্রস্তাব অনুমোদন করা গেল না।

আলোচ্যসূচী-১১

সীড টেকনোলজি ডিভিশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)-এর মানোন্নয়নের প্রস্তাব সংক্রান্ত ঃ

বিএআরআই এর সীড টেকনোলজি ডিভিশনে প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাব রয়েছে। Agriculture Support Service Project এর Seed Component এর মেয়াদ শেষ হওয়ায় সীড টেকনোলজি ডিভিশন গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ (Operating Cost) পাচ্ছে না। পক্ষান্তরে, পর্যাপ্ত অর্থ ও যথাযথ লোকবল না পাওয়া গেলে এ ডিভিশনটি তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে না। এ কারণে বিএআরআই-এর সীড টেকনোলজি ডিভিশনকে অধিকতর কার্যক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণার্থে বিএআরআই কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করেছে। উক্ত প্রস্তাবটি সভায় উপস্থাপন করা হলে তা জাতীয় বীজ বোর্ডের আওতাভুক্ত নয় বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

বিএআরআই বিষয়টি আলাদাভাবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে পারে। প্রস্তাব বিবেচনা করা গেল না।

আলোচ্যসূচী–১২ ঃ বিবিধ

ডাচ আলু বারাকা, বিন্টজে ও জারলা জাত তিনটিকে যথাক্রমে বারি আলু-১৮, বারি আলু-১৯ ও বারি আলু-২০ হিসেবে ছাড়করণ প্রসঙ্গে ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক, বীজ উইং সভাকে অবহিত করেন যে, গতকল্য প্রাপ্ত কারিগরী কমিটির ১২/৭/২০০৩ তারিখের বিশেষ সভার কার্যবিবরণী ২নং সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ডাচ আলু বারাকা, বিন্টজে ও জারলা জাত তিনটিকে যথাক্রমে বারি আলু-১৮, বারি আলু-১৯ ও বারি আলু-২০ হিসেবে ছাড়করণ সংক্রান্ত প্রস্তাব জাতীয় বীজ বোর্ডে পেশ করা হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে কারিগরি কমিটির চেয়ারম্যান ও নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি এর মতামত জানতে চান। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ১৯৬০ হতে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত জাত ৩টি এদেশে আবাদ হত। পরবর্তীতে এর চেয়ে বেশি ফলনশীল জাত বের হওয়ায় এ জাত ৩টির প্রতি ধীরে ধীরে কৃষকদের আগ্রহ কমতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। জাত ৩টি ফ্রেন্স ফ্রাই, চিপস্ ইত্যাদির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। দেশে বর্তমানে বেশ কয়েকটি ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেন্স ফ্রাই, চিপ্স ইত্যাদি তৈরি করে। ফলে এ ধরনের আলুর চাষাবাদ হলে দেশীয় শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে তা ব্যবহার করা যাবে। তাই উক্ত জাত ৩টিকে ছাড়করণের পক্ষে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বারাকা, বিন্টজে ও জারলা জাত তিনটিকে যথাক্রমে বারি আলু-১৮, বারি আলু-১৯ ও বারি আলু-২০ হিসেবে ছাড় করা হলো (বাস্তবায়নে: বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আউয়ুব কাদরী)
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট- ঞ

২০.০৭. ২০০৩ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫২তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা ঃ

(স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	স্বাক্ষর
১।	মুহাম্মদ আবুল কাশেম, অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ ও উঃ)	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২।	মোঃ আব্দুর রহিম, চেয়ারম্যান	বিএডিসি	,,
৩।	মোঃ নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান	বিএআরসি	,,
৪।	এন আই ভূঁইয়া, মহা-পরিচালক	ব্রি	,,
৫।	মোঃ আব্দুল হামিদ, মহা-পরিচালক	বিনা	,,
৬।	মোঃ সাদেক আলী, পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র,	বারি	,,
৭।	মোঃ আবুল হোসেন, পরিচালক	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	,,
৮।	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য)		,,
৯।	ডঃ মোস্তাফিজুর রহমান খান, বিভাগীয় প্রধান, বীজ প্রযুক্তি বিভাগ	বারি	,,
১০।	মোঃ সৈয়দুর রহমান, কৃষক প্রতিনিধি	সিলেট বিভাগ	,,
১১।	হোসনে আরা বেগম, সিএসও (চলতি)	বি জে আর আই	,,
১২।	বি,আই, সিদ্দিক, পরিচালক	এবিসিডি	,,
১৩।	এম. আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান	এবিসিডি	,,
১৪।	প্রঃ মঈনুদ্দীন আহমদ, পরিচালক, সীড প্যাথলজী সেন্টার	বাকৃবি	,,
১৫।	মোঃ আবু তাহের	বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার ডিলার মার্চেন্ট এসোসিয়েশন	,,
১৬।	সিরাজ আহমেদ চৌধুরী, সহ- সভাপতি	বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার মার্চেন্ট এসোসিয়েশন	,,
১৭।	ডঃ এবিএম মফিজুর রহমান, মহা-পরিচালক	বিএসআরআই	,,
১৮।	আবুল কাসেম, নির্বাহী পরিচালক	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	,,
১৯।	মোঃ এমদাদুল হক খন্দকার, মহা-পরিচালক,	ডিএই	,,
২০।	মোঃ বেলায়েত হোসেন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ	কৃষি মন্ত্রণালয়	,,
২১।	মোঃ আব্দুল খালেক, সহঃ বীজতত্ত্ববিদ	কৃষি মন্ত্রণালয়	,,
২২।	মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহঃ বীজতত্ত্ববিদ,	কৃষি মন্ত্রণালয়	,,

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভার কার্যবিবরণী

১৩/১০/২০০৩খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকার সময় ৫৩তম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব জনাব আইয়ুব কাদরী সভায় সভাপতিত্ব করেন।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ট'-তে দেখানো হলো।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ করেন। অত:পর আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনা শুরু হয়।

আলোচ্যসূচী–১

বিগত ২০/৭/২০০৩খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বীজ বোর্ডের ৫২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ

৫২তম সভার কার্যবিবরণী বিগত ২৯/৭/২০০৩ তারিখে কৃষি/বীজ উইং/বীজ প্রশা-৬৮/২০০৩/৩০৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যবর্গকে পাঠানো হয়। সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে উক্ত কার্যবিবরণীর উপর কারো কোন আপত্তি বা সংশোধনী আছে কিনা সভার সভাপতি মহোদয় জানতে চান। বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মহা-পরিচালক ডঃ এন.আই. ভূইয়া উক্ত কার্যবিবরণীর আলোচ্যসূচী-৭ এর সিদ্ধান্তের মধ্যে লবণাক্ত এলাকার পরে "রোপা আমন মৌসুমে" কথাটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করেন। কারও আপত্তি না থাকায় এবং ভিন্নতর কোন বিষয়ে কোন মতামত না পাওয়ায় উক্ত সংশোধনী গ্রহণপূর্বক ৫২তম সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচী-২

বিগত ২০/৭/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫২তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

বিগত ২০/৭/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বীজ বোর্ডের ৫২তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

আলোচ্যসূচীর ক্রমিক নং	বিষয় ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
৩।	**বিষয় ঃ** সব্জি বীজসহ অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশমালা বিবেচনা। **সিদ্ধান্ত ঃ** সব্জি বীজসহ অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রথা অব্যাহত থাকবে।	২৯/৭/২০০৩ তারিখের ৩০৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হয়েছে।
৪।	**বিষয় ঃ** ফসলের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি রিভিউ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশমালা বিবেচনা। **সিদ্ধান্ত ঃ** (ক) প্রস্তাবিত সুপারিশমালার ৯নং সুপারিশের চতুর্থ লাইনে ব্রি-ধান-৩১ এর স্থালে ব্রিধান-৩০, পঞ্চম লাইনে	সংশোধন করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপন জারির প্রাক্কালে সুপারিশমালায় ছোটখাটো ত্রুটি ধরা

	ব্রিধান-৩০ এর স্থলে ব্রিধান-৩১, সপ্তম লাইনে ৩ (তিন)-এর স্থলে ৫ (পাঁচ), দশম লাইনে ৪র্থ এর স্থলে ৬ষ্ঠ প্রতিস্থাপিত হবে এবং দশম লাইনে (A,B & R lines) বিলুপ্ত হবে। এ সংশোধনীসহ সুপারিশমালা গৃহিত হয়। (খ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং উপরোক্ত মতে সংশোধনীপূর্বক সুপারিশমালা প্রজ্ঞাপন আকারে জারী করবে।	পড়ে। সেগুলো সংশোধন করে সংশ্লিষ্ট কমিটির আহ্বায়কের নিকট প্রেরণ করা হয়। ০৯/১০/২০০৩ তারিখে তাঁর মন্তব্য পাওয়া গেছে। খুব শীঘ্রই প্রজ্ঞাপন জারী করা হবে। খুব শীঘ্রই প্রজ্ঞাপন জারী করা হবে।
৬।	**বিষয়** ঃ ব্রিডার ধান বীজের মূল্য বৃদ্ধি। **সিদ্ধান্ত** ঃ (ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উৎপাদিত ব্রিডার বীজের মূল্য কেজি প্রতি ২৫.০০ টাকা হতে ১০০.০০ টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব গৃহীত হলো (বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট)। (খ) গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্রিডার বীজ বিতরণ সংক্রান্ত সকল তথ্য এসসিএ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করবে (বাস্তবায়নে: সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান)।	সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা হয়েছে বলে ব্রি কর্তৃপক্ষের নিকট হতে জানা গেছে। বীজ উইং-এ শুধুমাত্র বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে একটি প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। পরিচালক এসসিএ কোন প্রতিবেদন পাচ্ছেন না বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।
৭।	**বিষয়** ঃ ব্রিধান-৪০ ও ব্রিধান-৪১ অবমুক্তিকরণ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির ৪৫তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ। **সিদ্ধান্ত** ঃ কারিগরী কমিটির ৪৫তম সভার সুপারিশ এর আলোকে লবণাক্ত এলাকায় চাষোপযোগী ব্রিধান-৪০ ও ব্রি ধান-৪১ জাত দুটি অবমুক্ত করা হলো (বাস্তবায়নে: বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।	প্রজ্ঞাপন আকারে জারী করার জন্য সরকারী মুদ্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গেজেট এখনও প্রকাশ হয়নি। খুব শীঘ্রই হবে বলে আমাদেরকে জানানো হয়েছে।
৮।	**বিষয়** ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডে কৃষক প্রতিনিধি নির্বাচন। **সিদ্ধান্ত** ঃ কৃষিক্ষেত্রে তাঁদের অবদান পূর্বক কৃষক প্রতিনিধিদের জীবন বৃত্তান্ত ডিএই কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এর বরাবর প্রেরণ করবে (বাস্তবায়নে: ডিএই)।	০২/১০/২০০৩ তারিখের ৫৬৭ নং স্মারকের মাধ্যমে কৃষক প্রতিনিধিদের জীবন বৃত্তান্ত প্রেরণের জন্য ডিএইকে পুনরায় অনুরোধ করা হয়েছে।
১২।	**বিষয়** ঃ বিবিধ (ক) ডাচ আলু বারাকা, বিন্টজে ও জারলা জাত তিনটিকে যথাক্রমে বারি আলু-১৮, বারি আলু-১৯ ও বারি আলু-২০ হিসেবে ছাড়করণ প্রসঙ্গে। **সিদ্ধান্ত** ঃ বারাকা, বিন্টজে ও জারলা জাত তিনটিকে যথাক্রমে বারি আলু-১৮, বারি আলু-১৯ ও বারি আলু-২০ হিসেবে ছাড় করা হলো (বাস্তবায়নে: বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।	প্রজ্ঞাপন আকারে জারী করার জন্য সরকারী মুদ্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপন এখনও প্রকাশিত হয়নি। খুব শীঘ্রই হবে বলে আমাদেরকে জানানো হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

যে ক'টি সিদ্ধান্ত এখনো চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হয়নি, তা জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়িত করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৩

বিএডিসি'র আন্ডার সাইজ (২০-২৭ মিঃমিঃ) ও ওভার সাইজ (৫৬-৩০ মিঃমিঃ) ভিত্তি বীজ আলু প্রত্যায়ন সংক্রান্ত আবেদন বিবেচনাকরণ ঃ

২০০২-২০০৩ উৎপাদন মৌসুমে বিএডিসি এর ভিত্তি বীজ আলু খামারে হল্যান্ড হতে আমদানীকৃত 'ই' ক্লাস বেসিক সীড দ্বারা উৎপাদিত (২০-২৭ মিঃমিঃ) ও ওভারসাইজ (৫৬-৬০ মিঃমিঃ) ২০১.০০ মেঃটন ভিত্তি বীজ আলু বিএডিসি এর বিভিন্ন হিমাগারে মজুদ আছে। উক্ত বীজের গুণগত মান, উৎপাদনশীলতা ও জেনেটিক্যাল বিশুদ্ধতা নির্ধারিত 'এ' গ্রেড (২৮-৪০ মিঃমিঃ) এবং 'বি' গ্রেড (৪১-৫৫ মিঃমিঃ) সাইজের ভিত্তি বীজ আলুর সমতুল্য। আন্ডারসাইজ ও ওভারসাইজ ভিত্তি বীজ ব্যবহার করা হলে উৎপাদিত বীজ আলুর মানের কোন তারতম্য হবে না। বিগত ২০/৭/০৩ইং তারিখের সীড প্রমোশন কমিটির সভায় বীজ আলুর আমদানি কমানোর লক্ষ্যে ১৭৩.০০ মে.টন ওভারসাইজ ও ২৮.০০ মেঃটন আন্ডার সাইজ ভিত্তি বীজ আলু হতে ২০০৩-২০০৪ উৎপাদন মৌসুমে বিএডিসি'র নিজস্ব খামারে ও চুক্তিবদ্ধ চাষীর মাধ্যমে ভিত্তি স্টেজ-২ বীজ আলু উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ কারণে বিদেশ হতে ৫০ টন ভিত্তি বীজ আলু আমদানি কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর ফলে প্রায় ৩২,৫০,০০০/- (বত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা সাশ্রয় হবে।

ইতোপূর্বে আন্ডার ও ওভার সাইজ আলু অবীজ হিসাবে কম দামে বিক্রি করা হতো যা বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারীগণ/ চাষী কম দামে ক্রয় করে ভিত্তি বীজ হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং উৎপাদনে ভাল ফল পেয়েছে।

ভিত্তি বীজ উৎপাদনের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রত্যয়ন ট্যাগের প্রয়োজন হয় বিধায় উল্লেখিত ২০১.০০ টন ওভার ও আন্ডারসাইজ ভিত্তি বীজ আলু প্রত্যায়নের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক বরাবর বিএডিসি'র পক্ষ হতে ০৪/০৯/২০০৩ইং তারিখের ৫৬নং পত্রে অনুরোধ জানানো হয়। ১৭/৯/২০০৩ইং তারিখ অনুষ্ঠিত সীড প্রমোশন কমিটির সভায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনাকালে এসসিএ কর্তৃপক্ষ তাদের 'Standard Meet' না করায় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত ছাড়া তাদের পক্ষে আন্ডারসাইজ ও ওভারসাইজ বীজ আলুর প্রত্যয়ন ট্যাগ দেয়া সম্ভব নয় বলে জানান। এ প্রেক্ষাপটে বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

কেবলমাত্র চলতি বর্ষে (২০০৩-২০০৪) পরীক্ষামূলকভাবে বিএডিসি'র নিজস্ব খামারে উৎপাদনের জন্য আন্ডার সাইজ ও ওভার সাইজ বীজ আলুর প্রত্যয়ন ট্যাগ এসসিএ প্রদান করবে (বাস্তবায়নে: এসসিএ ও বিএডিসি)।

আলোচ্যসূচী-৪

কেবলমাত্র চলতি বর্ষে (২০০৩-২০০৪) ৭০% পর্যন্ত অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন ২৫৪.৩৯৪ মে:টন ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর গম বীজ "বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী" কর্তৃক প্রত্যয়ন কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ও ৭০% পর্যায়ের মানঘোষিত শ্রেণীর ৫১১.০০ মে:টন গম বীজ বিএডিসি কর্তৃক চাষী পর্যায়ে বিতরণের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত ঃ

বিএডিসি ২০০২-২০০৩ বর্ষে নিজস্ব খামারে ভিত্তি ও প্রত্যায়িত মানের এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে উৎপাদিত মোট ১২,৪৫৫ মে:টন বীজ সংগ্রহ করেছে। এই গম বীজ সংগ্রহকালীন সময়ে মার্চ-এপ্রিল মাসে গম বীজ উৎপাদন এলাকাসমূহে ভারী ও মাঝারী পর্যায়ের বৃষ্টিপাত হয় এবং তা দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকে। এ কারণে অনেক বীজ ভিজে যায়। অবিরত আবহাওয়া খারাপ থাকায় উৎপাদিত অনেক গম বীজের রং নষ্ট ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কম হওয়াতে অনেক বীজ বাতিল করতে হয়েছে। বীজ আইন মোতাবেক ৮০% এর উর্ধ্বে অঙ্কুরোদগম মানের বীজ সংগ্রহ করা হয়েছে, যাহার মধ্যে মান ঘোষিত গম বীজের পরিমান ১১,৭০০ মে:টন।

মওজুদকৃত গম বীজের একটা অংশের কোন কোন লট নির্ধারিত মান (৮০%) অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন না হওয়ায় গম বীজ সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস পেতে পারার প্রসঙ্গটি সীড প্রমোশন কমিটির ২৬তম সভায় উপস্থাপন করা হয়।

দেশে চলতি বৎসরে গম বীজের সংকট এড়ানোর জন্য কমপক্ষে ৭০% অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন গম বীজ বিতরণের অনুমোদন চেয়ে জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবরে আবেদন করার বিষয়ে সীড প্রমোশন কমিটির উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

বিএডিসি'র তরফ থেকে আরও তথ্য জানানো হয়েছে যে, দেশে সরকারী পর্যায়ে বিএডিসি একমাত্র ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত শ্রেণীর বীজ সরবরাহ করে থাকে। বীজের অন্যান্য গুণগতমান সঠিক থাকায় ৭০% অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন বীজ ব্যবহারের অনুমতি না পেলে বীজসমূহ অবীজে পরিণত হবে এবং গম বীজের সংকট দেখা দিতে পারে। তাই জাতীয় স্বার্থে ৭০% পর্যন্ত অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন গম বীজ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে আরও জানানো হয়েছে যে, বিএডিসি'র খামারে উৎপাদিত ভিত্তি শ্রেণীর ১৩১.৬৪৯ মে:টন, প্রত্যায়িত শ্রেণীর ১২২.৭৪৫ মে:টন মোট ২৫৪.৩৯৪ মে:টন বীজ বিতরণ এজেন্সী কর্তৃক প্রত্যায়নের ব্যবস্থাকরণসহ চুক্তিবদ্ধ চাষীদের উৎপাদিত ও সংগৃহীত মানঘোষিত শ্রেণীর ৫১১ মে:টন গম বীজ ৭০% অঙ্কুরোদগম পর্যন্ত বিতরণের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আরও উল্লেখ্য যে, ৭০%-৭৯% পর্যন্ত অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন বীজকে "বি" গ্রেড বীজ হিসেবে বিক্রয় মূল্য কমিয়ে প্রতিকেজিতে ১২৫ গ্রাম বেশি দিয়ে চাষী পর্যায়ে ব্যবহারের নির্দেশনা রাখা হবে। এতে করে কৃষক গমবীজ ব্যবহারে অঙ্কুরোদগমের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়বে না এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) কেবলমাত্র চলতি বর্ষে (২০০৩-২০০৪) ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর ২৫৪.৩৯৪ মে:টনের কমপক্ষে ৭০% অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন গম বীজের প্রত্যয়ন ট্যাগ এসসিএ প্রদান করবে। এরূপ প্রত্যায়িত বীজ বিএডিসি'র নিজস্ব খামারে ব্যবহার করবে (বাস্তবায়নে: এসসিএ ও বিএডিসি)।

(খ) মান ঘোষিত ৫১১ মে:টন গম বীজের ঃ

(১) অঙ্কুরোদগমের ক্ষমতা এসসিএ পরীক্ষা করবে (বাস্তবায়নে: এসসিএ); এবং

(২) অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমপক্ষে ৭০% হলে উহা শুধুমাত্র বিএডিসি'র নিজস্ব খামারে উৎপাদন কর্মসূচীতে ব্যবহার করা যাবে তবে গম বীজ বিক্রির শেষ পর্যায়ে যদি দেশে গম বীজের ঘাটতি দেখা দেয় সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রতি কেজিতে ১২৫ গ্রাম অতিরিক্ত দিয়ে এক কেজির জন্য নির্ধারিত মূল্যে তা চাষী পর্যায়ে বিতরণ করা যাবে (বাস্তবায়নে: বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিএডিসি)।

আলোচ্যসূচী-৫

বোরো / ২০০২-২০০৩ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন পর্যালোচনা ও রেজিষ্ট্রেশনের জন্য সুপারিশ সংক্রান্ত ঃ

কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৬তম সভা ১৪/৯/২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গত বোরো ২০০২-২০০৩ মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রস্তাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান-২ নামে একটি জাতসহ মোট ১১টি হাইব্রিড ধানের অনস্টেশন ও অনফার্ম ট্রায়াল এর ফলাফলের উপর আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনার ভিত্তিতে অনস্টেশন ও অনফার্মে চেক জাত থেকে ২০% এর অধিক ফলন হওয়ায় নিম্নবর্ণিত জাতগুলোকে জাতীয় বীজ বোর্ডে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করার জন্য সুপারিশ করে (রিপোর্ট সংযোজিত)।

১। সুপ্রীম সীড কোম্পানীর এইচএস-২৭৩ হাইব্রিড জাতটিকে কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য।

২। এসিআই লিঃ এর আলোক-৯৩০২৪ হাইব্রিড জাতটিকে কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য।

৩। ব্র্যাকের পুন: ট্রায়ালকৃত জিবি-৪ হাইব্রিড জাতটিকে চাষযোগ্য দেশের সকল এলাকার জন্য।

৪। সুপ্রীম সীড কোম্পানীর পুন: ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধান নং-৯৯-৫ জাতটিকে কুমিল্লা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের জন্য।

বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

কারিগরী কমিটির ৪৬তম সভার সুপারিশের আলোকে নিম্নলিখিত শর্তাধীনে–

ক) সুপ্রীম সীড কোম্পানীর এইচএস-২৭৩ হাইব্রিড জাতটিকে কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য;

খ) এসিআই -এর আলোক-৯৩০২৪ হাইব্রিড জাতটিকে কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য;

গ) ব্র্যাকের পুন: ট্রায়ালকৃত জিবি-৪ হাইব্রিড জাতটিকে চাষযোগ্য দেশের সকল এলাকার জন্য;
এবং

ঘ) সুপ্রীম সীড কোম্পানীর পুন:ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধান নং-৯৯-৫ জাতটিকে কুমিল্লা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের জন্য।

সাময়িকভাবে নিবন্ধন অনুমোদন করা হল ঃ

শর্তাবলী ঃ

১) প্রতি বৎসর উক্ত জাতের এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে হবে। স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনে সক্ষম না হলে পরবর্তীতে এফ-১ হাইব্রিড বীজ আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে না।

২) উক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া হাইব্রিড ধান মূল্যায়ন কমিটি/এসসিএ পরিদর্শন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। এ মূল্যায়নের সফলতার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ৪ (চার) বৎসর কি পরিমাণ বীজ আমদানি করতে দেওয়া হবে তা নির্ভর করবে।

৩) হাইব্রিড বীজ উৎপাদন পরিকল্পনা, হাইব্রিড মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক এসসিএ-কে জানাতেহবে। যদি পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করা হয়, তাহলে পরিবর্তিত পরিকল্পনা তাদেরকে জানাতে হবে যাতে করে কমিটির/এসসিএ'র পক্ষে মাঠ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

৪) জাতগুলোর জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ৬ষ্ঠ বছর থেকে এ জাতগুলো দেশে উৎপাদন করে বাজারজাত করতে হবে। অন্যথায় জাতগুলোর অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর অন্য কোন হাইব্রিড জাত অনুমোদন করা হবে না।

৫) সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী তার জাত জনপ্রিয় করার ইচ্ছা পোষণ করলে ডিএইকে উক্ত জাতের বীজ বিনামূল্যে সরবরাহ করতে পারবে।

৬) নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড ধানের বীজ বাজারজাত করার সময় বীজ বিধির-১৭নং ধারায় বর্ণিত তথ্যাদি প্যাকেটে উল্লেখ করতে হবে।

৭) প্যাকেটের গায়ে নিবন্ধিত অঞ্চলের নামের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে এবং ঐ অঞ্চলেই বীজ বাজারজাত করা যাবে।

(বাস্তবায়নে– বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)

আলোচ্যসূচী-৬

বিএসআরআই কর্তৃক প্রস্তাবিত আখের (ক) আই ৯৩-৯৩ ও (খ) আই-১১০-৯৩ ক্লোন দুটি যথাক্রমে বিএসআরআই আখ-৩৫ ও বিএসআরআই-৩৬ হিসাবে ছাড়করণ প্রসঙ্গে ঃ

কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৬তম সভায় আই ৯৩-৯৩ ও আই ১১০-৯৩ ক্লোন দু'টি যথাক্রমে বিএসআরআই আখ-৩৫ ও বিএসআরআই আখ-৩৬ হিসাবে ছাড়করণ বিষয়ে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হয় (রিপোর্ট সংযোজিত)।

ক) চেক জাতের (ঈশ্বরদী আখ-২০ ও আখ-২৮) চেয়ে প্রস্তাবিত আই ৯৩-৯৩ এবং আই ১১০-৯৩ জাত দুটির মাড়াইযোগ্য আখের সংখ্যা, ফলন ও ব্রিকস্ এর পরিমাণ বেশি, আগাম পরিপক্কতা, জলাবদ্ধতা ও খরা সহিষ্ণু, লাল পঁচা রোগের প্রাদুর্ভাব না থাকা, আই ১১০-৯৩ ক্লোনটি অপুষ্পক প্রভৃতি গুণাবলী বিবেচনাপূর্বক এবং মাঠ মূল্যায়ন দলের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত জাত দু'টিকে যথাক্রমে বিএসআরআই আখ-৩৫ এবং বিএসআরআই আখ-৩৬ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়।

খ) দেশে অনুমোদিত জাতগুলোর চেয়ে প্রস্তাবিত ক্লোন দুটি কোন কোন বিষয়ে গুণাবলী সমৃদ্ধ তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও সুনির্দিষ্ট তথ্য জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণের উদ্দেশ্যে জাত ছাড়করণের আবেদন ফরমে সংযোজন করতে হবে।

বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বিএসআরআই কর্তৃক প্রস্তাবিত আখের (ক) আই ৯৩-৯৩ ও (খ) আই ১১০-৯৩ ক্লোন দু'টি যথাক্রমে বিএসআরআই আখ-৩৫ ও বিএসআরআই আখ-৩৬ হিসাবে ছাড়করণের অনুমোদন দেওয়া হল (বাস্তবায়নে-বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্যসূচী-৭

To spacify obnoxious weeds of notified crops in Bangladesh প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৬তম সভায় Notified ফসলের আপত্তিকর আগাছার উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ পেশ করেন (রিপোর্ট সংযোজিত) ঃ

ধানের ক্ষেত্রে ২(দু'টি)টি যথা (ক) ঝরা ধান/ বন্য ধান ও (খ) শ্যামা ঘাস এবং গমের ক্ষেত্রে ৩ (তিন)টি যথা (ক) হিটকীরি (খ) বন্য যই ও (গ) বন মশুরকে আপত্তিকর আগাছা (Obnoxious weeds) হিসাবে তালিকাভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

উপরোক্ত সুপারিশের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

ধানের ক্ষেত্রে (ক) ঝরা ধান/ বন্য ধান ও (খ) শ্যামা ঘাস এবং গমের ক্ষেত্রে (ক) হিটকীরি (খ) বন্য যই ও (গ) বন মশুরকে আপত্তিকর আগাছা (Obnoxious weeds) হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হল।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আইয়ুব কাদরী)
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট- ট

১৩.১০.২০০৩ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা ঃ

(স্বাক্ষরে ক্রমানুসারে)

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	স্বাক্ষর
১।	মুহম্মদ আবুল কাশেম, অতিঃ সচিব (প্রঃ ও উঃ)	কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২।	মোঃ আব্দুর রহিম, চেয়ারম্যান	বিএডিসি	,,
৩।	ডঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম, মহাপরিচালক	বিএআরআই	,,
৪।	প্রফেসর ডঃ মোহাঃ আমিরুল ইসলাম, ভাইস চ্যান্সেলর	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	,,
৫।	এম এ মাজেদ, সদস্য-পরিচালক	বিএআরসি	,,
৬।	ডঃ এন আই ভূঁইয়া, মহাপরিচালক	ব্রি	,,
৭।	মোঃ আঃ সোবহান শেখ, মহাপরিচালক	বিজেআরআই	,,
৮।	আকরাম উজ-জামান খান, অতিরিক্ত পরিচালক	সরেজমিন উইং, ডি.এ.ই	,,
৯।	এ. কে. এম. ইমদাদুল হক, উপ-পরিচালক (সঃদঃ)	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	,,
১০।	ডঃ এম.এ. হামিদ, মহাপরিচালক,	বিনা	,,
১১।	মোঃ মাসুম, সভাপতি	বাংলাদেশ বীজ উৎপাদক, ডিলার্স মার্চেন্ট এসোসিয়েশন	,,
১২।	ডঃ ফিরোজ শাহ সিকদার, পরিচালক (কৃষি)	বিজেআরআই	,,
১৩।	এম. আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান	সেন্টার ফর এগ্রিবিজনেস এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এবিসিডি)	,,
১৪।	এম.এ. রশীদ, অতিরিক্ত প্রধান	বিএসআরআই, আঞ্চলিক কেন্দ্র, গাজীপুর	,,
১৫।	ডঃ মোঃ আব্দুল মান্নান, প্রধান ইক্ষু প্রজনন বিদ	বিএসআরআই	,,
১৬।	ডঃ মোঃ শরিফুর রহমান, পরিচালক (গবেষণা)	বিএসআরআই	,,
১৭।	মোঃ আবুল হোসেন, পরিচালক	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।	,,
১৮।	ডঃ এবিএম মফিজুর রহমান, মহা-পরিচালক	বিএসআরআই	,,
১৯।	মোঃ আব্দুল খালেক, সহকারী বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং	কৃষি মন্ত্রণালয়	,,
২০।	মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহকারী বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং,	কৃষি মন্ত্রণালয়	,,
২১।	মোঃ বেলায়েত হোসেন, প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং,	কৃষি মন্ত্রণালয়	,,
২২।	মোহাম্মদ ইসমাইল, মহাপরিচালক, বীজ উইং	কৃষি মন্ত্রণালয়	,,
২৩।	আব্দুর রহিম হাওলাদার, মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।	,,
২৪।	মোঃ আখতার হোসেন সরকার, প্রধান বহিরাঙ্গন নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।	,,

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভার কার্যবিবরণী

১৯/৬/২০০৪ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১-০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি, কৃষি সচিব জনাব এ এস এম আব্দুল হালিম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ঠ'-তে দেখানো হলো।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। অত:পর আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনা শুরু হয়।

আলোচ্যসূচী-১

বিগত ১৩/১০/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ

৫৩তম সভার কার্যবিবরণী ২১/১০/২০০৩খ্রিঃ তারিখ কৃষি/বীজ উইং/ বীজ প্রশা-৬৯/২০০৩/৬৩৯ নং স্মারক মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যের নিকট পাঠানো হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর ওপর ইতিপূর্বে কোন মতামত/মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তথাপিও কারও কোন মতামত/মন্তব্য আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাব না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা নিশ্চিত করা হয়। তৎসঙ্গে সিদ্ধান্ত হয় যে, পরবর্তীতে বোর্ড সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে মতামত/মন্তব্য থাকলে জানাতে হবে। সভাতে কার্যবিবরণীর ওপর কোন প্রকার মতামত/মন্তব্য চাওয়া যাবে না।

আলোচ্যসূচী-২

বিগত ১৩/১০/২০০৩খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

বিগত ১৩/১০/২০০৩খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

আলোচ্য সূচীর ক্রমিক নং	বিষয় ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
৩।	**বিষয় ঃ** বিএডিসি'র আন্ডার সাইজ (২০-২৭ মিঃমিঃ) ও ওভারসাইজ (৫৬-৬০ মিঃমিঃ) ভিত্তি বীজ আলু প্রত্যয়ন সংক্রান্ত আবেদন বিবেচনাকরণ। **সিদ্ধান্তঃ** কেবলমাত্র চলতি বর্ষে (২০০৩-২০০৪) পরীক্ষামূলকভাবে বিএডিসি'র নিজস্ব খামারে উৎপাদনের জন্য আন্ডার সাইজ ও ওভার সাইজ বীজ আলুর প্রত্যায়ন ট্যাগ এসসিএ প্রদান করবে (বাস্তবায়নে ঃ এসসিএ ও বিএডিসি)।	০১/১১/২০০৩খ্রিঃ তারিখের কৃষি/ বীজ উইং/ বীজ প্রশা-৬৯/২০০৩/৬৫৭ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হয়।
৪।	**বিষয়ঃ** কেবলমাত্র চলতি বর্ষে (২০০৩-২০০৪) ৭০%	০১/১১/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের কৃষি/বীজ উইং/ বীজ

৪।	**বিষয়ঃ** কেবলমাত্র চলতি বর্ষে (২০০৩-২০০৪) ৭০% পর্যন্ত অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন ২৫৪.৩৯৪ মে:টন ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর গম বীজ "বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী" কর্তৃক প্রত্যয়ন কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ও ৭০% পর্যায়ের মানঘোষিত শ্রেণীর ৫১১.০০ মে:টন গম বীজ বিএডিসি কর্তৃক চাষী পর্যায়ে বিতরণের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত। **সিদ্ধান্ত ঃ** (ক) কেবলমাত্র চলতি বর্ষে (২০০৩-২০০৪) ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর ২৫৪.৩৯৪ মে:টনের কমপক্ষে ৭০% অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন গম বীজের প্রত্যয়ন ট্যাগ এসসিএ প্রদান করবে। এরূপ প্রত্যায়িত বীজ বিএডিসি'র নিজস্ব খামারে ব্যবহার করবে (বাস্তবায়নে– এসসিএ ও বিএডিসি)। (খ) মান ঘোষিত ৫১১ মেঃটন গম বীজের ঃ (১) অঙ্কুরোদগমের ক্ষমতা এসসিএ পরীক্ষা করবে (বাস্তবায়নে ঃ এসসিএ)। (২) অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমপক্ষে ৭০% হলে উহা শুধুমাত্র বিএডিসি'র নিজস্ব খামারে উৎপাদন কর্মসূচীতে ব্যবহার করা যাবে। তবে গম বীজ বিক্রির শেষ পর্যায়ে যদি দেশে গম বীজের ঘাটতি দেখা দেয় সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রতি কেজিতে ১২৫ গ্রাম অতিরিক্ত বীজ দিয়ে এক কেজির জন্য নির্ধারিত মূল্যে তা চাষী পর্যায়ে বিতরণ করা যাবে (বাস্তাবয়নেঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিএডিসি)।	০১/১১/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের কৃষি/বীজ উইং/ বীজ প্রশা-৬৯/২০০৩/৬৫৮ নং স্মারকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ সভাকে অবহিত করেন যে, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সভাকে অবহিত করেন যে, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সভাকে অবহিত করেন যে, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৫।	**বিষয় ঃ** বোরো/ ২০০২-২০০৩ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন পর্যালোচনা ও রেজিস্ট্রেশনের জন্য সুপারিশ সংক্রান্ত। **সিদ্ধান্ত ঃ** কারিগরী কমিটির ৪৬তম সভার সুপারিশের আলোকে নিম্নলিখিত শর্তাধীনে– (ক) সুপ্রীম সীড কোম্পানীর এইচএস-২৭৩ হাইব্রিড জাতটিকে কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য; (খ) এসিআই লিঃ এর আলোক-৯৩০২৪ হাইব্রিড জাতটিকে কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য; (গ) ব্র্যাকের পুনঃ ট্রায়ালকৃত জিবি-৪ হাইব্রিড জাতটিকে চাষযোগ্য দেশের সকল এলাকার জন্য; এবং (ঘ) সুপ্রীম সীড কোম্পানীর পুনঃ ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধান নং-৯৯-৫ জাতটিকে কুমিল্লা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধন অনুমোদন করা হল।	(১) ০১/১১/২০০৩খ্রিঃ তারিখের কৃষি/বীজ উইং/ বীজ প্রশা-৬৯-২০০৩/৬৫৯ নং স্মারকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয় যে, (ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হাইব্রিড ধানের আবাদের প্রতিবেদন মৌসুম শুরু থেকে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। (খ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন কর্মসূচী বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন রোপনের শুরু থেকে বীজ সংগ্রহ পর্যন্ত প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।

	শর্তাবলী ঃ (১) প্রতি বৎসর উক্ত জাতের এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে হবে। স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনে সক্ষম না হলে পরবর্তীতে এফ-১ হাইব্রিড বীজ আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে না। (২) উক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া হাইব্রিড ধান মূল্যায়ন কমিটি/ এসসিএ পরিদর্শন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। এ মূল্যায়নের সফলতার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ৪ (চার) বৎসর কি পরিমাণ বীজ আমদানি করতে দেওয়া হবে তা নির্ভর করবে। (৩) হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের পরিকল্পনা, হাইব্রিড মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক এসসিএ-কে জানাতে হবে। যদি পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করা হয়, তাহলে পরিবর্তিত পরিকল্পনা তাদেরকে জানাতে হবে যাতে করে কমিটির/ এসসিএ'র পক্ষে মাঠ পরিদর্শন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়।	
	(৪) জাতগুলোর জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ৬ষ্ঠ বছর থেকে এ জাতগুলো দেশে উৎপাদন করে বাজারজাত করতে হবে। অন্যথায় জাতগুলোর অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর অন্য কোন হাইব্রিড জাত অনুমোদন করা হবে না। (৫) সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী তার জাত জনপ্রিয় করার ইচ্ছা পোষণ করলে ডিএইকে উক্ত জাতের বীজ বিনামূল্যে সরবরাহ করতে পারবে। (৬) নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড ধানের বীজ বাজারজাত করার সময় বীজ বিধির ১৭নং ধারায় বর্ণিত তথ্যাদি প্যাকেটে উল্লেখ করতে হবে। (৭) প্যাকেটের গায়ে নিবন্ধিত অঞ্চলের নাম সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে এবং ঐ অঞ্চলেই বীজ বাজারজাত করা হবে। (বাস্তবায়নে: বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)	
৬।	**বিষয় ঃ** বিএসআরআই কর্তৃক প্রস্তাবিত আখের (ক) আই-৯৩-৯৩ ও (খ) আই ১১০-৯৩ ক্লোন দু'টি যথাক্রমে বিএসআরআই আখ-৩৫ ও বিএসআরআই আখ-৩৬ হিসাবে ছাড়করণ প্রসঙ্গে। **সিদ্ধান্ত ঃ** বিএসআরআই কর্তৃক প্রস্তাবিত আখের (ক) আই ৯৩-৯৩ ও (খ) আই ১১০-৯৩ ক্লোন দু'টি যথাক্রমে বিএসআরআই আখ-৩৫ ও বিএসআর-আই আখ-৩৬ হিসাবে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হল (বাস্তবায়নে: বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।	ডিসেম্বর ১৪, ২০০৩খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রজ্ঞাপন জারী হয়েছে।

আলোচ্যসূচী-৩

"Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2003"-এর খসড়া অনুমোদন ঃ

বাংলাদেশে বিভিন্ন ফসলের নতুন নতুন জাতকে প্রটেকশন দেওয়া তথা উদ্ভিদ প্রজননবিদগণের নতুন জাত উদ্ভাবনে উৎসাহিত করার জন্য কনভেনশন বায়োডাইভারসিটি (CBD) এর ফোকাসে ১৯৯৮ সনে NCPGR কর্তৃক "Plant Variety Protection Act"-এর খসড়া তৈরি হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) আওতায় Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) এর 27-3(b) অনুচ্ছেদের ফোকাসে, অন্যান্য দেশের এতদ্‌বিষয়ক আইন এবং বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে NCPGR এর পক্ষ হতে প্রাপ্ত খসড়া আরো পরিমার্জনের উদ্দেশ্যে ডঃ লুৎফুর রহমান, অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর নেতৃত্বে ৬ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি "Plant Variety Protection Act" খসড়াটি পরিমার্জনপূর্বক গত মার্চ, ২০০৩ মাসে কৃষি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। ঐ খসড়াটি মন্তব্য/ মতামতের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। খসড়াটি অধিকতর পরিমার্জনের উদ্দেশ্যে ০৮/০৬/২০০৩ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মতামত ও লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে কমিটি খসড়াটিকে আরও এক ধাপ পরিমার্জন করে। পরিমার্জিত খসড়াটিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়। এমনকি এর নাম পরিবর্তন করে "Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2003" রাখা হয়। পরিবর্তিত নামের পরিমার্জিত খসড়াটির উপর পুনঃ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ সংস্থার মতামত সংগ্রহ করা হয়। উহার ভিত্তিতে তৈরিকৃত ইংরেজী ও বাংলা খসড়াটির সকল বিষয়ের ওপর আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। আলোচনার মাধ্যমে লিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

যে সব প্রতিষ্ঠান "Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2003" এর খসড়ার কপি পায়নি, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে খসড়ার কপি দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে খসড়াটির উপর লিখিত মতামত অত্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। পরবর্তীতে বিশেষ সভা আহ্বান করে খসড়াটি অনুমোদন করা হবে। (বাস্তবায়নে: বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান)।

আলোচ্যসূচী-৪

আলু বীজের জাত ছাড়করণ পদ্ধতি অনুমোদন ঃ

০৮/০৩/১৯৯৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভায় আলোচ্যসূচী ৩(গ) এর সিদ্ধান্তক্রমে আলুর জাত ছাড়করণের মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুমোদিত হয়। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে উক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতিকে হালনাগাদ বা সময়োপযোগী করার জন্য বীজ উইং হতে TCRC বরাবরে অনুরোধ করা হয়। সে মোতাবেক TCRC সংশোধিত "Revised procedure of potato variety evaluation system in Bangladesh (Exotic & Loally developed)" নামে আলু বীজ ছাড়করণ মূল্যায়ন পদ্ধতির একটি খসড়া দাখিল করে। সদস্যসচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড, প্রচলিত পদ্ধতি ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন। বিষয়টির উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব বি.আই. সিদ্দিক বলেন যে, ২০০ কেজি বীজ আলু আমদানি করার ফলে আমদানিকারকগণ নিজেদের তত্ত্বাবধানে বা বিএডিসি'র ফার্মে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পায় না। তাই তিনি ২০০ কেজির পরিবর্তে ২০০০ কেজি বীজ আলু আমদানি করার দাবি জানান। চেয়ারম্যান, বিএডিসি উক্ত প্রস্তাবের আলোকে তাঁহার সংস্থার খামারে আলু বীজের ট্রায়ালের ব্যবস্থা অনুমোদনের প্রস্তাব রাখেন। মহা-পরিচারক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে, আলু একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ফসল। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষতিকর রোগ-বালাই দেশে বিস্তার লাভ করতে পারে। ফলে দেশে আলু চাষে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। পরিচালক, সীড প্যাথলজি সেন্টার, বাকৃবি, ময়মনসিংহ, মহাপরিচালক, বিএআরআই-এর মতামতকে সমর্থন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত

প্রস্তাবিত পদ্ধতির মধ্যে পূর্ববর্তী পদ্ধতির মত Insect Reaction টেস্ট ব্যবস্থা বহাল থাকবে এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য কারিগরী কমিটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে। (বাস্তবায়নে: কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয় ও TCRC, বারি)।

আলোচ্যসূচী-৫

অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধন ঃ

বিগত ইং ২৮/৩/২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধন আবেদন ফর্ম গ্রহণ হয়ে আসছে এবং উহা পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক নিবন্ধন পত্র জারী করা হয়ে আসছে।

নিবন্ধন আবেদন গ্রহণের ফর্ম জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় অনুমোদিত কিন্তু নিবন্ধন জারীর পত্র জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদিত নয়। উক্ত নিবন্ধন জারী পত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। জনাব বি.আই. সিদ্দিক চাষের জন্য সুপারিশকৃত অঞ্চল বাদ দেওয়ার জন্য মতামত প্রদান করেন। ডঃ লুৎফুর রহমান তাঁর ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন যে, ভিন্ন ফসলের ভিন্ন জাত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মে, তাই নিবন্ধন জারী পত্রে চাষের জন্য সুপারিশকৃত অঞ্চল উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। একই সাথে তিনি জাতের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য (যদি থাকে) এই ক্ষেত্রে "যদি থাকে" শব্দটি বাদ দেওয়ার পক্ষে মত দেন। তাঁর এ মতামত সকল সদস্য সমর্থন করেন।

চেয়ারম্যান, বিএডিসি নিবন্ধন জারী পত্রের বিষয়ের ক্ষেত্রে কিছু সংশোধনী আনেন। তিনি বলেন যে, নিবন্ধন জারীর পত্রের বিষয়ের ক্ষেত্রে ফসলের পরে প্রথম পত্রে "মুক্ত পরাগায়িত" এবং দ্বিতীয় পত্রের ক্ষেত্রে ফসলের পরে "হাইব্রিড" শব্দটি বসানোর জন্য সুপারিশ করেন। সভায় উপস্থিত সকল সদস্য তাঁর মতামতকে সমর্থন করেন। আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক উভয় জাত নিবন্ধন জারী পত্রের (ঘ) অনুচ্ছেদের "যদি থাকে" শব্দটি বিলুপ্ত হবে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় জাত নিবন্ধন জারী পত্রে ফসলের পরে যথাক্রমে "মুক্ত-পরাগায়িত" ও "হাইব্রিড" শব্দ দুইটি বসাতে হবে (বাস্ত বায়নে: বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্যসূচী-৬

ভারতীয় তোষা পাট জাত নবীন (জেআরও-৫২৪) বাংলাদেশে মূল্যায়ন ও ছাড়করণ প্রক্রিয়া ঃ

বাংলাদেশে পাট আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৪,৮৫,৮০০হেঃ এবং প্রতি বছর প্রায় ৪,৪৬৪ মে:টন পাট বীজের চাহিদা আছে। জাতীয় বীজ নীতিতে উহা নিয়ন্ত্রিত ফসল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। সে হিসেবে জাতীয় প্রতিষ্ঠান তথা বিএডিসি বছরে প্রায় গড়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদিত জাতের ৩০০-৩৫০ মে:টন বীজ সরবরাহ করে থাকে। বীজের চাহিদার অবশিষ্ট পরিমাণ দেশের কৃষককূল হতে সরবরাহ ছাড়াও প্রতি বছর বিভিন্নভাবে প্রতিবেশী দেশ হতে মেটানো হয়ে আসছে। এ পরিস্থিতিতে গত ৪ বছর সরকারের বিশেষ সিদ্ধান্তে গড়ে ১,০০০মে:টন করে পাট বীজ আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়ে আসছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত ফসলের রীতি বিধি বিবেচনায় উপযোগিতা (Trial) যাচাইয়ের মাধ্যমে কারিগরী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক উক্ত ফসলের জাত ছাড়করণ ব্যতীত আমদানি করার নিয়ম নেই। বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করে মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা হতে ভারতীয় তোষা পাট জাত নবীন (জেআরও-৫২৪) বাংলাদেশে মূল্যায়ন ও ছাড়করণ প্রক্রিয়ায় অগ্রগতির বিষয় সভাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

পরিচালক (গবেষণা), পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বলেন যে, নিয়ম মাফিক উপযোগিতা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ লুৎফুর রহমান জানতে চান কিভাবে বীজ সংগ্রহ করা হয়েছে, সরকারী না বেসরকারীভাবে। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ভারত কখনও অফিসিয়ালি তার দেশের বীজ অন্য দেশে ছাড় করতে দেয় না। তাই সরকারীভাবে না করে বেসরকারীভাবে বীজ সংগ্রহ করলে ভারত রয়ালিটি দাবি করবে। যার ফলশ্রুতিতে জাতীয়ভাবে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। বিএআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. লুৎফুর রহমানের মতামতকে সমর্থন করেন। বিষয়টির উপর আলোচনা করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

ভারতীয় তোষা পাট জাত নবীন (জেআর-৫২৪) বাংলাদেশে ছাড়করণ প্রক্রিয়া পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। (দায়িত্বঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্যসূচী-৭

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বোনা আউশ ধানের প্রস্তাবিত (ক) বিআর ৬০৫৮-৬-৩-৩ ও (খ) বিআর ৫৫৪৩-৫-১-২-৪ কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে ব্রি ধান ৪২ ও ব্রি ধান ৪৩ হিসাবে ছাড়করণ প্রসঙ্গে ঃ

(ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৪২ জাতটিতে আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রস্তাবিত ব্রিধান-৪২ এর জীবনকাল বোনা আউশ মৌসুমের উফশী জাত বিআর-২৪ এর চেয়ে প্রায় এক সপ্তাহ আগাম এবং গড়ে প্রায় এক টন ফলন বেশি হয়। বিআর-২৪ জাতটি কেবল বৃষ্টি বহুল এলাকার জন্য উপযোগী। পক্ষান্তরে প্রস্তাবিত জাতটি বোনা আউশ মৌসুমের খরা প্রবণ ও বৃষ্টি বহুল উভয় এলাকার জন্য উপযোগী।

উক্ত জাতটি ২০০৩ সনে বোনা আউশ মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, যশোর, বরিশাল, রাজশাহী ও কুমিল্লা) ৭টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৭টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। মূল্যায়ন দল ১টি স্থানে পুনঃ মূল্যায়নের নিমিত্তে সুপারিশ করেছেন ও একটি স্থানে প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাতের চেয়ে আগাম ও বেশি ফলনশীল বলে মন্তব্য করেছেন তবে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়নি। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ২০০১ এবং ২০০২ মৌসুমে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস (DUS) টেস্ট সম্পন্ন করে জাতের বর্ণনা (Varietal descriptors) তৈরী করে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য (Distinct Characters) চিহ্নিত করেছে।

(খ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৪৩ জাতটিতে আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ জাতটির জীবনকাল বোনা আউশ মৌসুমের উফশী জাত বিআর-২৪ এর চেয়ে প্রায় ৪-৫ দিন আগাম এবং গড়ে প্রায় এক টন ফলন বেশি হয়। বিআর-২৪ জাতটি কেবল বৃষ্টিবহুল এলাকার জন্য উপযোগী। পক্ষান্তরে প্রস্তাবিত জাতটি বোনা আউশ মৌসুমের খরা প্রবণ ও বৃষ্টিবহুল উভয় এলাকার জন্য উপযোগী।

উক্ত জাতটি ২০০৩ বোনা আউশ মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, যশোর, বরিশাল, রাজশাহী ও কুমিল্লা) ৭টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৭টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। মূল্যায়ন দল একটি স্থানে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করে নাই এবং অন্য ১টি স্থানে কোন মন্তব্য করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ২০০১ এবং ২০০২ মৌসুমে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস (DUS) টেস্ট সম্পন্ন করে জাতের বর্ণনা (Varietal descriptors) তৈরী করে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য (Distinct characters) চিহ্নিত করেছে।

সদস্যসচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড জাত দুটি ছাড়করণের ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি আছে কিনা জানতে চায়। জাত দুটির ছাড়করণের ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি না থাকায় ছাড়করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

সিদ্ধান্ত ঃ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৬০৫৮-৬-৩-৩ এবং বিআর ৫৫৪৩-৫-১-২-৪ কৌলিক সারি দু'টি উফশী আগাম জাত এবং খরা প্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী বিবেচনা পূর্বক প্রস্তাবিত জাত দু'টিকে বোনা আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য যথাক্রমে ব্রি ধান-৪২ ও ব্রিধান-৪৩ হিসাবে ছাড়করণের নিমিত্তে কারিগরী কমিটির ৪৭তম সভার সুপারিশ বিবেচনা করে ছাড়করণ করা হলো (বাস্তবায়নে: বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্যসূচী-৮

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক গমের প্রজনন বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার মান ৮৫% ভাগ থেকে কমিয়ে ৮০% করা প্রসঙ্গে ঃ

গমের প্রজনন বীজের অঙ্কুরোদগমের ক্ষমতার মান সর্বনিম্ন ৮৫% নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু ধানের প্রজনন বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার মান সর্বনিম্ন ৮০%। ধানের বীজের খোসা (আবরণ) থাকায় বাহিরের আর্দ্রতা শোষণ থেকে বীজকে রক্ষা করতে পারে, কিন্তু গমের বীজে কোন আবরণ না থাকার ফলে সহজে আর্দ্রতা গ্রহণ করতে পারে ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। গম কাটার মৌসুমে সাধারণত: কিছু বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এবং বেশি বৃষ্টিপাত হলে গম মাড়াই করে রোদে শুকিয়ে কুলরুমে বীজে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে কিন্তু ঘন ঘন লোডশেডিং এর ফলে বীজাগারে সঠিক তাপমাত্রা রাখা সম্ভব হয় না। ফলে প্রতি বৎসরই প্রজনন বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সর্বনিম্ন ৮৫% এ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে নতুন জাতের প্রজনন বীজের অঙ্কুরোদগম মানসম্মত না হওয়ার ফলে বিএডিসি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বীজ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। তাই ধানের মত গমের প্রজনন বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার মান সর্বনিম্ন ৮০%-এ নির্ধারণ করার জন্য প্রস্তাব করেছেন।

সদস্য-সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড গমের প্রজনন বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার মান ৮৫% থেকে কমিয়ে ৮০% করার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। ড. মোঃ লুৎফুর রহমান আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন যে, ৪০টি নমুনার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতের মাত্র ৮টি নমুনার অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৮৫% এর নিচে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রজনন গম বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সাধারণভাবে ৮০% হলে, ভিত্তি বীজ, প্রত্যায়িত বীজ ও মান ঘোষিত বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৮০% এর নিচে নির্ধারণের বিবেচনা করা হবে। নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, প্রজনন গম বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৮৫% রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু মহা-পরিচালক, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রজনন গম বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৮০% করার পক্ষে মতামত দেন। মহা-পরিচারক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন যে, প্রজনন বীজ কম হলে ভিত্তি বীজ কম হবে, ভিত্তি বীজ কম হলে প্রত্যায়িত বীজ ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন কম হবে, এ বিবেচনায় প্রজনন গম বীজের সরবরাহ বেশি রাখার উদ্দেশ্যে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার হার ৮৫% হতে ৮০% করার সুপারিশ করেছে।

চেয়ারম্যান, বিএডিসি প্রজনন গম বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৮৫% রাখার পক্ষে মত দেন, তবে বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেক্ষেত্রে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৮৫% থেকে ৮০% করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। সভায় সকল সদস্য তাঁর এই মতামতকে সমর্থন করেন। আলোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

প্রজনন গম বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার মান ৮৫% এ বহাল থাকবে।

আলোচ্যসূচী-৯

বীজ প্রত্যয়ন ফি পুন:নির্ধারণ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি বীজ পরীক্ষার ফি পুন: নির্ধারণ করার নিমিত্তে নিম্নবর্ণিতভাবে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করেছেন।

(ক) প্রতি ফসলের জাত ও শ্রেণীভিত্তিক প্রতি হেক্টর বা অংশ বিশেষের জন্য মাঠ প্রত্যয়ণ ফি–	২৫ টাকা
(খ) অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষার ফি (প্রতি নমুনা)	২৫ টাকা
(গ) বিশুদ্ধতা পরীক্ষার ফি (প্রতি নমুনা)	২৫ টাকা
(ঘ) আর্দ্রতা পরীক্ষার ফি (প্রতি নমুনা)	২৫ টাকা
(ঙ) বীজ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ফি (প্রতি নমুনা)	৫০ টাকা

বীজ আইন ও বিধিমালার আলোকে বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা হয় এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বীজ আইন ও বিধিমালার আলোকে বীজ প্রত্যয়ন ফি নির্ধারিত হারে বহাল থাকবে।

আলোচ্যসূচী-১০

বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন ও বিপণনকারীদের কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন গ্রহণ প্রসঙ্গে ঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২১ অক্টোবর/২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত যশোর জেলার সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভায় বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন ও বিপণনকারীদের নিবন্ধন কৃষি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত না রেখে জেলা পর্যায়ে নিবন্ধন প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হলে নিবন্ধন কাজ ত্বরান্বিত হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয় এবং বাজারে যাতে নিম্নমানের বীজ বিক্রয় না হয় সেজন্য জেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অভিযান চালানো যেতে পারে।

বর্ণিত অবস্থায় বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন ও বিপণনের নিবন্ধন প্রদানের ক্ষমতা জেলা পর্যায়ে সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট ন্যস্ত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

উল্লেখ্য জাতীয় বীজ নীতির ৯.৩ ধারায় বীজ ডিলার নিবন্ধীকরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বীজ আমদানি করতে, উদ্ভাবিত নতুন জাত নিবন্ধন করতে বা লেবেল কন্টেইনারে বীজ যেকোন ব্যক্তি বা কোম্পানী অথবা সংস্থাকে জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধীকৃত হতে হবে। এই নিবন্ধন প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ সাপেক্ষে আপনা-আপনি সম্পন্ন হবে। আবার বীজ বিধিমালা, ১৯৯৮-এর ৮ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, Application for Registration of Seed Dealers:-

(1) The application for registration of Seed Dealer shall be in form-II.

(2) On receipt of and application under sub-rule (1) the Board may cause checking the correctnes of the information provided in the application and give decision on the application under intimation to the applicant.

(3) Where the Board grants the application, it shall issue a certificate of registration.

উল্লেখিত ধারার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, বীজ ডিলার নিবন্ধনের জন্য The Seed Rules, 1998-এ বর্ণিত ফর্ম আবেদনপত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। আবেদনপত্র গ্রহণের পর আবেদন পত্রে আবেদনকারীর দেয়া তথ্য জাতীয় বীজ বোর্ড সঠিকভাবে যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিবে এবং বোর্ড কর্তৃক যে আবেদনটি গৃহীত হবে, সে আবেদনের উপর নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইস্যু করবে।

উল্লেখ্য, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের পক্ষে মহা-পরিচালক বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বীজ ডিলার নিবন্ধনের সকল কার্যক্রম সম্পাদন করবেন। উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় ৮২৫ জন বীজ ডিলার নিবন্ধন করা হয়েছে। সদস্য-সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ডে উপস্থাপন করলে সভার সকল সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন আলোচনা পর্যালোচনাক্রমে বর্তমান পদ্ধতি চালু রাখার পক্ষে মতামত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

বীজ ডিলার নিবন্ধন প্রক্রিয়া বর্তমান পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে।

আলোচ্যসূচী-১১ ঃ বিবিধ

ক) বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব এঁফ আর মালিক থেকে ৬টি প্রস্তাব;

খ) সীড ম্যান সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব বি.আই. সিদ্দিক থেকে ৬টি প্রস্তাব;

গ) কৃষক প্রতিনিধি জনাব মোঃ গিয়াসউদ্দিন খান এর নিকট থেকে ৩টি প্রস্তাব;

ঘ) বাংলাদেশ বীজ উৎপাদন কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান জনাব আনোয়ারুল হক এর নিকট থেকে একটি প্রস্তাব;

সদস্য-সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ডে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন। সীডম্যান সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব বি.আই. সিদ্দিক জাতীয় বীজ বোর্ড পুনগঠনের দাবি করেন। তিনি বলেন যে, বীজ (সংশোধনী) আইন-১৯৯৭ অনুসারে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ২৫-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিধান রয়েছে। বর্তমানে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১৮ জন। ৭টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যভুক্ত করার জন্য মতামত প্রদান করেন। সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টির উপর ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে মর্মে সভাপতি জানান।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এ এস এম আব্দুল হালিম)
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট-ঠ

১৯.০৬.২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪-তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

(স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	স্বাক্ষর
১।	মোহাম্মদ ইসমাইল, চেয়ারম্যান	বিএডিসি	অস্পষ্ট
২।	ডঃ মোঃ নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান	বিএআরসি	,,
৩।	ডঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম, মহাপরিচালক	বিএআরআই	,,
৪।	ডঃ এ. আর. গোমেস্তা, পরিচালক (গবেষণা)	ব্রি	,,
৫।	মোঃ আঃ ছালাম, সিএস ও এবং প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ,	ব্রি	,,
৬।	মোঃ আব্দুল বাতেন, নির্বাহী পরিচালক	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	,,
৭।	মোঃ শামসুদ্দিন, মুখ্য বীজ প্রত্যয়ন অফিসার	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।	,,
৮।	আব্দুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক, ভ্যারাইটি টেস্টিং	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	,,
৯।	মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন, কৃষক প্রতিনিধি	ঢাকা	,,
১০।	এফ আর মালিক, সভাপতি	বিবিএসজিডিএমএ	,,
১১।	বি, আই, সিদ্দিক, সভাপতি	বাংলাদেশ সীড ফেডারেশন	,,
১২।	প্রফেসর মঈনুদ্দীন আহমদ, পরিচালক সীড প্যাথলজি সেন্টার	বাকৃবি, ময়মনসিংহ	,,
১৩।	এম. আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান	এবিসিডি	,,
১৪।	প্রফেসর লুৎফর রহমান	বাকৃবি. ময়মনসিংহ	,,
১৫।	ডঃ শামসুদ্দিন আহমেদ, সিএসও (প্রজনন বিভাগ)	বিজেআরআই	,,
১৬।	ডঃ ফিরোজ শাহ সিকদার, পরিচালক (কৃষি)	বিজেআরআই	,,
১৭।	মোঃ আঃ খালেক, সহঃ বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং	কৃষিমন্ত্রণালয়	,,
১৮।	মোঃ তারিক হাসান, মহাপরিচালক	ডিএই	,,
১৯।	ডঃ এম. এ. হামিদ, মহাপরিচালক	বিনা	,,
২০।	মোঃ সামছুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, বীজ প্রকল্প	ডিএই	,,

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৫তম সভার (বিশেষভাবে) কার্যবিবরণী

Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2003-এর খসড়া অনুমোদন অভিপ্রায়ে গত ০৪-০৮-২০০৪ইং তারিখের বিকাল ২-৩০ ঘটিকায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৫তম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি জনাব এএসএম আব্দুল হালিম, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা 'পরিশিষ্টি-ড'তে দেখানো হল।

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগতম জানান এবং উল্লেখ করেন যে, Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2003-এর খসড়াটি বিশেষ এবং বিস্তারিতভাবে আলোচনা-পর্যালোচনার অভিপ্রায়ে ১৯-৬-২০০৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভার আলোচ্যসূচী থেকে মূলতবী করা হয়েছিল। আজ এই আলোচ্য বিষয়টির অনুমোদন চূড়ান্তকরণের প্রত্যাশায় উপস্থাপনের জন্য মহা-পরিচালক (বীজ) কে আহ্বান করেন।

মহা-পরিচালক (বীজ) বর্ণনা করেন যে, ১৯৯৫-৯৬ হতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ ও পদক্ষেপের ফসল আলোচ্য Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2003 কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বশেষ ২৬-০১-২০০২ তারিখে গঠিত কমিটি দ্বারা Plant variety protection Act এর Draft ২৭-০৩-২০০৩ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হলে ৭টি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও ২৬টি প্রতিষ্ঠানের নিকট মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত মতামত ও খোলামেলা আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে আরো পরিমার্জিত রূপরেখা ও সুপারিশের উদ্দেশ্যে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে উক্ত খসড়ার উপর ০৮-০৬-২০০৩ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় কৃষি প্রতিমন্ত্রী বিশেষ অতিথি হিসাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন।

কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে ইহার নামকরণ করা হয় 'Plant variety and Farmers' Rights protection Act, 2003'। পরবর্তীতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পুনর্বার মতামত গ্রহণ করা হয়। উহার ভিত্তিতে খসড়াটি সংশোধন ও পরিমার্জনের পর অদ্য অনুমোদন চূড়ান্তের জন্য এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। খসড়া প্রণয়ন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান বোর্ড সভায় আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত আছেন। এ পর্যায়ে মহা-পরিচারক (বীজ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণের সামঞ্জস্য বিধান করে খসড়াটি প্রণয়নের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্তকরণের তাৎপর্য বর্ণনা করার জন্য সভাপতি মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমানকে অনুরোধ করেন। ড. লুৎফর রহমান এই আইনের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

অত:পর সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের নিকট থেকে Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2003-এর খসড়ার প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ ভিত্তিক মতামত আহ্বান করেন। এ পর্যায়ে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি ইউনানী আয়ুর্বেদিক ফেডারেশন হতে আমন্ত্রিত প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন যে, খসড়াটি চমৎকারভাবে প্রণীত হয়েছে। তবে এই আইন কার্যকর করার উদ্দেশ্যে গঠিত কর্তৃপক্ষের মধ্যে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি ইউনানী আয়ুর্বেদিক ফেডারেশন হতে একজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (ফসল), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, উক্ত ফেডারেশন স্টেকহোল্ডার বিবেচিত। রেগুলেটরী বডিতে স্টেকহোল্ডারদেরকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তযুক্ত হবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে আমন্ত্রণ করে মতামত/অবদান গ্রহণ করার বিষয় বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। অধ্যাপক ডঃ লুৎফুর রহমান এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, সমগ্র উদ্ভিদ প্রজাতির প্রতিনিধিত্ব করার ব্যবস্থা রেখে উক্ত আইনের "কর্তৃপক্ষ" গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

অত:পর সভাপতি মহোদয় পুন: অনুচ্ছেদ ভিত্তিক মতামত আহ্বান করেন এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান, বিএডিসি উল্লেখ করেন যে, প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব লিখিতভাবে বিএডিসি এর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ভিত্তিক তিনি উহা উল্লেখ করেন। উপস্থিত সকলে সে আলোকে পর্যালোচনা করে সংযোজন/বিয়োজনে সম্মতি প্রকাশ করেন।

অত:পর আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে–

ক) Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2003 খসড়া বিএডিসি হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে জরুরীভাবে পরিমার্জন করা হবে এবং বাংলা অনুবাদ চূড়ান্তকরণপূর্বক Act প্রণয়নকারী কমিটি উহাকে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার পর আইনে পরিণত করার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে (দায়িত্বে-বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

খ) Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2003 "পরিশিষ্ট–খ" এবং উহার ওপর প্রাপ্ত বিএডিসি-এর মতামত "পরিশিষ্ট-গ" অত্র কার্যবিবরণীর অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

অত:পর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এ এস এম আব্দুল হালিম)
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

০৪.০৮. ২০০৪ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৫তম (বিশেষ) সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

(স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	স্বাক্ষর
১।	মোহাম্মদ ইসমাইল, চেয়ারম্যান	বিএডিসি	অস্পষ্ট
২।	ডঃ মোঃ নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান	সিএআরসি	,,
৩।	সাজ্জাদ আহমেদ, সভাপতি	বাংলাদেশ, হোমিও প্যাথি, আর্যুবেদিক ফেডারেশন	,,
৪।	মোঃ আব্দুল বাতেন, নির্বাহী পরিচালক	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	,,
৫।	ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক	বিএআরসি	,,
৬।	মোঃ আবুল হোসেন, পরিচালক	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।	,,
৭।	মাহবুব আনাম, সভাপতি	বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার ও মার্চেন্টস এসোসিয়েশন	,,
৮।	ডঃ আক্তার হোসেন, উপ-পরিচালক (সবজিবীদ)		,,
৯।	ডঃ এবিএম মফিজুর রহমান, মহাপরিচালক	বিএসআরআই	,,
১০।	ডঃ এম শাহাদাদ হোসাইন, মহাপরিচালক	বিজেআরআই	,,
১১।	ডঃ ফিরোজ শাহ সিকদার, পরিচালক (কৃষি)	বিজেআরআই	,,
১২।	মোঃ মোজাম্মেল হক, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	বিএআরআই	,,
১৩।	মোঃ হাতেম আলী, কৃষক প্রতিনিধি		,,
১৪।	মোহাঃ গিয়াস উদ্দিন খান, কৃষক প্রতিনিধি	ঢাকা	,,
১৫।	মোঃ শামছুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, বীজ প্রকল্প পক্ষে মহা-পরিচালক	ডিএই	,,
১৬।	আঃ রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভিটি)	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।	,,
১৭।	ডঃ মোঃ খায়রুল বাশার, প্রধান কৌলিসম্পদ ও বীজ বিভাগ	ব্রি, গাজীপুর।	,,
১৮।	ডঃ এম.এ. হামিদ, মহাপরিচালক,	বিনা, ময়মনসিংহ	,,
১৯।	প্রঃ মঈনুদ্দীন আহমেদ, পরিচালক, সীড প্যাথলজি সেন্টার,	বাকৃবি, ময়মনসিংহ।	,,
২০।	ডঃ মহিউল হক, মহাপরিচালক	ব্রি গাজীপুর।	,,
২১।	মোঃ লুৎফুর রহমান, প্রফেসর	ব্রাকৃবি, ময়মনসিংহ	,,
২২।	মোঃ আব্দুল খালেক, সহকারী বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং	কৃষিমন্ত্রণালয়	,,
২৩।	এম. আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান	এবিসিডি	,,

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৬তম সভার কার্যবিবরণী

৩০/১২/২০০৪ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১০-০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৬তম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব, জনাব এএসএম আব্দুল হালিম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ঢ'-তে দেখানো হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। অত:পর আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনা শুরু হয়।

আলোচ্যসূচী-১

বিগত ১৯/৬/২০০৪খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ

৫৪তম সভার কার্যবিবরণী ৩/৭/২০০৪ তারিখ কৃষি/বীজ উইং/ বীজ প্রশা-৭০/ ২০০৪/১৭৫ নং স্মারক মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যের নিকট পাঠানো হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর ওপর ইতিপূর্বে কোন মতামত/মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তথাপিও কারও কোন মতামত/মন্তব্য আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাব না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা নিশ্চিত করা হয়। অত:পর মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচী-২

বিগত ১৯/৬/২০০৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

বিগত ১৯/৬/২০০৪খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

আলোচ্যসূচীর ক্রমিক নং	বিষয় ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
৩।	**বিষয় ঃ** "Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2004" এর খসড়া অনুমোদন। **সিদ্ধান্তঃ** যেসব প্রতিষ্ঠান "Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2003"-এর খসড়ার কপি পায়নি, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে খসড়ার কপি দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে খসড়াটির উপর লিখিত মতামত অত্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। পরবর্তীতে বিশেষ সভা আহ্বান করে খসড়াটি অনুমোদন করা হবে। (বাস্ত বায়নে: বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান)।	গত ৪/৮/২০০৪খ্রিঃ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৫তম (বিশেষ) সভায় এবং পরবর্তীতে গত ২১/১০/২০০৪খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় "Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2004" এর খসড়াটি অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত খসড়াটি আইনে পরিণত করার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়াধীন আছে।

৪।	**বিষয় ঃ** আলু বীজ জাত ছাড়করণ পদ্ধতি অনুমোদন। **সিদ্ধান্ত ঃ** প্রস্তাবিত পদ্ধতির মধ্যে পূর্ববর্তী পদ্ধতির মত Insect Reaction টেস্ট ব্যবস্থা বহাল থাকবে এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য কারিগরী কমিটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে। (বাস্ত বায়নেঃ কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয় ও TCRC, বারি)।	৩/৭/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের কৃষি/বীজ উইং/বীজ প্রশা-৭০/২০০৪/১৭৫ নং স্মারকের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে অত্র দপ্তরের ১৮৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অত্র মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য সভাপতি, কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছে এবং বিষয়টি আলোচ্যসূচী-৬ এ অন্তর্ভুক্ত আছে।
৫।	**বিষয়ঃ** অঘোষিত ফসলের জাত নিবন্ধন। **সিদ্ধান্ত ঃ** পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক উভয় জাত নিবন্ধন জারী পত্রের (ঘ) অনুচ্ছেদের "যদি থাকে" শব্দটি বিলুপ্ত হবে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় জাত নিবন্ধন জারী পত্রে ফসলের পরে যথাক্রমে "মুক্ত-পরাগায়িত" ও "হাইব্রিড" শব্দ দুটি বসাতে হবে। (বাস্তবায়নে- বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।	বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৬।	**বিষয় ঃ** ভারতীয় তোষা পাট জাত নবীন (জেআরও-৫২৪) বাংলাদেশে মূল্যায়ন ও ছাড়করণ প্রক্রিয়া। **সিদ্ধান্ত ঃ** ভারতীয় তোষা পাট জাত নবীন (জেআরও-৫২৪) বাংলাদেশে ছাড়করণ প্রক্রিয়া পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। (দায়িত্বঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।	অত্র উইং এর কৃষি/বীজ উইং/ বীজ প্রশা-৬৫ (১)/ ২০০২/৩৫৯, তাং-১১/৯/২০০৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সদস্য সচিব, কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডকে এ বিষয়ে প্রচলিত নিয়মনীতির আলোকে বাংলাদেশে ছাড়করণ বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সভায় আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে, সদস্যসচিব কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড অতিসত্বর এ বিষয়ে মতামত/সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণ করবে।
৭।	**বিষয় ঃ** বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বোনা আউশ ধানের প্রস্তাবিত (ক) বিআর-৬০৫৮-৬-৩-৩ ও (খ) বিআর-৫৫৪৩-৫-১-২-৪ কৌলিক সারি দু'টি যথাক্রমে ব্রিধান-৪২ ও ব্রি-ধান-৪৩ হিসেবে ছাড়করণ প্রসঙ্গে। **সিদ্ধান্ত ঃ** বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর- ৬০৫৮-৬-৩-৩ এবং বিআর-৫৫৪৩-৫-১-২-৪ কৌলিক সারি দুটি উফশী আগাম জাত এবং খরাপ্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী বিবেচনা পূর্বক প্রস্ত াবিত জাত দু'টিকে বোনা আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য যথাক্রমে ব্রিধান-৪২ ও ব্রিধান-৪৩ হিসেবে ছাড়করণের নিমিত্তে কারিগরী কমিটির ৪৭তম সভার সুপারিশ বিবেচনা করে ছাড়করণ করা হলো (বাস্ত বায়নেঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।	অত্র উইং এর কৃষি/বীজ/উইং/ বীজ প্র-৭(২)/৯৩/ ২৫০, তারিখঃ ২৮/৭/২০০৪ খ্রিঃ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়েছে।

৮।	**বিষয় ঃ** বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক গমের প্রজনন বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার মান ৮৫% ভাগ থেকে কমিয়ে ৮০% করা প্রসঙ্গে। **সিদ্ধান্ত ঃ** গম বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার মান ৮৫% -এ বহাল থাকবে।	৭/৭/২০০৪খ্রিঃ তারিখের কৃষি/বীজ উইং/ বীজ প্রশা-৭০/২০০৪/১৮৫ নং স্মারকের মাধ্যমে মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে অবহিত করা হয়েছে।
৯।	**বিষয় ঃ** বীজ প্রত্যয়ন ফি পুন: নির্ধারণ। সিদ্ধান্ত: বীজ আইন ও বিধিমালার আলোকে বীজ প্রত্যয়ন ফি নির্ধারিত হারে বহাল থাকবে।	৭/৭/২০০৪খ্রিঃ তারিখের কৃষি/বীজ উইং/ বীজ প্রশা-৭০/২০০৪/১৮৬ নং স্মারকের মাধ্যমে পরিচারক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে অবহিত করা হয়েছে।

আলোচ্যসূচী-৩

মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় সভায় উপস্থাপন করেন যে, বিগত ৯/৯/১৯৯৮ইং তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪০তম (বিশেষ) সভায় কারিগরী কমিটির সুপরিশক্রমে মল্লিকা সীড কোম্পানী কর্তৃক আমদানি ও ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের সিএনএসজিসি-৬ (সোনার বাংলা-১) জাতটি ৩ বছর মেয়াদে বিক্রয় ও চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে অনুমোদন প্রদান করা হয়। তবে শর্ত থাকে যে, জাতটি চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ পূর্বক ৪র্থ বছর থেকে সম্পূর্ণ স্থানীয়ভাবে দেশে বীজ উৎপাদন করে বাজারজাত করতে হবে, অন্যথায় জাতটির অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর অন্য কোন হাইব্রিড জাত অনুমোদন করা হবে না। পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, মেসার্স মল্লিকা সীড কোম্পানীর অনুকূলে ছাড়কৃত সিএনএসজিসি-৬ জাতের হাইব্রিড ধানের স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন কর্মসূচীর ফলাফল সন্তোষজনক নয়। সে প্রেক্ষিতে ডিসেম্বর ২৪, ২০০৩ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশিত নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন, কার্যক্রম, পরিদর্শন, মূল্যায়ন ও বিদেশ থেকে বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির ৩০/৯/২০০৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভায় মল্লিকা সীড কোম্পানীকে প্যারেন্ট লাইন এর বীজ ব্যতীত ২০০৪-২০০৫ সনের বোরো মৌসুমে বাজারজাতকরণের জন্যে সিএনএসজিসি-৬ জাতের এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়া হয় নাই। কিন্তু বিগত ১৩/১১/২০০৪ইং তারিখে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় হাইব্রিড ধান বীজ সোনার বাংলা-১ (সিএনএসজিসি-৬) জাতের বাজারজাতকরণ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত পরিবেশক মল্লিকা-নর্থসাউথ সীড কোম্পানী ও বাজারজাতকরণ কোম্পানী ইস্ট-ওয়েস্ট সীড (বাংলাদেশ) লিঃ এর সাথে সিএনএসজিসি-৬ জাতের হাইব্রিড ধানের বৈধ সংশ্লিষ্টতা না থাকায় এ বিষয়ে উক্ত কোম্পানীদ্বয়কে ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্যে অনুরোধ করা হয়। উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে মল্লিকা সীড কোম্পানী উল্লেখ করে যে, মল্লিকা কোম্পানীর একটি সিস্টার কোম্পানী হল মল্লিকা-নর্থসাউথ সীড কোম্পানী লিঃ। মল্লিকা সীড কোম্পানী আরও উল্লেখ করে যে, মল্লিকা সীড কোম্পানী তাদের হাইব্রিড ধান বীজ সিএনএসজিসি-৬ এর বাজারজাতকরণের স্বত্ব পাঁচ (২০০৪-২০০৮) বছরের জন্য ইস্ট-ওয়েস্ট কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ কে প্রদান করেছে। অনুরূপভঅবে ইস্ট-ওয়েস্ট সীড কোম্পানীও এ বিষয়ে উল্লেখ করে যে, মল্লিকা সীড কোম্পানী তাদের হাইব্রিড ধান বীজ সিএনএসজিজি-৬ এর বাজারজাতকরণের স্বত্ব পাঁচ (২০০৪-২০০৮) বছরের জন্য তাদেরকে প্রদান করেছে। উক্ত ব্যাখ্যা হতে অনুধাবন করা যায় যে, মল্লিকা সীড কোম্পানী তার কথিত সিস্টার কোম্পানী মল্লিকা-নর্থসাউথ সীড কোম্পানী দ্বারা ইস্ট-ওয়েস্ট সীড (বাংলাদেশ) লিঃ কোম্পানীর সাথে সিএনএসজিসি-৬ জাতের হাইব্রিড ধান বীজ বাজারজাতকরণের স্বত্ব বিনিময় বিষয়টি সঠিক নয়। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করেন যে, বিষয়টির উপর তদন্ত করে একটি রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে অনুরোধ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় এ' কার্যক্রমের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ করেন।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মহা-পরিচালক ডিএই বলেন যে, এক বছরের বীজ অন্য বছরে এবং এক কোম্পানীর বীজ অন্য কোম্পানীর মাধ্যমে বিক্রয় করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন নেওয়া উচিত ছিল। চেয়ারম্যান, বিএডিসি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, ইতোপূর্বে বিএডিসি উৎপাদিত এক বছরের বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রয়ের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল।

নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, মহা-পরিচারক, ডিএই- এর সাথে একমত পোষণ করে বলেন যে, কোম্পানী বদলাতে হলে অবশ্যই জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট আবেদন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলোচ্যসূচী-৪

বোরো/২০০৩-২০০৪ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির ৪৮তম সভার সুপারিশ বিবেচনাকরণ ঃ

মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় সভায় উপস্থাপন করেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৮তম কারিগরী কমিটির আলোচ্যসূচী-৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, গত বোরো ২০০৩-২০০৪ মৌসুমে আফতাব বহুমূখী ফার্ম লিঃ এর এলপি-৫০ নামক হাইব্রিড ধান বীজ দেশের ৬টি কৃষি অঞ্চলে (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। উক্ত অঞ্চলসমূহের মাঠ মূল্যায়ন দলের মূল্যায়ন ফলাফল প্রতিবেদন চেক জাতের সাথে প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসহ ফলনের তারতম্যের হার বিশ্লেষণ করা হয়। এতে দেখা যায় ৬টি অঞ্চলের মধ্যে অনস্টেশন ও অনফার্মে এলপি-৫০ জাতটি কুমিল্লা এবং যশোর অঞ্চলে চেক জাত ব্রি ধান-২৮ অপেক্ষা ২০% অধিক ফলন পাওয়া গেছে। এর ভিত্তিতে কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড আফতাব মহুমূখী ফার্ম লিঃ-এর এলপি-৫০ হাইব্রিড ধানের জাতটি কুমিল্লা এবং যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করেছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ২৭/১১/২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫১তম সভায় আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ কর্তৃক আমদানিকৃত এলপি-৫০ হাইব্রিড ধানের জাতটি বোরো মৌসুমের জন্য ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়। আলোচনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৮তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে আফতাব বহুমূখী ফার্ম লিঃ এর এলপি-৫০ হাইব্রিড ধানের জাতটি কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হল এবং এতদ্সঙ্গে যে শর্তাবলী সাপেক্ষে জাতটি বোরো মৌসুমের জন্য ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছিল উহা বহাল থাকবে।

আলোচ্যসূচী-৫

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত (ক) বারি আলু-২১ (প্রভেন্টো) ও (খ) বারি আলু-২২ (জার্মপ্লাজম-৮৮.১৬৩) জাত দু'টির ফলাফল পর্যালোচনা ঃ

বিগত কয়েক বছর যাবত বেশ কিছু বিদেশী জাত বিএআরআই-এর কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রভেন্টো ও জার্মপ্লাজম ৮৮.১৬৩ প্রতিশ্রুতিশীল ভাল জাত হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

(ক) **প্রুভেন্টোঃ** কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত ও আংশিক হেলানো। পাতা ঘন ও হালকা সবুজ। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। টিউবার ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি হয়। আলুর রং হলুদাভ সাদা। আলুর শাঁসের রং হলুদাব সাদা। গায়ে অগভীর চোখ আছে। এ জাতের চাষাবাদের জন্য ভিন্ন কোন পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন হবে না। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটির সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট ও কার্ডিনালের চেয়ে উত্তম। এ জাতটি লবণাক্ত এলাকায় ভাল ফলন দিয়েছে।

বিগত কয়েক বছরের গবেষণায় দেখা যায় যে, এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট ও কার্ডিনালের চেয়ে কিছুটা বেশি। ২০০০-২০০১ইং সনে কৃষকের মাঠে ফলন যাচাই করার জন্য ৪টি অঞ্চলে এ জাতটি চাষ করা হয়। পরীক্ষায় প্রুভেন্টোর ফলন ছিল ৩১.০৫ টন/হেক্টর যা ডায়ামন্ট (২৯.৪০ টন/হেক্টর) এবং কার্ডিনাল (২৯.২২ টন/হেক্টর) থেকে বেশি। লবণাক্ত এলাকায় এ জাতটির ৩ বছরের গড় ফলন ছিল ২২.৪৩ টন/হেক্টর যা কার্ডিনাল (২১.১৬ টন/হেক্টর) এবং ডায়ামন্ট (১৯.২৬ টন/হেক্টর) এর চেয়ে বেশি।

উক্ত জাতটি ২০০১-২০০২ মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী) ৬টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানের মধ্যে ঢাকা অঞ্চলের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র গাজীপুর এবং ধামরাই প্রস্তাবিত জাতটির ফলন চেক জাত হতে বেশি পাওয়ায় ও রাজশাহী অঞ্চলের তানোর এলাকায় জাতটি দেখতে সুন্দর, মসৃন এবং আঠালো প্রভৃতি গুণাবলী ও অপেক্ষাকৃত ফলন ভাল বিধায় মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। মাইজদী, নোয়াখালী ট্রায়াল কেন্দ্রে আলু চুরি হয়ে যাওয়ায় আলু অগ্রিম উত্তোলন করা হয়েছিল বিধায় ফলন নিরুপণ করা সম্ভব হয়নি। বরিশাল ও যশোর অঞ্চলে সার্বিক বিবেচনায় জাতটি ভাল নয় বিধায় ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়নি। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-২০০২ মৌসুমে পরপর দুই বছর প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস (DUS) টেস্ট সম্পন্ন করে জাতের বর্ণনা (Varietal description) তৈরি হয়েছে এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য (Distinct characters) চিহ্নিত করা হয়েছে।

(খ) **জার্মপ্লাজম ৮৮.১৬৩ ঃ** কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৫/৬টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত ও খাড়া। পাতা ঘন, চিকন ও গাঢ় সুবজ। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। টিউবার ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির হয়। আলুর রং গাঢ় লাল। আলুর শাসের রং হলুদাব সাদা। গায়ে অগভীর চোখ আছে। এ জার্মপ্লাজমটি চাষাবাদের জন্য ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন হবে না। স্বাভাবিক পরিবেশে জার্মপ্লাজমটির সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট ও কার্ডিনালের মতই। দেশে লবণাক্ত এলাকার জন্য এ জার্মপ্লাজমটি সবচেয়ে ভাল।

বিগত কয়েক বছরের গবেষণায় দেখা যায় যে, এ জার্মপ্লাজমটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট ও কার্ডিনালের সমকক্ষ। তবে জাতটি অবক্ষয়ের মাত্রা অন্যান্য যে কোন জাতের চেয়ে কম। ২০০০-২০০১ইং সনে কৃষকের মাঠে ফলন যাচাই করার জন্য ৪টি অঞ্চলে এ জাতটি চাষ করা হয়। পরীক্ষায়

৮৮.১৬৩ জার্মপ্লাজমটির ফলন ছিল ২৮.৬৭ টন/হেক্টর যা ডায়ামন্ট (২৯.৪০ টন/হেক্টর) এবং কার্ডিনাল (২৯.২২ টন/হেক্টর) এর সমপর্যায়। লবণাক্ত এলাকায় এ জার্মপ্লাজমটির ৩ বছরের গড় ফলন ছিল ২৪.১০ টন/হেক্টর যা কার্ডিনাল (২১.১৬ টন/হেক্টর) এবং ডায়ামন্ট (১৯.২৬ টন/হেক্টর)এর চেয়ে বেশি।

উক্ত জাতটি ২০০১-২০০২ মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী) ৬টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানের মধ্যে ঢাকা অঞ্চলের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর, বরিশাল অঞ্চলের কলাপাড়া, পটুয়াখালী এবং যশোর অঞ্চলের কপিলমনি, সাতক্ষীরা মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতটিকে চেক জাত হতে অপেক্ষাকৃত ভাল ফলন, লাল রং এবং আঠালো প্রভৃতি গুণাবলীর জন্য ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। মাইজদি, নোয়াখালী ট্রায়াল কেন্দ্রে আলু চুরি হয়ে যাওয়ায় আলু অগ্রিম উত্তোলন করা হয়েছিল বিধায় ফলন নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। ঢাকা অঞ্চলের ধামরাই এলাকায় চেক জাত হতে ফলন কম হওয়ায় ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়নি। রাজশাহী অঞ্চলের তানোর এলাকায় জাতটিকে পুনঃ ট্রায়াল স্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-২০০২ মৌসুমে পরপর দুই বছর প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস (DUS) টেস্ট সম্পন্ন করে জাতের বর্ণনা (Varietal description) তৈরি হয়েছে এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য (Distinct characters) চিহ্নিত করা হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির সুপারিশকৃত প্রুভেন্টো জাতটি ঢাকা অঞ্চলসহ দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে এবং ৮৮.১৬৩ জার্মপ্লাজমটি ঢাকা অঞ্চলসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে লবণাক্ত এলাকায় চাষাবাদের নিমিত্তে যথাক্রমে বারি আলু-২১ ও বারি আলু-২২ হিসেবে ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৬

আলু বীজের জাত ছাড়করণ মূল্যায়ন পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়ে কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সুপারিশ বিবেচনাকরণঃ

কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবহার ও রপ্তানীযোগ্য জাতগুলোর ক্ষেত্রে ২ বছরের এবং সাধারণ জাতসমূহের ক্ষেত্রে ৩ বছরের ট্রায়ালের প্রচলন করার নিমিত্তে "Revised procedure of potato variety evaluation system in Bangladesh (Exotic & Locally developed)" পদ্ধতিটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছে। আলোচনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৯তম (বিশেষ) সভার সুপারিশের ভিত্তিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবহার ও রপ্তানীযোগ্য জাতগুলোর ক্ষেত্রে ২ বছর ও সাধারণ জাতগুলোর ক্ষেত্রে ৩ বছর ট্রায়ালের প্রচলন করার নিমিত্তে "Revised procedure of potato variety evaluation system in Bangladesh (Exotic & Locally developed)-2004" পদ্ধতিটি অনুমোদন করা হলো (দায়িত্ব: বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও টিসিআরসি)।

(খ) আলু বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সুপারিশমালা এক সপ্তাহের মধ্যে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে (দায়িত্ব: টিসিআরসি ও এসসিএ)।

আলোচ্যসূচী-৭

বীজ আলুর গ্রেড পুনঃ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয় ঃ

কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, বিএডিসি'র প্রস্তাবিত বীজ আলুর গ্রেড ২টি যথা ২০-২৭মিঃমিঃ (আন্ডার সাইজ) ও ৫৬-৬০ মিঃমিঃ (ওভার সাইজ) অনুমোদনের নিমিত্তে বিএডিসি'র ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করেছে। উক্ত সাইজের ভিত্তি বীজ আলু শুধুমাত্র বিএডিসি'র নিজস্ব খামারে বীজ আলু উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে হবে। কৃষকের মধ্যে বিতরণ বা বিক্রি করা যাবে না। আলোচনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বিএডিসির প্রস্তাবিত ভিত্তি বীজ আলুর গ্রেড ২টি যথা– (২০-২৭) মিঃমিঃ (আন্ডার সাইজ) ও (৫৬-৬০) মিঃমিঃ (ওভার সাইজ) অনুমোদন করা হলো। তবে, উক্ত সাইজের ভিত্তি বীজ আলু শুধুমাত্র বিএডিসি'র নিজস্ব খামারে বীজ আলু উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে হবে। কৃষকের মধ্যে বিতরণ বা বিক্রি করা যাবে না (দায়িত্ব: বিএডিসি)।

আলোচ্যসূচী-৮

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৪৮ ও ৪৯তম সভার সুপারিশক্রমে উক্ত কমিটিতে ও আখের মূল্যায়ন কমিটিতে সদস্যভুক্ত বিবেচনাকরণ ঃ

(ক) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৪৮তম সভার সুপারিশক্রমে পরবর্তী প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা যোগদান না করা পর্যন্ত কটন এগ্রোনোমিষ্ট, তূলা গবেষনা প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুরকে তূলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ।

(খ) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৪৯তম সভার সুপারিশক্রমে প্রস্তাবিত আখের জাত মূল্যায়নে বিএসএফআইসি পরিচালক-কে অথবা তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধিকে মূল্যায়ন দলে কো-অপ্ট সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তকরণ।

সিদ্ধান্ত ঃ

আলোচনার মাধ্যমে উপরোক্ত প্রস্তাব দুইটি অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচী-৯ ঃ বিবিধ

(ক) পাট বীজ আমদানি প্রসঙ্গে ঃ

মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, দেশে বর্তমানে পাট উৎপাদনের জমির পরিমাণ, মোট বীজের চাহিদা, ভারতীয় পাট বীজের চাহিদার কারণ, প্রতি বছর কি কারণে ও কি পরিমাণ পাট বীজ আমদানি করা হচ্ছে তা উল্লেখ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, জেআরও-৫২৪ জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানির বিধান নেই। তবুও বিশেষ বিবেচনায় আমদানি করা হচ্ছে। অত:পর সভাপতি মহোদয় পাট বীজ আমদানির বিষয়ে উপস্থিত সদস্যদের মতামত জানাতে অনুরোধ করেন। আলোচনায়

অংশগ্রহণ করে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক বলেন যে, যেহেতু বিগত কয়েক বৎসর পাট বীজ আমদানির অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে সেহেতু এ বছর পাট বীজ আমদানির অনুমোদন দেওয়া না হলে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং বিদেশ থেকে অবৈধভাবে পাট বীজ আসবে, কেউ বন্ধ করতে পারবে না। কাজেই পাট বীজ আমদানি বন্ধ করা ঠিক হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী পাট বীজ আমদানি করার জন্য সুপারিশ করেন। চেয়ারম্যান, বিএডিসি কম পরিমাণে পাট বীজ আমদানি করতে সুপারিশ করেন। মহা-পরিচারক, ডিএই বিএডিসি'র পাটবীজ বাড়াতে, কম মূল্যে ও সঠিক সময়ে পাট বীজ সরবরাহ করতে এবং পাট বীজ আমদানি ক্রমে ক্রমে হ্রাস করতে অনুরোধ করেন। ড. সামসুদ্দিন আহমেদ,সিএসও, বিজেআরআই দেশে উৎপাদিত পাট বীজ ও ভারতীয় পাট বীজের মধ্যে একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে মহা-পরিচারক, বীজ উইং বলেন যে, গুণগত মানের দিক দিয়ে আমাদের দেশে পাট বীজ ভাল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অত:পর তিনি এ বছর কি পরিমাণ পাট বীজ আমদানি করা হবে তা সদস্যদের কাছে জানতে চান। মহা-পরিচালক, ডিএই এ বছর ১০০০ মে:টন পাট বীজ আমদানির প্রস্তাব করেন। উপস্থিত সকল সদস্য তাঁর এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

সর্বসম্মতিক্রমে ১০০০ মে:টন পাট বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) কাষ্টম পাট বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে ভারত সফর সংক্রান্ত ঃ

মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, কাষ্টম পাট বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে ভারত সফর সংক্রান্ত বিষয়টি উপস্থাপন করে বলেন যে, বাংলাদেশে কাষ্টম পাট বীজ উৎপাদন করা আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা এ বিষয়ে উপস্থিত সকলের মতামত জানতে চান। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন যে, পাট বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া ডি-হিউমিডিফায়ারে পাট বীজ সংরক্ষণ করে আগাম সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ফলে ভবিষ্যতে পাট বীজের চাহিদা অনেকাংশে মিটানো যাবে। মহা-পরিচালক, বিজেআরআই বলেন যে, আগাম রোপন ও কর্তন করা যায় এমন জাতের পাট ০৭২ উদ্ভাবন করা হয়েছে। কাজেই ভারতীয় JRO-524 ও JRO-874 জাতের পাট বীজ ভারতে উৎপাদনের প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেন। বিএআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান কাষ্টম পাট বীজ উৎপাদন না করার প্রস্তাব করেন। উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দ তাঁর এ প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

আলোচনার মাধ্যমে কাষ্টম পাট বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে ভারত সফর অনুমোদন না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

(এ এস এম আব্দুল হালিম)
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট- ঢ

৩০.১২. ২০০৪ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৬তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা ঃ

(স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	স্বাক্ষর
১।	ডঃ মোঃ নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান	বিএআরসি	অস্পষ্ট
২।	মোঃ মোখলেছুর রহমান, চেয়ারম্যান	বিএডিসি	,,
৩।	মোঃ আব্দুস সাত্তার, মহাপরিচালক	বারি	,,
৪।	মোঃ তারিক হাসান, মহাপরিচালক	ডিএই	,,
৫।	মোঃ জহিরউদ্দিন তালুকদার, মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ)	বিএডিসি	,,
৬।	মোঃ আব্দুল বাতেন, নির্বাহী পরিচালক	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	,,
৭।	ডঃ মোঃ আব্দুস ছালাম, সিএসও এবং প্রধান কৃষিতত্ত্ববিভাগ	বিনা, ময়মনসিংহ	,,
৮।	ডঃ ফিরোজ শাহ সিকদার, মহাপরিচালক (চঃদাঃ)	বিজেআরআই	,,
৯।	ডঃ শামসুদ্দিন আহমেদ, সিএস ও প্রজনন বিভাগ	বিজেআরআই	,,
১০।	মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী বীজ তত্ত্ববিদ	বীজ উইং, কৃষিমন্ত্রণালয়	,,
১১।	আব্দুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভ্যারাইটিং টেস্টিং)	বী.প্র.এ	,,
১২।	মোঃ আবুল হাসেম, পরিচালক	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।	,,
১৩।	ডঃ মোঃ হারুন-অর- রশিদ, প্রধান বৈঃ কর্মকর্তা		,,
১৪।	এফ.আর.মালিক, সভাপতি	বিএসজিএমএ	,,
১৫।	এম. আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান	সেন্টার ফর এগ্রিবিজনেস এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এবিসিডি)	,,
১৬।	মোঃ আঃ খালেক, সহঃ বীজ তত্ত্ববিদ	কৃষিমন্ত্রণালয়	,,
১৭।	ডঃ মহিউল হক, মহাপরিচালক	ব্রি, গাজীপুর।	,,

Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2004 সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী

Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2004 এর বাংলা অনুবাদিত খসড়াটি অনুমোদনের অভিপ্রায়ে গত ০৬.০১.২০০৫ ইং তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জনাব এ এস এম আব্দুল হালিম, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় সভাপতিত্ব করেন।

২। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ণ'-তে দেখানো হলো।

৩। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগতম জানান এবং বিষয়টি অনুমোদনের প্রত্যাশায় উপস্থাপনের জন্য মহা-পরিচালক (বীজ) কে আহ্বান করেন। মহা-পরিচালক (বীজ) সভার গুরুত্ব ও পটভূমি বর্ণনা করেন যে, ১৯৯৫-৯৬ হতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ ও পদক্ষেপের ফসল আলোচ্য Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি দ্বারা ২৭-০৩-২০০৩ তারিখে Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, এর খসড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হলে, উহা ৭টি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও ২৬টি প্রতিষ্ঠানের নিকট মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত মতামত ও খোলামেলা আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে আরো পরিমার্জিত রূপরেখা ও সুপারিশের উদ্দেশ্যে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে উক্ত খসড়ার ওপর বিগত ০৮-০৬-২০০৩ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রী প্রধান অতিথি, কৃষি প্রতিমন্ত্রী বিশেষ অতিথি হিসেবে উদ্বোধনীতে অংশ নিয়েছিলেন।

Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act 2003 নামের খসড়াটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে আরও একবার সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণের জন্য ৫টি মন্ত্রণালয়সহ, ২২টি প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত সকল মতামতের আলোকে Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act 2003 এর খসড়াটি পুন:মার্জিত করা হয়। খসড়াটি আরও পরিমার্জনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত গত ০৪-০৮-২০০৪ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৫তম সভায় এবং পরবর্তীতে গত ২১-১০-২০০৪ইং তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় অনুমোদিত হয়।

মহা-পরিচালক, বীজ আরও উল্লেখ করেন যে, নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইন বাংলা ভাষায় হতে হয়, তাই পরবর্তীতে মূল আইনের খসড়া বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। যদিও মূল আইনের (ইংরেজী প্রণীত) বিভিন্ন ধারা, উপধারায় বর্ণিত বিষয়াদি বিস্তারিত আলোচনার পর সুপারিশের জন্য গৃহীত হয়েছে, কিন্তু বাংলায় অনুবাদের কারণে কোথাও কোন তারতম্য হয়েছে কি-না তা আলোচনা-পর্যালোচনা করে অনুমোদনের অভিপ্রায়ে অদ্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।

সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধে মহা-পরিচালক, বীজ উইং বাংলা অনুমোদিত খসড়াটি শুরু থেকে উপস্থাপন করেন এবং উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৩ শিরোনামে আইনটি ২০০৩ এর বদলে ২০০৫ হিসেবে গণ্য করার এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন করার প্রস্তাব করলে সকল সদস্য তা সমর্থ করেন। অত:পর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অতি: সচিব (পিপিসি), কৃষি মন্ত্রণালয়, পটভূমির প্রথম লাইনে সম্বন্ধীয় এর পরিবর্তে সম্পর্কিত, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ৬ষ্ঠ লাইনে উপজনন এর পরিবর্তে প্রজনন এবং পরিবেশ ও বনমন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মেধাস্বত্বাধিকার সংরক্ষণে বাণিজ্যিক বিষয়াবলী এর পরিবর্তে বাণিজ্যিক বিষয়াবলি মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করার প্রস্তাব করলে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন। আলোচনার মাধ্যমে অনুচ্ছেদ-১ এর প্রথম লাইনে জাতস্বত্ব এর পরিবর্তে জাত, অনুচ্ছেদ-২ এর ক্ষেত্রে ক্রমিক নং- (ক) এ অনুচ্ছেদ-৪ এর পরিবর্তে অনুচ্ছেদ-৩, ক্রমিক নং (ট) এ রূপান্তিত এর পরিবর্তে রূপান্তরিত, ক্রমিক নং- (ঢ), (ণ), (ত) ও (থ) এ বুঝায় এর পরিবর্তে বুঝাবে, ক্রমিক নং- (ন) এ সৃষ্টি এর পরিবর্তে সৃষ্ট, ক্রমিক নং- (ট) ও (ধ) এ মলিকুলার ও জেনোটাইপ শব্দ দুটি ইংরেজীতে বন্ধনীর ভিতরে বসানো এবং ক্রমিক নং- (ধ) এর শেষের লাইনে সংহতিপূর্ণ এর আগের 'যা' শব্দ বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন যে, বাংলা বানান সংশোধন করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এ'প্রসঙ্গে সভাপতি

মহোদয় উল্লেখ করেন যে, উক্ত আইনটি ইংরেজী প্রণীত খসড়াটি বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে, কাজেই ইংরেজি প্রণীত খসড়ার সাথে বাংলায় অনুবাদিত খসড়ার মূল অর্থগত, ভাষাগত ও কারিগরী দিক দিয়ে যথাযথ আছে কি-না, তা আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জন করার আহ্বান করেন। অত:পর সর্বসম্মতিক্রমে অনুচ্ছেদ-৪ এর ক্রমিক নং ১(ক) এর অংশ অনুচ্ছেদ-৩ এর প্রথমে বসানো, অনুচ্ছেদ-৩ এর ক্রমিক নং-১ কে ক্রমিক নং-২ করা, অনুচ্ছেদ-৩ এর প্রথম লাইনের ১২ সদস্য এর পরিবর্তে ১২ জন করা, ক্রমিক নং চ) আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় করা, ক্রমিক নং জ) এ 'সিস্টেম' শব্দ বাদ দেয়া এবং ক্রমিক নং ২ এ ক্ষমতা ও দায়িত্ব এর পরিবর্তে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বসানোর সিদ্ধান্ত হয়। অনুচ্ছেদ-৪ এর ক্রমিক নং সংশোধন করা, ক্রমিক নং-১ (খ) এ, 'কর্তৃপক্ষ হবে পূর্বোক্ত শিরোনামে একটি কর্পোরেট সংস্থা' এর পরিবর্তে কর্তৃপক্ষ অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত বিধানমতে একটি কর্পোরেট সংস্থা বসানো, ক্রমিক নং (গ) এ, "কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কোন স্থানে কর্তৃপক্ষের" এই শব্দগুচ্ছ বাদ দেয়ার এবং ক্রমিক নং ২-এর শেষের দু'লাইন অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের সভাপতি হতে..... নিযুক্ত হবেন পর্যন্ত বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। অনুচ্ছেদ-৭ এর ক্রমিক নং ১(ক) এ বাংলাদেশী নাগরিক এবং/অথবা একজন বৈধ ব্যক্তির এর পরিবর্তে বাংলাদেশী নাগরিক/ বাংলাদেশে বসবাসকারী হবে, ক্রমিক নং ১(খ) এ যিনি শব্দের পরিবর্তে যার, ক্রমিক নং-১(ঘ) এর, প্রথম লাইনে বাংলাদেশী নাগরিক ও বৈধ ব্যক্তি এর পরিবর্তে বাংলাদেশী নাগরিক অথবা বৈধ ব্যক্তি হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

এভাবে আলোচনার মাধ্যমে অনুচ্ছেদ-৭ পর্যন্ত সংশোধন করা হয়। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, এভাবে খসড়াটি সংশোধন করা সময় সাপেক্ষ বিষয়। কাজেই খসড়াটি সংশোধন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি সকল সদস্য সমর্থন করেন। বিএআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান কমিটির সদস্যদের নাম উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৪। আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১) জনাব সৈয়দ নকীব মুসলিম, যুগ্ম-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(২) ডঃ মোঃ আব্দুল রাজ্জাক, সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।

(৩) ডঃ মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, অধ্যাপক, জেনিটিক্স এন্ড প্ল্যান্ড ব্রিডিং, শেরে-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

(৪) প্রতিনিধি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।

কমিটির কার্য-পরিধি ঃ

(ক) উপরোক্ত কমিটি আগামী ৩ সপ্তাহের মধ্যে Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2004 এর বাংলা অনুবাদিত খসড়াটি পরিমার্জন করে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।

(খ) কমিটি প্রয়োজনে আরও একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

৫। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

এ এস এম আব্দুল হালিম
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

০৬.০১. ২০০৫ তারিখ অনুষ্ঠিত Plant Variety and Farmer's Rights Protection, Act সংক্রান্ত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা ঃ

(স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	স্বাক্ষর
১।	ডঃ মোঃ নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান	বিএআরসি	অস্পষ্ট
২।	মোঃ মঈন উদ্দিন, সদস্য পরিচালক, (বীজ ও উদ্যান)	বিএডিসি	,,
৩।	মোঃ আব্দুস সাত্তার, মহা পরিচালক	বারি, গাজীপুর।	,,
৪।	মোঃ আবুল হোসেন, পরিচালক	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।	,,
৫।	ডঃ জিয়া উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিচালক	বিনা	,,
৬।	মোঃ আব্দুল বাতেন, নির্বাহী পরিচালক	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	,,
৭।	ডঃ শামসুদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (কৃষি)	বিজেআরআই	,,
৮।	মোঃ মোজাম্মেল হক, উপ-পরিচালক	ডিএই	,,
৯।	ডঃ মোঃ শরীফুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক	বিএডিসি	,,
১০।	মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক	কৃষি বিপনণ অধিদপ্তর	,,
১১।	ডঃ মোঃ,শহীদুর রশীদ ভূইয়া, অধ্যাপক, জেনেটিক এন্ড প্ল্যান্ট ব্রিডিং	শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	,,
১২।	আকবর হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব		,,
১৩।	মোঃ আব্দুল রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য)	বিএআরসি	,,
১৪।	ডঃ মহিউল হক, মহাপরিচালক	ব্রি গাজীপুর	,,
১৫।	মিহিরকান্তি মজুমদার, যুগ্মসচিব	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	,,
১৬।	ড. গোলাম আলী ফকির, প্রফেসর, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিভাগ	বাকৃবি, ময়মনসিংহ	,,
১৭।	মোঃ আঃ খালেক, বীজতত্ত্ববিদ	কৃষিমন্ত্রণালয়	,,
১৮।	সৈয়দ নকীব মুসলিম, যুগ্ম সচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়	,,

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৭তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

১৪/০২/২০০৫ তারিখ বেলা ১১-০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৭তম (বিশেষ) সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি ও কৃষি সচিব জনাব এ.এস.এম আব্দুল হালিম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ত' তে দেখানো হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের সদস্যসচিব ও মহা-পরিচারক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। অত:পর কার্যপত্রানুযায়ী আলোচনা শুরু হয়।

আলোচ্যসূচী-১

বিএডিসি'র ক্যারিওভার পাট বীজ বিক্রয় এর ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত ঃ

বোর্ডের সদস্য-সচিব বিএডিসি'র ক্যারিওভার পাট বীজ বিক্রয় এর ছাড়পত্র দেয়ার বিষয়টি বোর্ডে উপস্থাপন করে বলেন বিএডিসি তার পত্রে উল্লেখ করেছে যে, চলতি পাট বীজ উৎপাদন মৌসুমে পরপর দু'বার বন্যা ও স্মরণকালের অতি বৃষ্টির কারণে অধিকাংশ পাট বীজ ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে আনুমানিক পাট বীজের প্রাপ্যতা দেশী ৫০ মে:টন ও তোষা ২৩২ মে:টন অর্থাৎ মোট ২৮২ মে:টন। গত মৌসুমের ক্যারিওভার পাট বীজের পরিমাণ ৫৫ মে:টন। এক্ষণে বীজের চাহিদা এবং প্রাপ্যতার স্বল্পতা বিবেচনা করে যে সমস্ত ক্যারিওভার পাট বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমপক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ থাকবে সেগুলো বিশেষ বিবেচনায় ছাড়পত্র দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ রয়েছে।

সভাপতি মহোদয় বিষয়টি সম্পর্কে চেয়ারম্যান, বিএডিসি এর মতামত জানতে চান। চেয়ারম্যান, বিএডিসি বলেন যে, বিএডিসি'র উক্ত ক্যারিওভার পাট বীজের অন্যান্য গুণগত মান ঠিক থাকায় একর প্রতি বীজ বপনের হার বৃদ্ধি করে বপন করা হলে পাট উৎপাদনে ফলনের কোন তারতম্য হবে না। তাই তিনি উক্ত ক্যারিওভার পাট বীজ বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি মহোদয় পাট বীজের আদর্শ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার বিষয়টি জানতে চান। এ প্রসঙ্গে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, পাট বীজের আদর্শ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার হার (সর্বনিম্ন) শতকরা ৮০ ভাগ।

অত:পর সভাপতি মহোদয় আরও জানতে চান যে, ইতোপূর্বে এ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন অনুমোদন দেয়া হয়েছিল কিনা। চেয়ারম্যান বিএডিসি উল্লেখ করেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৯তম সভায় বিএডিসি'র কম গজানো ক্ষমতা সম্পন্ন পাট বীজ বিক্রয়ের জন্য ছাড়পত্র প্রদানের আনুষ্ঠানিক অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বিএআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন যে, বীজ হিসেবে ব্যবহার ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে পাট বীজ ব্যবহার করা যায় না। বিএডিসি বীজ সরবরাহকারী একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান। কাজেই উক্ত বীজ বিক্রয় করা না হলে বিএডিসি তথা সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাছাড়া বন্যার কারণে পাট বীজ নষ্ট হওয়ায় বীজের চাহিদা মিটানোর জন্য কৃষকেরা ভারতীয় নিম্নমানের বীজ ক্রয় করে বপন করতে বাধ্য হবে, ফলে কৃষকেরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উক্ত ক্যারিওভার পাট বীজ জেনিটিক্যালি বিশুদ্ধ থাকলে এবং একর প্রতি বীজ বপনের হার বৃদ্ধি করে বপন করা হলে ফসল উৎপাদনে ফলনের কোন তারতম্য হবে না। কাজেই কমপক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যারিওভার পাট বীজ বিক্রয়ের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। তবে কৃষকেরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করেন। মহা-পরিচালক, ডিএই যথাসময়ে পাট বীজ মাঠ পর্যায়ে সরবরাহের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মহা-পরিচালক, বীজ উইং

ভবিষ্যতে যাতে পাট বীজ ক্যারিওভার না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করেন। উপস্থিত সকল সদস্য উক্ত মতামতের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

বিষয়টির ওপর আলোচনার্থে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

"যে সমস্ত পাট বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমপক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ থাকবে, সেগুলো বিশেষ বিবেচনায় বিক্রয়ের জন্য সুপারিশ করা হলো। তবে বিক্রয়কালে প্রতি কেজিতে ১২৫ গ্রাম অতিরিক্ত বীজ দিয়ে এক কেজির জন্য নির্ধারিত মূল্যে তা চাষী পর্যায়ে বিতরণ করতে হবে। পাট বীজের প্যাকেটে বীজের অঙ্কুরোদগম হার ও একর প্রতি অতিরিক্ত বীজ বপনের বিষয়টি উল্লেখ থাকতে হবে এবং কৃষকেরা যেন প্রতারিত না হয় বিএডিসি-কে তা নিশ্চিত করতে হবে।"

আলোচ্যসূচী ঃ বিবিধ

চলতি ২০০৪-২০০৫ মৌসুমে অতিরিক্ত পাট বীজ আমদানি সংক্রান্ত ঃ

বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং , ডিএই কর্তৃক চলতি ২০০৪-২০০৫ মৌসুমে অতিরিক্ত পাট বীজ আমদানির বিষয়টি উপস্থাপন করে বলেন যে, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং আবেদনে উল্লেখ করেছে চলতি ২০০৪-২০০৫ মৌসুমের জন্য বরাদ্দ প্রাপ্ত ১,০০০ (এক হাজার) মে:টন পাট বীজ এর বিতরণ প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। ইতোমধ্যে ওয়ার্ল্ড টেক সীড এন্ড ফুড প্রডাকশন সার্ভিসেস আরও ৫০০ (পাঁচশত) মে:টন পাট বীজ আমদানি অনুমতির বিশেষ বরাদ্দ দেয়ার জন্য আবেদন করেছেন। অত:পর মহা-পরিচালক, বীজ উইং বিষয়টি অদ্য সভায় উপস্থাপনের পটভূমি উল্লেখ করে বলেন যে, গত ৩০/১২/২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৬-তম সভায় দেশে পাট বীজের সার্বিক অবস্থা ও চাহিদার বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে ১,০০০ মে:টন পাট বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেহেতু চলতি বছর পাট বীজ আমদানির জন্যে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন নেয়া হয়েছে সে কারণে অতিরিক্ত পাট বীজ আমদানির বিষয়টিও জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অত্র সভায় উপস্থাপন করা হয়।

সভাপতি মহোদয় দেশে বর্তমানে পাট উৎপাদনে জমির পরিমাণ, মোট বীজ উৎপাদনের পরিমাণ, পাট বীজের চাহিদার পরিমাণ ও বিগত বছরে কি পরিমাণ বীজ আমদানি করা হয়েছে ইত্যাদি বিষয় জানতে চান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার্স, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, দেশে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট আবাদ করা হয় যার জন্য পাট বীজের চাহিদা প্রায় ৪,০০০ মে:টন, দেশে পাট বীজের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে অনুমোদনকৃত পরিমাণ বীজ আমদানি করা হয় না। তিনি অতিরিক্ত পাট বীজ আমদানির পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তূলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক তাঁর সাথে একমত পোষণ করে বলেন যে, বর্তমানে পাটের বাজার দর গত বছরের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি থাকায় আসন্ন মৌসুমে পাট বীজের চাহিদাও বেশি হতে পারে, সেই কারণে অতিরিক্ত পাট বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

বিএআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন যে, পাট বীজের চাহিদা বেশি হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া পাট বীজ আমদানির অনুমতি প্রদান করা হলেও আইপি ইস্যুসহ অন্যান্য প্রক্রিয়া শেষ করে পাট বীজ আমদানি করা হলে তখন বীজ বপনের সময় থাকবে বলে মনে হয় না। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ডিএই'র মহাপরিচালক বলেন যে, বৈশাখ মাস পর্যন্ত তোষা জাতের পাট বীজ বপন করা যায়, তাই আমদানির অনুমতিপ্রদান করা হলে সময়ের কোন সমস্যা হবে না। তাছাড়া বন্যার

কারণে পাট বীজের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, বর্তমানে পাটের বাজার দর বেশি থাকায় অধিক পাট চাষ হতে পারে বলে বীজের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে। পাট বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া না হলে কৃষকেরা ভারতীয় নিম্নমানের পাট বীজ বপন করতে বাধ্য হবে। এসব বিষয় বিবেচনা করে তিনি অতিরিক্ত পাট বীজ আমদানি করার সুপারিশ করেন। মহা-পরিচালক, ডিএই'র সুপারিশের ভিত্তিতে কি পরিমাণ বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া যায় সভাপতি মহোদয় তা উপস্থিত সদস্যবৃন্দের নিকট হতে জানতে চান। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ দেশে পাট বীজের সার্বিক চাহিদা বিবেচনা করে অতিরিক্ত ৩০০ মে:টন পাট বীজ আমদানির অনুমতি দেয়ার প্রস্তাব করেন। অনুমতি প্রাপ্ত পাট বীজের আমদানির বিষয়টি ডিএই প্রচলিত বিধি মোতাবেক নিষ্পন্ন করবে বলে বোর্ড সদস্যবৃন্দ মত প্রকাশ করেন। আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

"চলতি ২০০৪-২০০৫ মৌসুমের জন্য অতিরিক্ত ৩০০ (তিনশত) মে:টন ভারতীয় জেআরও-৫২৪ জাতের পাট বীজ আমদানির অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।"

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

(এ এস এম আব্দুল হালিম)
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট- ত

১৪.০২. ২০০৫ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৭ তম (বিশেষ) সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা ঃ

(স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠান	স্বাক্ষর
১।	ডঃ নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়রম্যান	ব্র্যাক	অস্পষ্ট
২।	মোঃ মোখলেছুর রহমান, চেয়ারম্যান	বিএডিসি	,,
৩।	মোঃ আব্দুস সাত্তার, মহা পরিচালক	বারি, গাজীপুর।	,,
৪।	ডঃ এম শাহাদাদ হোসেন, মহাপরিচালক,	বিজেআরআই	,,
৫।	মোঃ আব্দুল বাতেন, নির্বাহী পরিচালক,	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	,,
৬।	মোঃ তারিক হাসান, মহাপরিচালক	ডিএই, খামারবাড়ী	,,
৭।	ডঃ ফিরোজ শাহ সিকদার, পরিচালক (কৃষি)	বিজেআরআই	,,
৮।	আব্দুর রহিম হাওলাদার, উপ- পরিচালক (ভ্যারাইটি টেস্টিং)	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।	,,
৯।	নূর আহমেদ সরকার, মহা ব্যবস্থাপক (পাটবীজ)		,,
১০।	এফ আর মালিক, সভাপতি	বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন	,,
১১।	মোঃ আব্দুল খালেক, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ	বীজ উইং, কৃষিমন্ত্রণালয়।	,,
১৩।	ডঃ মহিউল হক, মহাপরিচালক	ব্রি, গাজীপুর।	,,
১৪।	শেখ এনায়েত উল্লাহ, অতিঃ সচিব (প্র ও উ)		,,

নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজমান ও মাঠমান

ফসলের নাম ঃ ধান

(ক) বীজমান

ক্রঃনং	নির্ণায়ক	মৌল বীজ	ভিত্তি বীজ	প্রত্যায়িত বীজ
১	বিশুদ্ধ বীজ (সর্বনিম্ন %)	৯৯.০০	৯৭.০	৯৬.০
২	জড় পদার্থ (সর্বোচ্চ %)	১.০	২.০	৩.০
৩	অন্যান্য বীজ (সর্বোচ্চ %) (ক) অন্য ফসলের বীজ (সর্বোচ্চ, সংখ্যক; সম্পূর্ণ নমুনা পরীক্ষা করতে হবে)। (খ) আগাছা বীজ (সর্বোচ্চ সংখ্যক, সম্পূর্ণ নমুনা পরীক্ষা করতে হবে)	সামান্য ২/ কেজি ২/ কেজি	১.০ ৫/কেজি ৮/কেজি	১.০ ১০/কেজি ১০/কেজি
৪	অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা (সর্বনিম্ন %)	৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০
৫	আর্দ্রতা (সর্বোচ্চ %)	১২.০	১২.০	১২.০

(খ) মাঠমান

ক্রঃনং	নির্ণায়ক	মৌল বীজ	ভিত্তি বীজ	প্রত্যায়িত বীজ
১	পৃথকীকরণ দূরত্ব (মিটার)	৩.০	৩.০	৩.০
২	অন্য ফসলের গাছ (সর্বোচ্চ %)	০.০	০.১	০.২
৩	অন্যান্য জাত (সর্বোচ্চ %)	০.০	০.১	০.৫
৪	আগাছার গাছ (আপত্তিকর সর্বোচ্চ %) (ক) (ঝরাধান/বন্যধান) (খ) শ্যামা	০.০	০.০১	০.০২
৫	রোগ (বীজ বাহিত রোগ দ্বারা আক্রান্ত গাছের সংখ্যা (সর্বোচ্চ %) স্বাভাবিক অবস্থায় ফসল যদি মারাত্মকভাবে লজিং বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং একইসাথে ফ্লাওয়ারিং না হয় যা ফসল মূল্যায়নে জাতের সঠিকতা ও বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করে তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।	৫.০	১০.০	২০.০

নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজমান ও মাঠমান

ফসলের নাম– গম

(ক) বীজমান

ক্রঃনং	নির্ণায়ক	মৌল বীজ	ভিত্তি বীজ	প্রত্যায়িত বীজ
১	বিশুদ্ধ বীজ (সর্বনিম্ন %)	৯৯.০০	৯৭.০	৯৬.০
২	জড় পদার্থ (সর্বোচ্চ %)	১.০	২.০	৩.০
৩	অন্যান্য বীজ (সর্বোচ্চ %)	সামান্য	১.০	১.০
	(ক) অন্য ফসলের বীজ (সর্বোচ্চ, সংখ্যক; সম্পূর্ণ নমুনা পরীক্ষা করতে হবে)।	২/ কেজি	৫/কেজি	১০/কেজি
	(খ) আগাছা বীজ (সর্বোচ্চ সংখ্যক, সম্পূর্ণ নমুনা পরীক্ষা করতে হবে)	২/ কেজি	৮/কেজি	১০/কেজি
৪	অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা (সর্বনিম্ন %)	৮৫.০০	৮০.০০	৮০.০০
৫	আর্দ্রতা (সর্বোচ্চ %)	১২.০	১২.০	১২.০

(খ) মাঠমান

ক্রঃনং	নির্ণায়ক	মৌল বীজ	ভিত্তি বীজ	প্রত্যায়িত বীজ
১	পৃথকীকরণ দূরত্ব (মিটার)	৩.০	৩.০	৩.০
২	অন্য ফসলের গাছ (সর্বোচ্চ %)	০.০	০.১	০.২
৩	অন্যান্য জাত (সর্বোচ্চ %)	০.০	০.১	০.৫
৪	আগাছার গাছ (আপত্তিকর সর্বোচ্চ %) (ক) হিটকীরি (Lehli) (খ) বন্য যই (wild oat) (গ) বন মসুর (Wild lentil)	০.০	০.০৩	০.০৫
৫	রোগ (বীজবাহিত জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত গাছের সংখ্যা (সর্বোচ্চ %) লুজস্মাট (গাছ/হেঃ) স্বাভাবিক অবস্থায় ফসল যদি লজিং বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্টান্টেড হয় যা ফসল মূল্যায়নে জাতের সঠিকতা ও বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করে তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।	০.০	১২.০	২৫.০

ফসলের নাম – পাট

(ক) বীজমান

ক্রঃনং	নির্ণায়ক	মৌল বীজ	ভিত্তি বীজ	প্রত্যায়িত বীজ
১	বিশুদ্ধ বীজ (সর্বনিম্ন %)	৯৯.০০	৯৮.০	৯৬.০
২	জড় পদার্থ (সর্বোচ্চ %)	১.০	১.০	৩.০
৩.	অন্যান্য বীজ (সর্বোচ্চ) (ক) অন্য ফসলের বীজ (সর্বোচ্চ সংখ্যক, সম্পূর্ণ নমুনা পরীক্ষা করতে হবে)। (খ) আগাছা বীজ (সর্বোচ্চ সংখ্যক, সম্পূর্ণ নমুনা পরীক্ষা করতে হবে)	সামান্য ০/কেজি ০/কেজি	১.০ ৫/কেজি ৮/কেজি	১.০ ১০/কেজি ১০/কেজি
৪	অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা (সর্বনিম্ন %) (ক) ফ্রেশ বীজ (সর্বনিম্ন %) (খ) ক্যারিওভার বীজ (সর্বনিম্ন %)	 ৮০.০০ ৭০.০০	 ৮০.০০ ৭০.০০	 ৮০.০০ ৭০.০০
৫	আর্দ্রতা (সর্বোচ্চ %) (ক) ৫. cap. (খ) ৫. oli.	 ১০.০০ ৮.০	 ১০.০ ৮.০	 ১০.০ ৮.০

(খ) মাঠমান

ক্রঃনং	নির্ণায়ক	মৌল বীজ	ভিত্তি বীজ	প্রত্যায়িত বীজ
১	পৃথকীকরণ দূরত্ব (মিটার) (ক) একই প্রজাতির অন্যান্য জাতের মাঠ (খ) অন্যান্য প্রজাতির মাঠ	 ৫০.০ ৫.০	 ৩০.০ ৩.০	 ২০.০ ৩.০
২	অন্য জাত (সর্বোচ্চ %)	০.০	০.১	০.২
৩	বীজ বাহিত রোগে আক্রান্ত গাছের সংখ্যা (সর্বোচ্চ %)	০.০	০.১	০.৫
৪	ফসলের অবস্থা ঃ ফসল যদি আগাছা আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্ত অথবা লজিং হয় যা মাঠ পরিদর্শনে জাতের সঠিকতা ও বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করে তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।			

বিঃ দ্রঃ– আপত্তিকর আগাছা যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

ফসলের নাম – আলু

(ক) বীজমান

ক্রঃনং	নির্ণায়ক	মৌল বীজ	ভিত্তি বীজ	প্রত্যায়িত বীজ
১	আলুর সাথে যে কোন ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত বা সেকেন্ডারী গ্রোথ গ্রহণযোগ্য নহে।			
২	অন্য জাতের মিশ্রণ (সর্বোচ্চ %)	০.২	০.২	০.২
৩	বীজ আলুর গ্রেড (ক) ২৮ মিমিঃ- ৩৫ মিমিঃ ব্যাস পর্যন্ত (খ) ৩৬ মিমিঃ- ৪৫ মিমিঃ ব্যাস পর্যন্ত (গ) ৪৬ মিমিঃ-৫৫ মিমিঃ ব্যাস পর্যন্ত			
৪	নির্ধারিত বীজ আকৃতিতে (Specific size of seed) পৌঁছায়নি এমন টিউবারের সংখ্যা শতকরা ৫ ভাগের বেশি আক্রমণ করবে না।			
৫	প্রকৃত আলু বীজের (TPS) ক্ষেত্রে উপরোক্ত গ্রেড গ্রহণযোগ্য নয়।			

(খ) মাঠমান

ক্রঃনং	নির্ণায়ক	মৌল বীজ	ভিত্তি বীজ	প্রত্যায়িত বীজ
১	পৃথকীকরণ দূরত্ব (মিটার) (ক) অবীজ আলু ফসল থেকে (খ) অন্যান্য সোলানেসিয়াস ফসল থেকে	 ৩০.০ ১৫.০	 ৩০.০ ১৫.০	 ৩০.০ ১৫.০
২	অন্য জাত (সর্বোচ্চ %)	০.২০	০.২০	০.২০
৩	অন্য ফসল (সর্বোচ্চ %)	০.০০	০.০০	০.০০
৪	আপত্তিকর আগাছা (সর্বোচ্চ %)	০.০০	০.০০	০.০০
৫	রোগ (বীজবাহিত জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত গাছের সংখ্যা (সর্বোচ্চ %) (ক) লেট ব্লাইট (*Phytopthora infestans*) (খ) লিফ রোল (PLRV) (গ) মোজাইক (PMV) (ঘ) রিং রট।	 ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	 ০.০০ ০.৫০ ০.১০ ০.০০	 ০.০০ ২.০০ ১.০০ ০.০০

বিঃ দ্রঃ- আপত্তিকর আগাছা যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

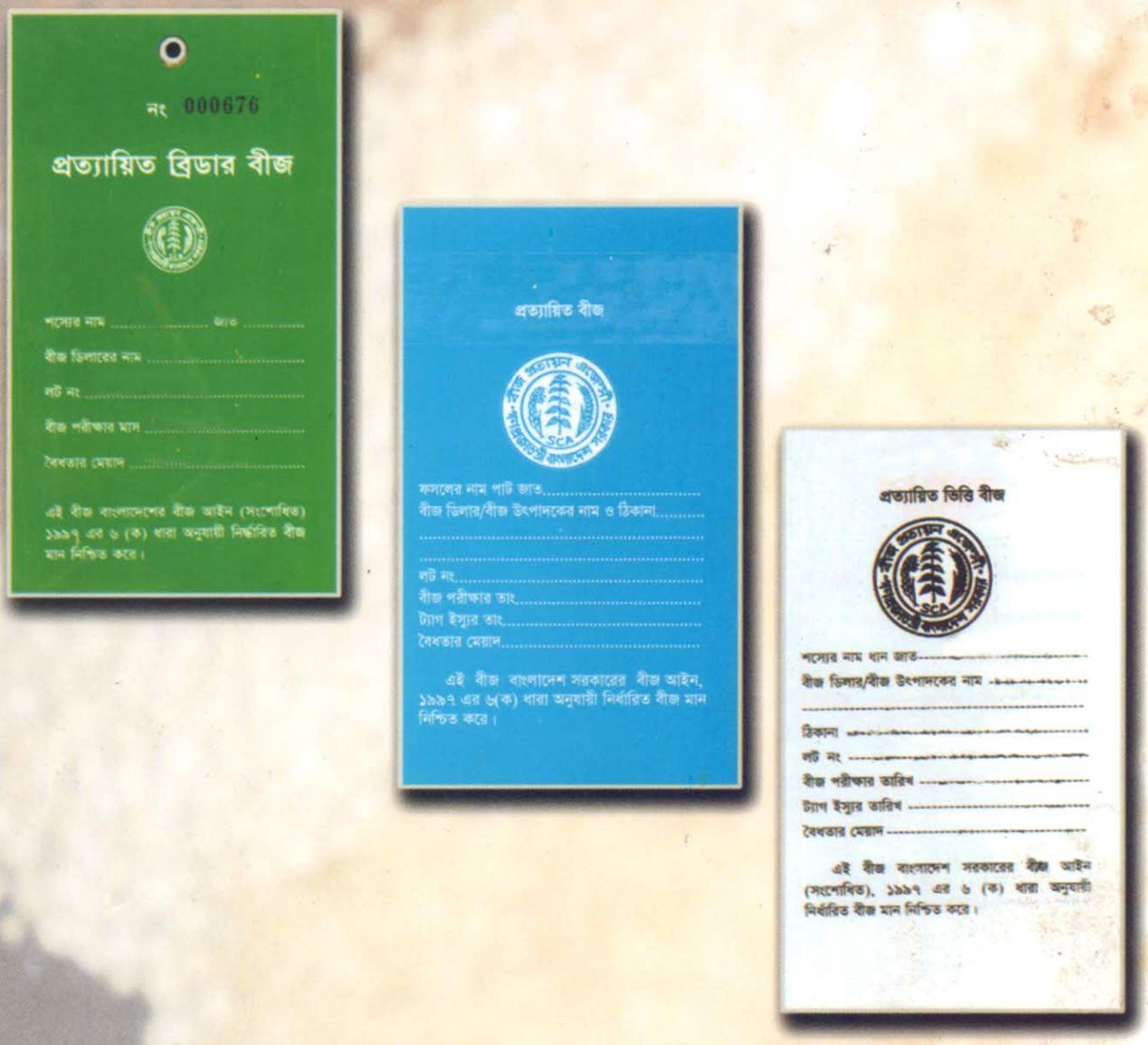

মুদ্রণে ঃ বি-বাড়ীয়া প্রিন্টিং প্রেস, গাজীপুর। ৯২৫৬১৬৩, ০১৮৯-০৩০২৩৪